সূচীপত্র

তাওহীদের ডাক

৭০তম সংখ্যা, জুলাই-আগস্ট ২০২৪
www.tawheederdak.com

- মুমিনের দুনিয়া ও আখেরাত
- জ্ঞানের কেন্দ্রীকরণ বনাম বিকেন্দ্রীকরণ
- মোবাইল ও ইন্টারনেট আসক্তি : উত্তরণের উপায়
- সাক্ষাৎকার : বাহারুল ইসলাম (কুষ্টিয়া)
- সমকালীন মনীষী : শায়েখ যুহায়ের আশ-শাবিশ (সিরিয়া)

ATAB MEMBER

Biman BANGLADESH AIRLINES

ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস

(ট্রাভেল এজেন্সী নিবন্ধন সনদ নং ০০১৩৫৯৬ ATAB রেজিঃ নং ১৭১৪২)

আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ

সম্মানিত হজ্জ ও ওমরাহ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা! ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস (সাবেক ক্বাযী হজ্জ কাফেলা) বিগত কয়েক বছর যাবৎ রাসূল (ছাঃ)-এর শেখানো পদ্ধতি মোতাবেক পবিত্র হজ্জ ও ওমরাহর পালনকারীদের খিদমত করে আসছে। আগামী বছরগুলিতেও এ ট্রাভেলস আপনাদের খিদমতে নিয়োজিত থাকবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে বিশুদ্ধ নিয়তে ও সুন্নাতসম্মত পদ্ধতিতে হজ্জব্রত পালনের তাওফীক দান করুন-আমীন!

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জ ও ওমরাহর সকল কার্যাবলী সম্পন্ন করার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা।
- একাধিক প্যাকেজ মোতাবেক উভয় হারামের সম্ভবপর নিকটবর্তী স্থানে আবাসনের ব্যবস্থা।
- দেশী বাবুর্চি দ্বারা রান্না করা খাবারের ব্যবস্থা।
- ঢাকা বিমানবন্দর হ'তে শুরু করে ফেরত আসা পর্যন্ত সার্বক্ষণিক গাইডের ব্যবস্থা।
- হজ্জ ও ওমরাহর যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সমাধা করার জন্য নিয়মিত তা'লীমের ব্যবস্থা।

বিঃ দ্রঃ

- সব সময় হজ্জের প্রাক-নিবন্ধন চালু আছে।
- প্রতিমাসে ওমরাহর প্যাকেজ চালু আছে (যাত্রী হওয়া সাপেক্ষে)। সেক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ (দুই) মাস আগে যোগাযোগ করতে হবে।

ঢাকা অফিস : ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস, আল-আমীন কমপ্লেক্স, ২৬২, ফকিরের পুল (৪র্থ তলা, স্যুট নং ৪০৩), মতিঝিল, ঢাকা- ১০০০। মোবাইল নং ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১৩-৩৮০২৩৩। ই-মেইল : quaziharuntravels1967@gmail.com

রাজশাহী অফিস : ক্বাযী হারূণুর রশীদ, ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট নওদাপাড়া (আম চত্বর)। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত যুবকদের জন্য সংস্কারমূলক ও অনুপ্রেরণাদায়ক কিছু বই

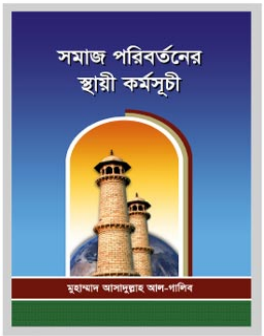

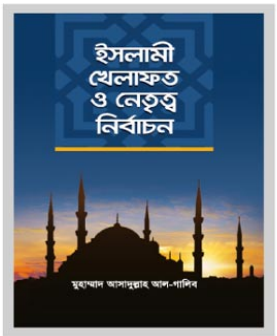

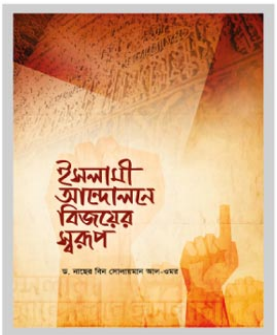

অর্ডার করুন ০১৭৭০-৮০০৯০০

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০। www.hadeethfoundationbd.com

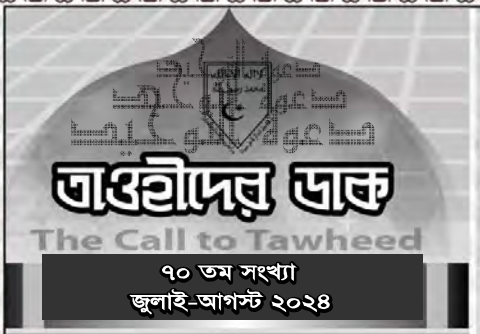

৭০ তম সংখ্যা
জুলাই-আগস্ট ২০২৪

উপদেষ্টা সম্পাদক
আব্দুর রশীদ আখতার
ড. নূরুল ইসলাম
ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
ড. মুখতারুল ইসলাম

সম্পাদক
মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম মাদানী

নির্বাহী সম্পাদক
আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সহকারী সম্পাদক
মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ

যোগাযোগ
তাওহীদের ডাক
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩।
মোবাইল : ০১৭৭৪-৫৮৫৭৯৪
সার্কুলেশন বিভাগ
০১৭৬৬-২০১৩৫৩
ই-মেইল
tawheederdak@gmail.com
ওয়েবসাইট
www.tawheederdak.com

মূল্য : ৩০ টাকা

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা বিভাগ, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী- ৬২০৩ থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, রাজশাহী থেকে

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়
➪ স্বাধীনতার নতুন সূর্যোদয় ২
কুরআন ও হাদীছের পথ-নির্দেশিকা
➪ সূদের ভয়াবহতা ৩
আক্বীদা
➪ শারঈ মানদণ্ডে বিদ'আতে হাসানাহ ও সায়্যিআহ ৫
মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম
তাবলীগ
➪ মৃত্যু যন্ত্রণার ভয়াবহতা ৯
আব্দুর রহীম
তারবিয়াত
➪ যে কান্নায় আগুন নেভে ১২
আব্দুল্লাহ
➪ দুনিয়া ও আখেরাতের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি যেমন হওয়া উচিৎ ১৬
মুহাম্মাদ আবুল কালাম
সাক্ষাৎকার
➪ বাহারুল ইসলাম (কুষ্টিয়া) ২০
ধর্ম ও সমাজ
➪ মোবাইল আসক্তি ও উত্তরণের উপায় ২৩
সাইফুর রহমান
চিন্তাধারা
➪ হে শিক্ষার্থী! নিজেকে যোগ্য করে তোলো! ২৭
সারওয়ার মিছবাহ
শিক্ষাঙ্গন
➪ জ্ঞান আবদ্ধ নয়, সবার জন্য উন্মুক্ত ২৯
মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলাম
পরশ পাথর
➪ জার্মান তরুণী মার্টিনা ওবারহোলজনার ইসলাম গ্রহণ ৩২
সমকালীন মনীষী
➪ মুহাম্মাদ যুহায়ের আশ-শাবীশ (সিরিয়া) ৩৩
অনুবাদ গল্প
➪ ব্যর্থতাই সফলতার মূলমন্ত্র ৩৫
মূল : মুহসিন জব্বার, অনুবাদ : নাজমুন নাঈম
জীবনের বাঁকে বাঁকে
➪ সততাই বড় শক্তি ৩৬
➪ সংগঠন সংবাদ ৩৭
➪ শব্দজট ৩৯
➪ কুইজ ৪০
➪ সাধারণ জ্ঞান ৪০

সম্পাদকীয়

স্বাধীনতার নতুন সূর্যোদয়

পাঁচই আগস্ট ২০২৪। বাংলাদেশের ইতিহাসে রচিত হ'ল এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। কোটা সংস্কারের দাবীতে ছাত্রদের আন্দোলন একসময় গণআন্দোলনে পরিণত হয়ে শেষ পর্যন্ত নাড়িয়ে দিল এক রুদ্ধশ্বাস লৌহশাসনের তখতে তাউস। দেশ ছেড়ে পালিয়ে বাঁচলেন টানা পনের বছরের প্রতাপশালী শাসক শেখ মুজিব কন্যা শেখ হাসিনা। একদিন পূর্বেও যেটা ছিল প্রায় অসম্ভব কল্পনা, ভোজবাজির মত হঠাৎ তা বাস্তবে রূপ লাভ করল। নিমিষে পাল্টে গেল সব গতিপথ। চোখের পলকে পট পরিবর্তনের এক অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখল বাংলাদেশ। গত পনের বছর ধরে যারা ছিলেন মহা দাপুটে সংহারী প্রশাসক, মুহূর্তে হয়ে গেলেন গর্তে লুকানো থরহরিকম্প ইঁদুর। আর ক্ষণকাল পূর্বেও যারা ছিল ক্লান্ত, শ্রান্ত, বিধ্বস্ত, আশ্রয়হারা নিঃসহায়, হঠাৎ তারাই হয়ে উঠল একেকজন অতিকায় জান্তব, হারকিউলিস। সকালে যারা ছিলেন মহামান্য রাজাধিরাজ, বিকালে তারা হ'লেন মহাধিকৃত পলায়নপর স্বৈরাচার। দিনের শুরুতে যারা ছিলেন আনত মস্তকে জলদগম্ভীরভাবে পুজিত, দুপুর না হ'তেই তাদের গর্বোদ্ধত মূর্তিগুলো জাতীয়ভাবে ঘৃণ্য, লাঞ্ছিত হ'ল। ভূতলে লুটিয়ে পড়ল পূজারীদেরই নির্মম আঘাতে। চোখ কচলিয়ে আচানক দুনিয়াটা ভীষণ আজব লাগে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কী না পারেন! সুবহানাল্লাহ!

বলতে দ্বিধা নেই, শেখ হাসিনার এই দীর্ঘ শাসনামলে কিছু উন্নয়ন দৃশ্যমান হয়েছিল। বহু রাস্তা-ঘাট, ব্রীজ-,কালভার্ট নির্মিত হয়েছিল এ সময়। বড় বড় স্থাপনা, অবকাঠামো নির্মিত হয়েছিল। ডিজিটালাইজেশনের কারণে জীবনযাত্রা সহজ হয়ে এসেছিল। জননিরাপত্তা মোটামুটি নিশ্চিত হয়েছিল। চুরি-ডাকাতি হ্রাস পেয়েছিল উল্লেখযোগ্য হারে।

কিন্তু এর বিপরীতে সমাজের বুকে চেপে বসেছিল দুঃশাসন, বিচারহীনতা, যুলুম-নির্যাতন আর বাকস্বাধীনতা হরণের এক মহা জগদ্দল পাথর। মোটাদাগে দু'টি বিষয় ছিল এই দানবীয় যুগের অন্যতম প্রতীক- দুর্নীতি এবং বৈষম্য। স্বাধীনতার চেতনার নামে হাসিনাশাহী এ দেশকে দুই ভাগ করে ফেলেছিল। সরকারদলীয়দের একচ্ছত্র আধিপত্যে বাকিরা ছিল ম্রিয়মান। সরকারী প্রায় সকল সেক্টর ছিল মহা দুর্নীতিগ্রস্ত। রাজনৈতিক নেতা-কর্মীরা, দলীয়ভাবে নিয়োগকৃত অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা একেকটা সরকারী অফিসকে গড়ে তুলেছিল দুর্নীতির আখড়া। ব্যাংকিং সেক্টর ছিল লোপাটের কারখানা। একেকটা ব্যাংককে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল একেক শিল্পগোষ্ঠী নামক দস্যুদের হাতে। এই ক'বছরে বিদেশে পাচার করা হয়েছে ১৪ হাযার ৯২০ কোটি ডলার বা ১৭ লাখ ৬০ হাযার কোটি টাকা। অথচ দেশের ঋণ এখন ১৮ লাখ ৩৫ হাযার কোটি টাকা। ২০০৯ সালে যা ছিল মাত্র ২ লাখ ৭৬ হাযার ৮৩০ কোটি টাকা। শিক্ষাব্যবস্থাকে রীতিমত ধ্বংস করে দিয়ে এদেশের শিক্ষার্থীদের স্বাভাবিক বিকাশের পথকে করা হয়েছিল রুদ্ধ।

বিরোধী দল ও ভিন্নমতকে কঠোরহস্তে দমন করে রেখেছিল সরকার। বিরোধী রাজনৈতিকদের ছলে-বলে কৌশলে একেবারে মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেয়া হয়েছিল। কখনও জঙ্গী, কখনও শিবির, কখনও স্বাধীনতার চেতনা ট্রাম্পকার্ড খেলে যিম্মী আর কোনঠাসা করে রেখেছিল ইসলামপন্থীদের। পুলিশ প্রশাসনকে যথেচ্ছা ব্যবহার করা হয়েছিল দলীয় ক্যাডারের মত করে। আয়নাঘর বানিয়ে বছরের পর বছর নিরীহ মানুষকে পশুর মত গুম রাখা হয়েছিল নির্জন, অন্ধকার কক্ষে; বিচারহীনভাবে। আমেরিকার গুয়ান্তানামো বে'র কথা আমরা শুনেছিলাম। কিন্তু দেশের মধ্যে যে এর চেয়েও নির্মমভাবে মানবাধিকার লংঘন হচ্ছে, তা ছিল আমাদের ধারণারও অতীত। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের নামে যখন-তখন যাকে-তাকে ধরার ফ্রী লাইসেন্স দেয়া হয়েছিল প্রশাসনকে। সেই লাইসেন্সকে পুঁজি করে প্রশাসন বসিয়েছিল গুম, খুন আর জঘন্য রকম যুলুমের মহোৎসব। পুলিশ এতটাই ধরাকে সরা জ্ঞান করেছিল যে, কোন সম্মানিত মানুষেরও ইয্যতের গ্যারান্টি ছিল না। যার-তার নামে মিথ্যা মামলা দিয়ে বছরের পর বছর আদালতে ঘুরানোর বন্দোবস্ত করতে তারা একটু দ্বিধা করত না। ঘুষ বাণিজ্যকে তারা তাদের নিজেদের অধিকারের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল। মানবতা, সততা ও ন্যায়বিচার প্রায় বিদায় নিয়েছিল প্রশাসন থেকে। দেশ পরিণত হয়েছিল দমন, নিপীড়নে নিষ্পিষ্ট এক আগ্রাসী পুলিশী রাষ্ট্রে।

২০২৪ সালের আগস্ট মাস তাই বাংলাদেশের জন্য স্বাধীনতার পর এক নতুন অভ্যুদয়। তারুণ্যের হাত ধরে এক বিপ্লবী রেঁনেসা। অন্যায়, অবিচারের বিরুদ্ধে এক স্বতঃস্ফূর্ত মহা গণজাগরণ। সেই সাথে সারা বিশ্বে ফ্যাসিবাদের ধ্বজাধারীদের জন্য এক প্রজ্জ্বলিত সতর্ক সংকেত। ২০২৪ সাল তাই এ জাতির ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় হয়ে থাকবে ইনশাআল্লাহ। স্বাধীনতার পঞ্চাশাধিককাল পর এসে আমরা যেন আজ সত্যিকার অর্থে স্বাধীনতার স্বাদ উপভোগ করছি। একে দ্বিতীয় স্বাধীনতা এজন্য বলা হচ্ছে যে, এই অর্জনের পিছনে এত বেশী প্রাণ গেছে, যার নযীর স্বাধীনতার পর আর দ্বিতীয়টি নেই। মাসাধিককালের এই আন্দোলনে প্রাণ হারিয়েছে অন্তত ছয় শতাধিক বনু আদম এবং আহত হয়েছে কয়েক হাযার। পঙ্গুত্ব বরণ করেছে শত শত তাযা প্রাণ। যাদের অধিকাংশই স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কোমলমতি সম্ভাবনাময় নবীন শিক্ষার্থী। অন্যদিকে দুর্নীতি, বৈষম্য ও যুলুমের বিরুদ্ধে এই আন্দোলনে সমর্থন দিয়েছে এদেশের প্রায় শতভাগ গণমানুষ। সাধারণ মানুষ, কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি মানুষ কেউ এর বাইরে ছিল না। দেশকে এগিয়ে নিতে গোটা জাতির এমন সার্বজনীন একতা ইতিপূর্বে আর কখনও দেখা যায়নি। এ যেন স্বাধীনতার পর থেকে অদ্যাবধি অপূর্ণ থাকা বহু লালিত এক আকাশছোঁয়া স্বপ্নের বাস্তবায়ন। সবচেয়ে বড় কথা, এই জাগরণ এসেছে সমাজের সবচেয়ে নবীন প্রজন্মের হাত ধরে।

তবে আমাদের কাজ এখন কেবলমাত্র শুরু। মনে রাখতে হবে, স্বাধীনতা অর্জন করার চেয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করা কঠিন। ইরাক-লিবিয়ার পরিণতি আমাদের জানা। সেটাকে মাথায় রেখে আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে হবে। সুশাসন, ন্যায়বিচার ও শৃংখলা সর্বাগ্রে নিশ্চিত করতে হবে। আমরা ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করেছি স্বাধীনতা অর্জন হ'তে না হ'তেই একদল শুরু করেছে পূর্ব আচরিত গুণ্ডামী, চাঁদাবাজি, প্রতিপক্ষের উপর বেশুমার নারকীয় হামলা আর সম্পত্তি লুটতরাজ। প্রত্যাশার আলো জ্বলতে না জ্বলতেই এমন ঘটনা আমাদের অর্জনকে কিছুটা ম্লান করেছে। জানিনা সামনের দিনগুলো কেমন আসছে। *[বাকী অংশ ৪ পৃষ্ঠা দ্রঃ]*

সূদের ভয়াবহতা

আল-কুরআনুল কারীম :

١- يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ-

(১) 'আল্লাহ সূদকে নিঃশেষ করেন ও ছাদাক্বায় প্রবৃদ্ধি দান করেন। বস্তুত আল্লাহ কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালবাসেন না' *(বাক্বারাহ ২/২৭৬)*।

٢- يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ- فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ-

(২) 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সূদের বকেয়া পাওনা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক।' অতঃপর যদি তোমরা তা না কর, তাহ'লে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। আর যদি তোমরা তওবা কর, তাহ'লে তোমরা তোমাদের মূলধনটুকু পাবে। তোমরা অত্যাচার করো না এবং অত্যাচারিত হয়ো না' *(বাক্বারাহ ২/২৭৮-৭৯)*।

٣- يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ-

(৩) 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সূদ খেয়ো না। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। যাতে তোমরা সফলকাম হ'তে পার' *(আলে ইমরান ৩/১৩০)*।

٤- فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا- وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا-

(৪) 'অতঃপর ইহূদীদের সীমালংঘনের কারণে আমরা তাদের উপর হারাম করেছিলাম বহু পবিত্র বস্তু, যা তাদের জন্য হালাল ছিল এবং এ কারণে যে, তারা বহু মানুষকে আল্লাহ্র পথ থেকে বাধা দিত' । 'আর এ কারণে যে, ওরা সূদ নিত। অথচ তাদেরকে এ থেকে নিষেধ করা হয়েছিল। আর তারা অন্যায়ভাবে মানুষের ধন-সম্পদ গ্রাস করত। বস্তুত আমরা তাদের মধ্যেকার কাফেরদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি' *(নিসা ৪/১৬০-৬১)*।

٥- وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ-

(৫) 'লোকদের সম্পদ বৃদ্ধি পাবে মনে করে তোমরা যে সূদ প্রদান করে থাক, আল্লাহ্র নিকটে তা বৃদ্ধি পায়না। পক্ষান্তরে আল্লাহ্র চেহারা কামনায় তোমরা যে ছাদাক্বা দিয়ে থাক, তারা তার বহুগুণ বেশী লাভ করে থাকে' *(রূম ৩০/৩৯)*।

হাদীছের বাণী :

٦- عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ-

(৬) জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূদখোর, সূদদাতা, সূদের লেখক এবং তার উপর সাক্ষীদ্বয়কে অভিশাপ করেছেন, আর বলেছেন, ওরা সকলেই সমান'।[১]

٧- عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ وَكَانَ يَنْهَى عَنِ النَّوْحِ-

(৭) আলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে অভিশাপ দিতে শুনেছেন সূদখোর, সূদদাতা, সূদের লেখক ও ছাদাক্বা প্রদানে বাধাদানকারীর প্রতি। আর মৃতের জন্য বিলাপ করা হ'তে তিনি নিষেধ করতেন'।[২]

٨- عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيْرُ إِلَى قُلٍّ

(৮) ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, সূদ যতই বৃদ্ধি পাক, এর পরিণতি হ'ল নিঃস্বতা'।[৩]

٩- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِى حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّى يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ-

(৯) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'সাতটি ধ্বংসকারী বিষয় থেকে তোমরা বিরত থাকবে। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! সেগুলো কী? তিনি বললেন, (১) আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক করা (২) যাদু করা (৩) আল্লাহ যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন, শরী'আত সম্মত কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করা (৪) সূদ খাওয়া (৫) ইয়াতীমের মাল গ্রাস করা (৬) রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া এবং (৭) সরল স্বভাবা সতী-সাধ্বী মুমিনাদের অপবাদ দেয়া'।[৪]

---

১. মুসলিম হা/১৫৫৮।
২. নাসাঈ হা/৫১০৩, মিশকাত হা/২৮২৯।
৩. আহমাদ হা/৩৭৫৪; ছহীহুল জামে হা/৩৫৪২; মিশকাত হা/২৮২৭।
৪. বুখারী হা/২৭৬৬, ৬৮৫৭; মুসলিম হা/৮৯; মিশকাত হা/৫২।

١٠- عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ يَظْهَرُ الرِّبَا، وَالزِّنَا، وَالْخَمْرُ-

(১০) ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন ক্বিয়ামতের পূর্বে সূদ, ব্যভিচার এবং মদের ব্যাপকতা প্রকাশ পাবে'।[৫]

١١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا وَالرِّبَا فِي قَرْيَةٍ، فَقَدْ أَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللهِ-

(১১) ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত নবী করমী (ছাঃ) বলেন, যখন কোন জনপদে ব্যভিচার ও সূদ ব্যাপকতা লাভ করে তখন সেখানকার বাসিন্দারা নিজেদের জন্য আল্লাহ্র আযাব বৈধ (অবধারিত) করে নেয়'।[৬]

١٢- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْظَلَةَ غَسِيلِ الْمَلَائِكَةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْهَمُ رِبا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِيْنَ زَنْيَةً-

(১২) যাকে ফেরেশতা শেষ গোসল দিয়েছিলেন, সেই হানযালার পুত্র আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'সূদের একটি মাত্র দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) যদি কেউ জেনেশুনে ভক্ষণ করে তাহ'লে তা হবে ৩৬ বার ব্যভিচার করার চাইতেও জঘন্য'।[৭]

١٣- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرِّبَا سَبْعُونَ حُوبًا أَيْسَرُهَا إِثْمًا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ-

(১৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, সূদের পাপের ৭০টি স্তর রয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে সাধারণ হচ্ছে কোন ব্যক্তির নিজ মাতাকে বিবাহ করা'।[৮]

١٤- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرِّبَا اثْنانِ وَسَبْعُونَ بَاباً أَدْنَاهَا مِثْلُ إِتْيانِ الرَّجُلِ أُمَّهُ وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا اسْتِطالَةُ الرَّجُلِ فِي عَرْضِ أَخِيهِ

(১৪) বারা' বিন 'আযেব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, সূদের পাপ ৭২ প্রকার। যার মধ্যে সবচেয়ে ছোট পাপ মায়ের সাথে ব্যভিচার করার মত! আর সূদের সবচেয়ে বড় পাপ হ'ল মুসলিম ভাইয়ের সম্ভ্রম নষ্ট করা'।[৯]

١٥- عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ بِشَفَاعَةٍ فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا.

(১৫) আবু উমামাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কারো জন্য সুফারিশ করল এবং সেই সুফারিশের প্রতিদান স্বরূপ তাকে কিছু উপহার দিল। যদি সে তা গ্রহণ করে তাহ'লে সে সূদের দরজাসমূহের একটি বড় দরজায় উপস্থিত হ'ল'।[১০]

মনীষীদের বক্তব্য :

১. ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, 'এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সূদ খাওয়া অথবা সূদ সংক্রান্ত কাজের সাথে জড়িত হওয়া কাবীরা গোনাহ' *(তাফসীরে কুরতুবী ৩/৬৪১ পৃ.)*।

২. শাওক্বানী (রহঃ) বলেন, 'যদি কর্যের কারণে ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার মাঝে হাদিয়া বা উপঢৌকন আদান-প্রদান হ'লে এটা সূদ বা ঘুষ হিসাবে গণ্য হবে' *(নায়লুল আওত্বার ৫/২৫৭ পৃ.)*।

৩. শায়খ বিন বায (রহঃ) বলেন, সূদ বরকতকে বিনষ্ট করে। তাই আমাদের উচিত সেখান থেকে বিরত থাকা' *(মাজমা' ফাতাওয়া ৭/২৮৯ পৃ.)*।

সারবস্তু :

১. ইসলামী শরী'আতে সূদ সম্পূর্ণরূপে হারাম। দুনিয়া ও আখিরাতে এর পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। ২. পৃথিবীর আদিকাল থেকে সকল ধর্ম ও বর্ণের মানুষ একে নিকৃষ্ট পাপ মনে করতেন। ৩. সূদের কারণে পারস্পরিক সহানুভূতি দূর হয়ে জন্ম নেয় সীমাহীন অর্থলিপ্সা ও স্বার্থপরতা। জাহেলী যুগে যেমন সূদের প্রসার ঘটেছিল বর্তমানেও তেমনি সূদ ব্যপকতা লাভ করেছে। তাই এর ভয়াবহতা থেকে সতর্কতা অবলম্বন করা যরূরী। আল্লাহ আমাদেরকে যাবতীয় সূদ থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করুন।-আমীন!

৫. ত্বাবরাণী কাবীর হা/৭৬৯৫; ছহীহুত তারগীব হা/১৮৬১।
৬. ত্বাবারাণী হা/৪৬৩; হাকেম হা/২২৬১; ছহীহুল জামে' হা/৬৭৯।
৭. আহমাদ হা/২২০০৭; মিশকাত হা/২৮২৫; ছহীহাহ হা/১০৩৩।
৮. ইবনু মাজাহ হা/২২৭৪; মিশকাত হা/২৮২৬, ছহীহুল জামে' হা/৩৫৩৭।
৯. ত্বাবারাণী আউসাত্ব হা/৭১৫১, ছহীহাহ হা/১৮৭১।
১০. আবুদাঊদ হা/৩৫৪১, সনদ হাসান; মিশকাত হা/৩৭৫৭।

সম্পাদকীয় বাকী অংশ

তবে আমরা অত্যন্ত আশাবাদী থাকতে চাই। কারণ এই রেনেসাঁ এসেছে এদেশের আলোকিত ছাত্রসমাজের মাধ্যমে, কর্মচঞ্চল নতুন প্রজন্মের হাত ধরে। লাইব্রেরীর তত্ত্বজগৎ থেকে বেরিয়ে, ফেসবুক-ইউটিউবের অসার বিনোদনের পসরাকে পায়ে মাড়িয়ে দল-মত নির্বিশেষে তারা যে ত্যাগের নযরানা পেশ করেছে জাতির জন্য, তা তুলনারহিত। স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে ময়দানে বুক চিতিয়ে রুখে দাঁড়িয়ে তারা এই অমর বিজয়কাব্য রচনা করেছে। ছাত্র-জনতার এই মহান আত্মত্যাগ ও কুরবানী ইনশাআল্লাহ বৃথা যাবে না। তাদের রক্তভেজা পথ বেয়ে আগামীর বাংলাদেশ হবে সুশাসন ও ন্যায়বিচারের বাংলাদেশ, বৈষম্যহীন বাংলাদেশ, খোলাফায়ে রাশেদার স্বর্ণালী আদর্শে আলোকিত বাংলাদেশ, ইসলামী খেলাফতের আদলে সাম্য ও মৈত্রীর বাংলাদেশ-এ আশায় আমরা বুক বেঁধেছি। আল্লাহ আমাদের এ দেশকে তাঁর দ্বীনের জন্য কবুল করে নিন। শান্তি ও সুশাসনের নতুন বাংলাদেশ গড়ার পথে তরুণ সমাজকে কবুল করুন। সর্বোপরি একটি খাঁটি ইসলামী সমাজ গড়ার লক্ষ্যে আমাদের সবাইকে অগ্রসর হওয়ার তাওফীক দিন- আমীন!

শারঈ মানদণ্ডে বিদ'আতে হাসানাহ ও সায়্যিআহ

-মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম

ভূমিকা : আমাদের সমাজে কিছু মানুষ বিদ'আতকে হাসানাহ্ ও সায়্যিআহ্ তথা ভালো বিদ'আত ও মন্দ বিদ'আত শ্রেণীতে বিভক্ত করে এবং বিদ'আতে হাসানাহ্কে ইসলামী শরী'আতে বৈধ বলে আখ্যায়িত করে। এটা স্পষ্টভাবে রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শ বিরোধী। কেননা তিনি বলেছেন, فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ 'নিশ্চয়ই সকল বিদ'আত ভ্রষ্টতা'।[১] এখানে ভালো-মন্দের কোন পার্থক্য করা হয়নি। বরং প্রত্যেক বিদ'আতই ভ্রষ্টতা, যা হেদায়াতের বিপরীত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, مَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، وَمَنْ يَهْدِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللهُ بِعَزِيْزٍ ذِي انْتِقَامٍ 'আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার জন্য কোন হেদায়াতকারী নেই। আর আল্লাহ যাকে হেদায়াত করেন, তার জন্য কোন পথ ভ্রষ্টকারী নেই' *(যুমার ৩৯/৩৬-৩৭)*। কোন ভালো কাজই আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়াতের বিপরীত হ'তে পারে না।

সকল প্রকার বিদ'আত ভ্রষ্ট হওয়ার ব্যাপারে ছাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেঈনে ইযাম ঐক্যমত পোষণ করেছেন। তাদের কেউই বিদ'আতকে হাসানাহ্ এবং সায়্যিআহ্ শ্রেণীদ্বয়ে বিভক্ত করেননি। শায়খ ছালেহ আল-ফাওযান (রহঃ) বলেন, مَنْ قَسَّمَ الْبِدْعَةَ إِلَى بِدْعَةٍ حَسَنَةٍ وَبِدْعَةٍ سَيِّئَةٍ؛ فَهُوَ غَالِطٌ وَمُخْطِئٌ وَمُخَالِفٌ لِقَوْلِهِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ– 'যে ব্যক্তি বিদ'আতকে হাসানাহ্ ও সায়্যিআহ্ তথা ভাল ও মন্দ শ্রেণীদ্বয়ে বিভক্ত করল, সে ভুল করল এবং সকল বিদ'আতই ভ্রষ্টতা মর্মে রাসূল (ছাঃ)-এর বাণীর বিরোধিতা করল'।[২]

হাফেয ইবনে রজব (রহঃ) বলেন, 'রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী 'সকল বিদ'আতই ভ্রষ্টতা' একটি ব্যাপক অর্থবোধক বাক্য, যা থেকে কোন কিছুই বাদ পড়ে না। এটা দ্বীনের মৌলিক বিষয় সমূহের মধ্যে একটি মৌলিক বিষয়। এটা রাসূল (ছাঃ)-এর ঐ বাণীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ 'যে ব্যক্তি আমাদের শরী'আতে এমন কিছু নতুন সৃষ্টি করল, যা তার মধ্যে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত'। অতএব যে ব্যক্তি নতুন কিছু সৃষ্টি করবে এবং তাকে দ্বীনের সাথে সম্পৃক্ত করবে, অথচ তা দ্বীনের অন্তর্ভূক্ত নয়, তাহলে তা গোমরাহী। আর দ্বীন তা থেকে মুক্ত'।[৩]

বিদ'আতে হাসানাহ ও সায়্যিআহ পন্থীদের দলীলসমূহ ও তার জবাব

প্রথম দলীল : عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: مَا رَأَى الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُوْنَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّءٌ، وَقَدْ رَأَى الصَّحَابَةُ جَمِيعًا أَنْ يَسْتَخْلِفُوْا أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ– 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুসলমানদের দৃষ্টিতে যা উত্তম আল্লাহ্র দৃষ্টিতেও তা উত্তম। আর মুসলমানদের দৃষ্টিতে যা নিকৃষ্ট আল্লাহ্র দৃষ্টিতেও তা নিকৃষ্ট। আর প্রত্যেক ছাহাবী আবু বকর (রাঃ)-কে খলীফা করার ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছিলেন'।[৪]

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুসলমানদের নিকটে যে কাজ উত্তম বলে বিবেচিত হবে, আল্লাহ্র নিকটেও সে কাজ উত্তম। অতএব বিদ'আতে হাসানাহ্ মানুষের নিকট উত্তম বলে বিবেচিত। বিধায় আল্লাহ্র নিকটেও তা উত্তম আমল হিসাবে গণ্য হবে।

জবাব : ইবনুল জাওযী (রহঃ) এই হাদীছের ব্যাপারে বলেন, تَفَرَّدَ بِهِ النَّخَعِيْ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: كَانَ يَضَعُ الْحَدِيْثَ، وَهَذَا الْحَدِيْثُ إِنَّمَا يُعْرَفُ مِنْ كَلاَمِ بْنِ مَسْعُوْدٍ– 'এই হাদীছটি নাখঈ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহঃ) বলেন, তিনি (নাখঈ) হাদীছ জালকারী। আর এই হাদীছটি ইবনু মাসঊদের বক্তব্য হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে'।[৫] হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, إِنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ كَلاَمِ رَسُوْلِ اللهِ وَإِنَّمَا يُضِيفُهُ إِلَى كَلاَمِهِ مَنْ لَا عِلْمَ لَهُ بِالْحَدِيْثِ وَإِنَّمَا هُوَ ثَابِتٌ عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ مِنْ قَوْلِهِ– 'এটা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কথা নয়। হাদীছ সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তিরাই এটাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে সম্পৃক্ত করে। বরং এটা ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর বাণী হিসাবে প্রমাণিত'।[৬]

আল-আলাঈ (রহঃ) বলেন, 'আমি আমার দীর্ঘ গবেষণার পরেও হাদীছ গ্রন্থসমূহে মারফূ সূত্রে এটি খুঁজে পাইনি। এমনকি যঈফ সনদেও পাইনি। বরং এটা ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে 'মাওকূফ' সূত্রে বর্ণিত হয়েছে'।[৭]

---

* লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব।

১. ইবনু মাজাহ হা/৪২, 'খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা অনুচ্ছেদ।

২. ছালেহ আল-ফাওযান, আল-ইরশাদ ইলা ছহীহিল ই'তিকাদ ১/৩০০ পৃঃ।

৩. তদেব।

৪. মুসনাদে আহমাদ হা/৩৬০০; সিলসিলা যঈফা হা/৫৩৩।

৫. আবু উসামাহ্ সালীম ইবনু আব্দিল হিলালী আস-সালাফী, আল-বিদ'আত ওয়া আছারুহুস সায়্যি ফিল উম্মাহ্, ৬০ পৃঃ।

৬. ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-ফুরুসিয়্যাহ, পৃঃ ৬১।

৭. সুয়ূতী, আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, পৃঃ ৮৯।

নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন, لَا أَصْلَ لَهُ مَرْفُوعًا، وَإِنَّمَا وُرِدَ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ مَسْعُوْدٍ– ‘মারফূ‘ সূত্রে এর কোন ভিত্তি নেই। বরং এটা ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ’তে ‘মাওকূফ’ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে’।[৮] তিনি আরো বলেন, إِنَّ مِنْ عَجَائِبِ الدُّنْيَا أَنْ يَحْتَجَّ بَعْضُ النَّاسِ بِهَذَا الْحَدِيْثِ عَلَى أَنَّ فِيْ الدِّيْنِ بِدْعَةً حَسَنَةً، وَأَنَّ الدَّلِيْلَ عَلَى حُسْنِهَا اِعْتِيَادُ الْمُسْلِمِيْنَ لَهَا– ‘নিশ্চয়ই দুনিয়ার আশ্চর্যজনক বিষয় হল, কিছু মানুষ এই হাদীছটিকে দ্বীনের মধ্যে বিদ‘আতে হাসানাহ থাকার দলীল হিসাবে পেশ করে। অথচ বিদ‘আতে হাসানার দলীল পেশ করা মুসলমানদেরকে বিদ‘আতের উপর অভ্যস্ত করার নামান্তর’।[৯] অতএব হাদীছটি মারফূ‘ সূত্রে ছহীহ না হওয়ায় তা দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়। এছাড়াও তা রাসূল (ছাঃ)-এর অকাট্য বাণী- فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ‘নিশ্চয়ই সকল প্রকার বিদ‘আত ভ্রষ্টতা’[১০] এর স্পষ্ট বিরোধী।

পক্ষান্তরে যদি হাদীছটিকে মাওকূফ সূত্রে ছহীহ ধরা হয়, তাহ’লে তাতে বর্ণিত اَلْمُسْلِمُوْنَ এর ال সামগ্রিকতার জন্য এসেছে। অর্থাৎ সকল মুসলমান যার উপর ঐক্যমত পোষণ করেছে। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, ‘আছারটি সকল মুসলমান যার উত্তমতার উপর ঐক্যমত পোষণ করেছে আল্লাহ্র নিকট তা উত্তম হওয়ার দলীল। কিন্তু কিছু সংখ্যক মুসলমানের রায় বা মত দলীল সাব্যস্ত হওয়া বুঝানো হয়নি’।[১১] অতএব উল্লিখিত আছার দ্বারা যারা বিদ‘আতে হাসানার বৈধতার দলীল পেশ করেছে, তারা কি এমন কোন বিদ‘আত উপস্থাপন করতে সক্ষম, যার উপর সকল মুসলমান ঐক্যমত পোষণ করেছে? কখনোই তা সম্ভব নয়।

আর যদি اَلْمُسْلِمُوْنَ এর ال কে لِلْجِنْسِ বা জাতি বাচক ধরা হয়, তাহ’লে অর্থ হবে, উক্ত বিদ‘আতকে কিছু মুসলিম বিদ‘আতে হাসানাহ বলে গণ্য করেছে এবং কিছু মুসলিম তাকে বিদ‘আতে সায়্যিআহ বলে আখ্যায়িত করেছে। আর এরূপ হলে তা ইজমা বলে গণ্য হবে না এবং এর দ্বারা দলীল পেশ করা বৈধ হবে না। ইয ইবনু আব্দুস সালাম (রহঃ) বলেন, ‘যদি হাদীছটিকে ছহীহ ধরা হয়, তাহ’লে তাতে বর্ণিত اَلْمُسْلِمُوْنَ দ্বারা أَهْلُ الْإِجْمَاعِ বুঝানো হয়েছে’।[১২]

প্রকৃতপক্ষে উল্লিখিত আছারে বর্ণিত اَلْمُسْلِمُوْنَ এর ال টি لِلْعَهْدِ। অতএব এখানে اَلْمُسْلِمُوْنَ দ্বারা উদ্দেশ্য হ’ল ইজমায়ে ছাহাবা তথা যার উপর ছাহাবায়ে কেরাম ঐক্যমত পোষণ করেছেন। আর পৃথিবীতে এমন কোন বিদ‘আত নেই যা হাসানাহ বা ভালো হওয়ার ব্যাপারে ছাহাবায়ে কেরাম ঐক্যমত পোষণ করেছেন। বরং তাঁরা সকল প্রকার বিদ‘আত ভ্রষ্টতার উপর ঐক্যমত পোষণ করেছেন।

উল্লিখিত আছারের প্রকৃত উদ্দেশ্য তার শেষাংশে বর্ণনা করা হয়েছে। যেখানে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) আবু বকর (রাঃ)-এর খেলাফতের ব্যাপারে ছাহাবায়ে কেরামের ইজমার দলীল পেশ করেছেন। হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, ‘উল্লিখিত আছারটি দ্বারা খেলাফতের ক্ষেত্রে আবু বকর (রাঃ)-কে অগ্রাধিকার দেওয়ার ব্যাপারে ছাহাবায়ে কেরামের ইজমার কথা বুঝানো হয়েছে’।[১৩]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উল্লিখিত আছারে বর্ণিত اَلْمُسْلِمُوْنَ দ্বারা উদ্দেশ্য হ’ল, ছাহাবায়ে কেরাম। অর্থাৎ ছাহাবায়ে কেরাম যার উত্তমতার উপর ঐক্যমত পোষণ করেছেন, আল্লাহ্র নিকট তা উত্তম। এছাড়াও আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) ছিলেন কঠোরভাবে বিদ‘আতকে প্রত্যাখ্যানকারী। তিনি বলেন, أَيهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ سَتُحْدِثُونَ وَيُحْدَثُ لَكُمْ، فَإِذَا رَأَيتُمْ مُحْدَثَةً فَعَلَيْكُمْ بِالأَمْرِ الأَوَّلِ– ‘হে মানব জাতি! নিশ্চয়ই তোমরা নতুন কিছু সৃষ্টি করবে এবং তোমাদের জন্য নতুন কিছু সৃষ্টি করা হবে। যখন তোমরা (দ্বীনের মধ্যে) কোন নবাবিস্কৃত বস্তু দেখবে, তখন তোমাদের কর্তব্য হল, প্রথমটাকেই আঁকড়ে ধরা’।[১৪] অতএব তাঁর কথা কিভাবে বিদ‘আতে হাসানাহ বৈধতার দলীল হ’তে পারে?

এছাড়াও উল্লিখিত দলীলের উপর ভিত্তি করে যে কোন ভালো কাজকে বৈধ মনে করলে তা হবে ছহীহ হাদীছের বিরোধী। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَإِنْ رَآهَا النَّاسُ حَسَنَةً ‘সকল প্রকার বিদ‘আত ভ্রষ্টতা, যদিও মানুষ তাকে উত্তম মনে করে’।[১৫]

প্রিয় পাঠক! মুসলমানদের নিকট যে কাজ উত্তম বলে বিবেচিত হবে, আল্লাহ্র নিকটেও সে কাজ উত্তম বলে বিবেচিত হ’লে রাসূল (ছাঃ) ঐ তিন ব্যক্তিকে হুঁশিয়ার করতেন না; যারা রাসূল (ছাঃ)-এর আমলকে কম মনে করেছিল এবং সারারাত্রি জেগে ছালাত আদায়, বিরতিহীন ছিয়াম পালন এবং বিবাহ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। উক্ত তিন ব্যক্তির উদ্দেশ্য এতো ভালো হওয়া সত্ত্বেও রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে ছালাত ও ছিয়ামের প্রতি উৎসাহ না দিয়ে বরং দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেছিলেন, فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِى فَلَيْسَ مِنِّى ‘যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত হ’তে বিমুখ হবে (সুন্নাত পরিপন্থী

৮. সিলসিলা যঈফা হা/৫৩৩-এর আলোচনা দ্রঃ।
৯. তদেব।
১০. ইবনু মাজাহ হা/৪২।
১১. ইবনুল কাইয়িম (রহঃ), আল-ফুরূসিয়্যাহ ৬০ পৃঃ।
১২. ফাতাওয়া ইয ইবনু আব্দিস সালাম, পৃঃ ৪২।
১৩. ইবনু কাছীর (রহঃ), আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১০/৩২৮ পৃঃ।
১৪. সুনানুদ দারেমী হা/১৬৯; ইবনু হাযার আসকালানী, সনদ ছহীহ, ফাতহুল বারী ১৩/২৫৩ পৃঃ।
১৫. সিলসিলাতুল আছারিছ ছহীহাহ্ হা/১২১; আলবানী, সনদ ছহীহ, তালখীছু আহকামিল জানায়েয ১/৮৩ পৃঃ।

আমল করবে), সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়'।[১৬] অতএব যে কোন ভালো কাজ দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য অবশ্যই কুরআন ও ছহীহ দ্বারা প্রমাণিত হ'তে হবে।

দ্বিতীয় দলীল : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ سَنَّ فِيْ الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلاَ يَنقُصُ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِيْ الإِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلاَ يَنقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ– 'যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে কোন উত্তম রীতি চালু করবে সে তার প্রতিদান পাবে এবং তার দেখাদেখি পরবর্তীতে যারা তা করবে তাদের সমান প্রতিদানও সে পাবে। তবে তাদের প্রতিদান থেকে কোন কিছুই কম করা হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোন মন্দ রীতি চালু করবে, সে তার কাজের পাপ ও তার দেখাদেখি পরবর্তীতে যারা তা করবে তাদের সমান পাপের অধিকারী হবে। তবে তাদের পাপ থেকে কোন কিছুই কম করা হবে না'।[১৭]

জবাব : যারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উক্ত বক্তব্যকে বিদ'আতে হাসানার বৈধতার দলীল হিসাবে পেশ করে, তাদের উদাহরণ ঐ ব্যক্তির ন্যায় যারা কুরআন ও হাদীছের প্রথম ও শেষ অংশ গোপন করে মানুষকে বিভ্রান্ত করে। যেমন- ছালাত অস্বীকারকারীরা দলীল দিয়ে থাকে যে, আল্লাহ নিজেই বলেছেন, فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ 'দুর্ভোগ ছালাত আদায়কারীদের জন্য' *(মাঊন ১০৭/৪)*। অথচ তারা পরের আয়াতগুলো উল্লেখ করে না। যেখানে বলা হয়েছে, ٱلَّذِينَ هُم عَن صَلَاتِهِم سَاهُونَ ٱلَّذِينَ هُم يُرَاءُونَ وَيَمنَعُونَ ٱلمَاعُونَ 'যারা তাদের ছালাত সম্পর্কে উদাসীন; যারা তা লোক-দেখানোর জন্য আদায় করে এবং নিত্য ব্যবহার্য বস্তু অন্যকে দেয় না' *(মাঊন ১০৭/৫-৭)*। অর্থাৎ যারা তাদের ছালাত সম্বন্ধে উদাসীন ও লোক দেখানোর জন্য ছালাত আদায় করে তাদের জন্য দুর্ভোগ। কিন্তু তারা এসব কিছু উল্লেখ না করে বলে, ছালাত আদায়কারীদের জন্য দুর্ভোগ।

অনুরূপভাবে তারা উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলার বাণী, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা ছালাতের নিকটবর্তী হয়ো না' *(নিসা ৪/৪৩)*। অথচ তারা উক্ত আয়াতের পরের অংশ উল্লেখ করে না। যেখানে বলা হয়েছে, وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ 'তোমরা যখন নেশাগ্রস্ত থাক, যতক্ষণ না বুঝতে সক্ষম হও যা কিছু তোমরা বলছ' *(নিসা ৪/৪৩)*। অর্থাৎ তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছালাতের নিকটবর্তী হয়ো না। কিন্তু তারা অবস্থা উল্লেখ না করে শুধু বলে, তোমরা ছালাতের নিকটবর্তী হয়ো না।

বিদ'আতে হাসানাহ্র বৈধতার প্রমাণে উল্লিখিত দলীল পেশ করার ক্ষেত্রেও ঠিক অনুরূপ ঘটনার প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। তারা তাদের স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে হাদীছের অংশ বিশেষ উল্লেখ করে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। অথচ পূর্ণ হাদীছ উল্লেখ করলে খুব সহজেই এর সমাধান হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ্। হাদীছটি হ'ল- মুনযির ইবনু জারীর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা ভোরের দিকে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এ সময় তাঁর কাছে পাদুকাবিহীন, বস্ত্রহীন, গলায় চামড়ার আবা পরিহিত এবং তরবারি ঝুলন্ত অবস্থায় একদল লোক আসল। এদের অধিকাংশ কিংবা সকলেই মুযার গোত্রের লোক ছিল। অভাব-অনটনে তাদের এই করুণ অবস্থা দেখে রাসূল (ছাঃ)-এর মুখমণ্ডল পরিবর্তিত ও বিষণ্ন হয়ে গেল। তিনি ভেতরে প্রবেশ করলেন, অতঃপর বেরিয়ে আসলেন। তিনি বেলাল (রাঃ)-কে আযান দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। বেলাল (রাঃ) আযান ও একামত দিলেন।

ছালাত শেষ করে তিনি উপস্থিত মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন এবং এই আয়াত পাঠ করলেন- يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنهَا زَوجَهَا وَبَثَّ مِنهُمَا رِجَالا كَثِيرا وَنِسَاء وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِۦ وَٱلأَرحَامَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيكُم رَقِيبا 'হে মানব জাতি! তোমরা নিজেদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একজন মানুষ থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর ঐ জোড়া থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন অগণিত পুরুষ ও নারী। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যার দোহাই দিয়ে তোমরা পরস্পরের নিকট প্রার্থনা করে থাক এবং রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তা সম্পর্কে সতর্ক থাক। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষক' *(নিসা ৪/১)*। অতঃপর তিনি সূরা হাশরের শেষের দিকের এই আয়াত পাঠ করলেন- يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلتَنظُر

১৬. বুখারী হা/৫০৬৩; মিশকাত হা/১৪৫।
১৭. মুসলিম হা/১০১৭; মিশকাত হা/২১০।

نَفس مَّا قَدَّمَت لِغَد ‘হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আর প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত এ বিষয়ে ভেবে দেখা যে, সে আগামী দিনের জন্য অগ্রীম কি প্রেরণ করছে’ *(হাশর ৫৯/১৮)*।

অতঃপর উপস্থিত লোকদের কেউ তার দীনার, কেউ দিরহাম, কেউ কাপড়, কেউ এক ছা‘ আটা ও কেউ এক ছা‘ খেজুর দান করল। অবশেষে তিনি বললেন, এক টুকরা খেজুর হলেও তোমরা নিয়ে এসো। বর্ণনাকারী বলেন, আনছার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি একটি বিরাট থলে নিয়ে আসলেন। তার হাত তা বহন করতে প্রায় অক্ষম হয়ে পড়েছিল। রাবী আরো বলেন, অতঃপর লোকেরা সারিবদ্ধভাবে একের পর এক দান করতে থাকল। ফলে খাদ্য ও কাপড়ের দু’টি স্তূপ হয়ে গেল। রাসূল (ছাঃ)-এর চেহারা খাঁটি সোনার ন্যায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, ‘যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে কোন উত্তম রীতি চালু করবে সে তার প্রতিদান পাবে এবং তার দেখাদেখি পরবর্তীতে যারা তা করবে, তাদের সমান প্রতিদানও সে পাবে। তবে তাদের প্রতিদান থেকে কোন কিছুই কম করা হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোন মন্দ রীতি চালু করবে, সে তার কাজের পাপ ও তার দেখাদেখি পরবর্তীতে যারা তা করবে তাদের সমান পাপের অধিকারী হবে। তবে তাদের পাপ থেকে কোন কিছুই কম করা হবে না’।[১৮]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উক্ত বক্তব্য দ্বারা উদ্দেশ্য হ’ল, সুন্নাতের উপর আমল আরম্ভকারী। তাকে দেখে পরবর্তী আমলকারীদের সমপরিমাণ নেকীর হকদার হবে। এখানে বিদ‘আতে হাসানাহ্কে বৈধ করা হয়নি। আর দু’টি দিক লক্ষ্য করলে এটা স্পষ্ট হবে।

(ক) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কখন উক্ত কথা বলেছিলেন? তিনি যখন ছাহাবায়ে কেরামকে দানের উৎসাহ দিচ্ছিলেন তখন এক আনছারীর দান আরম্ভ করার মাধ্যমে সকলেই দান আরম্ভ করেছিলেন। আর দান ইসলামী শরী‘আতের একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। আর সুন্নাত কখনোই বিদ‘আত হ’তে পারে না। অতএব রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী- مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً এর অর্থ হ’ল, مَنْ عَمِلَ بِسُنَّةٍ তথা ‘যে ব্যক্তি সুন্নাতের উপর আমল আরম্ভ করল’।

(খ) বিদ‘আতে হাসানাহ ও বিদ‘আতে সায়্যিআহ এরূপ প্রকারভেদ কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত হ’তে হবে। কেননা কোন জিনিস উত্তম এবং কোন জিনিস নিকৃষ্ট? তা ইসলামী শরী‘আত কর্তৃক নির্ধারিত হবে। মানুষের বিবেক নির্ধারণ করলে তা কখনোই গৃহীত হবে না। সুন্নাত হ’ল, যা কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। পক্ষান্তরে বিদ‘আত হ’ল, যা কুরআন ও ছহীহ হাদীছ বহির্ভূত। আর কুরআন ও ছহীহ হাদীছ বহির্ভূত কোন কাজ কখনোই হাসানাহ বা উত্তম হ’তে পারে না।

১৮. মুসলিম হা/১০১৭; মিশকাত হা/২১০।

অতএব যে সুন্নাত কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত অথচ মানুষ তার উপর আমল করে না, এমন কোন সুন্নাতকে নতুনভাবে জীবিত করাকে সুন্নাতে হাসানাহ্ বলা হয়। যেমন- জামা‘আতবদ্ধভাবে তারাবীহ্র ছালাত আদায় করা। এটা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত যা কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু তিনি তাঁর উম্মাতের উপর ফরয হওয়ার আশংকায় তিন দিনের বেশি জামা‘আতে আদায় করেননি। ওমর (রাঃ) তাঁর মৃত্যুর পরে উক্ত সুন্নাতকে জীবিত করলেন।

হে মুসলিম ভাই! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উক্ত কথাকে আরো ভালোভাবে উপলব্ধি করার জন্য কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা হল,

(ক) যিনি বলেছেন, مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً ‘যে ব্যক্তি একটি সুন্নাত জারী করল’। তিনিই আবার বলেছেন, فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ ‘নিশ্চয়ই সকল প্রকার বিদ‘আত ভ্রষ্টতা’।[১৯] আর এটা অসম্ভব যে, কখনো দু’টি হাদীছ বিরোধপূর্ণভাবে একই অর্থে ব্যবহৃত হবে। বরং এখানে সুন্নাতে হাসানাহ দ্বারা রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত উদ্দেশ্য। নতুন সৃষ্ট কোন আমল নয়। তাহ’লে দুই হাদীছের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। সুতরাং আমাদের জন্য জায়েয হবে না যে, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর এক হাদীছকে গ্রহণ করব আর অন্য হাদীছকে প্রত্যাখ্যান করব।

(খ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ سَنَّ ‘যে ব্যক্তি সুন্নাত জারী করল’। কিন্তু বলেননি من ابتدع ‘যে বিদ‘আত করল’। অতঃপর তিনি বলেছেন, فِيْ الإِسْلاَمِ তথা ইসলামের মধ্যে। আর বিদ‘আত ইসলামের অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং ইসলাম বহির্ভূত বলেই তাকে বিদ‘আত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অতঃপর তিনি বলেছেন, حَسَنَةً তথা উত্তম। আর বিদ‘আত কখনো হাসানাহ্ তথা উত্তম হয় না; বরং রাসূল (ছাঃ) বিদ‘আতকে ضَلاَلَةٌ বা ভ্রষ্টতা বলে আখ্যায়িত করেছেন।[২০]

(গ) সালাফে ছালেহীনের কেউ সুন্নাতে হাসানাহ্র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাকে বিদ‘আতে হাসানাহ বলে আখ্যায়িত করেননি।

অতএব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উক্ত কথা দ্বারা বিদ‘আতে হাসানাহ বৈধতার দলীল পেশ করা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর মিথ্যারোপ করার শামিল। আর রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ– ‘যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যারোপ করল, সে যেন জাহান্নামে তার স্থান বানিয়ে নিল’।[২১]

(ক্রমশঃ)

[লেখক : কেন্দ্রীয় সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ]

১৯. ইবনু মাজাহ, হা/৪২।
২০. তদেব।
২১. বুখারী হা/১০৮; মুসলিম হা/৩;

মৃত্যু যন্ত্রণার ভয়াবহতা

- আব্দুর রহীম

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

ছাহাবায়ে কেরামের মৃত্যুর ভয় ও যন্ত্রনা : প্রকৃত জ্ঞানী মানুষ মাত্রই মৃত্যু পরবর্তী স্থায়ী জীবনের শাস্তির ভয় করে থাকেন। তার চেয়ে বেশী ভয় করেন মৃত্যুকে বা মৃত্যুকালীন যন্ত্রণাকে। কারণ মৃত্যু যন্ত্রণা এমন বাস্তব সত্য যা থেকে নবী-রাসূলগণও রক্ষা পাননি। এজন্য জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত ছাহাবায়ে কেরামসহ সকল ছাহাবী মৃত্যুকালীন যন্ত্রণার ভয়ে তটস্থ থাকতেন। নিম্নে কতিপয় ছাহাবীর মৃত্যুকালীন অবস্থা বর্ণনা করা হ'ল-

'আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ)-এর অবস্থা :

ছাহাবী 'আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ) বড় মাপের ছাহাবী ছিলেন। তার ছেলে আব্দুল্লাহ (রাঃ) একজন প্রখ্যাত ছাহাবী। এরপরও তিনি মৃত্যুকালীন অবস্থা ও পরকালীন মুক্তির বিষয়ে শঙ্কিত ছিলেন। ইবনু শিমাসা আল-মাহরী (রহঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, 'আমরা একদা 'আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ)-এর মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে দেখতে গেলাম। তখন তিনি অনেকক্ষণ কাঁদলেন এবং মুখমণ্ডল দেয়ালের দিকে ফিরিয়ে নিলেন। তার পুত্র তাকে রাসূল (ছাঃ) প্রদত্ত বিভিন্ন সুসংবাদের উল্লেখ পূর্বক সান্তনা দিয়ে বললেন, আব্বা! রাসূল (ছাঃ) কি আপনাকে অমুক সুসংবাদ দেননি? রাসূল (ছাঃ) কি আপনাকে অমুক সুসংবাদ দেননি? রাবী বলেন, তখন তিনি পুত্রের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, إِنَّ أَفْضَلَ مَا نُعِدُّ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ– 'আমার সর্বোৎকৃষ্ট পাথেয় হচ্ছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' এ কালিমার সাক্ষ্য দেয়া'। আর আমি অতিক্রম করেছি আমার জীবনের তিনটি পর্যায়। এক সময় তো আমি এমন ছিলাম যে, রাসূল (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধাচরণে আমার চেয়ে কঠোর আর কেউ ছিল না। আমি যদি রাসূল (ছাঃ)-কে কবযায় পেতাম তাকে হত্যা করতাম, এটা ছিল আমার সবচেয়ে প্রিয় ভাবনা। যদি সে অবস্থায় আমার মৃত্যু হ'ত, তবে নিশ্চিত আমাকে জাহান্নামে যেতে হ'ত। এরপর আল্লাহ যখন আমার অন্তরে ইসলামের অনুরাগ সৃষ্টি করে দিলেন, তখন আমি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে উপস্থিত হয়ে অনুরোধ জানালাম যে, আপনার ডান হাত বাড়িয়ে দিন, আমি বায়'আত করতে চাই। রাসূল (ছাঃ) তাঁর ডান হাত বাড়িয়ে দিলেন, তখন আমি আমার হাত টেনে নিলাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-বললেন, 'আমর! কী ব্যাপার? আমি বললাম, পূর্বেই আমি শর্ত করে নিতে চাই। তিনি (জিজ্ঞেস করলেন, কী শর্ত? আমি উত্তরে বললাম, আল্লাহ যেন আমার সব গোনাহ মাফ করে দেন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'আমর! তুমি কি জানো না যে, ইসলাম পূর্বের সকল গোনাহ মিটিয়ে দেয়। হিজরত এবং হজ্জও পূর্বের সকল গোনাহ মিটিয়ে দেয়। 'আমর (রাঃ) বলেন, এ পর্যায়ে আমার অন্তরে রাসূল (ছাঃ) অপেক্ষা অধিক প্রিয় আর কেউ ছিল না। আমার চোখে তিনি অপেক্ষা মহান আর কেউ ছিল না। অপরিসীম শ্রদ্ধার কারণে আমি তাঁর প্রতি চোখ ভরে তাকাতেও পারতাম না। আজ যদি আমাকে তাঁর দেহ আকৃতির বর্ণনা করতে বলা হয়, তবে আমার পক্ষে তা সম্ভব হয়ে উঠবে না। কারণ আমি কখনোই চোখ তুলে তাঁর দিকে তাকাতে পারিনি। ঐ অবস্থায় যদি আমার মৃত্যু হ'ত তবে অবশ্যই আমি জান্নাতী হওয়ার আশাবাদী থাকতাম। কিন্তু পরবর্তীকালে আমরা নানা বিষয়ের সাথে জড়িয়ে পড়েছি, তাই জানি না, এতে আমার অবস্থান কোথায়? সুতরাং আমি যখন মারা যাব, তখন কোন বিলাপকারী অথবা আগুন যেন আমার জানাযার সাথে না থাকে। আমাকে যখন দাফন করবে তখন আমার উপর আস্তে আস্তে মাটি ফেলবে এবং দাফন সেরে একটি উট যবেহ করে তার গোশত বণ্টন করতে যে সময় লাগে, ততক্ষণ আমার কবরের পাশে অবস্থান করবে। যেন তোমাদের উপস্থিতির কারণে আমি আতঙ্কমুক্ত অবস্থায় চিন্তা করতে পারি যে, আমার প্রতিপালকের দূতের কী জবাব দেব'।[১]

নাওফেল ইবনু আবী আকরাব বলেন, 'আমর ইবনুল 'আছ মৃত্যুর সময় অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে পড়েন। তার পুত্র আব্দুল্লাহ ইবনু 'আমর তা দেখে বলেন, হে আবু আব্দুল্লাহ, এত দুশ্চিন্তা কীসের? অথচ আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) আপনাকে নিকটে টেনে নিয়েছিলেন এবং রাষ্ট্রীয় দায়িত্বও দিয়েছিলেন। তিনি বললেন, 'বৎস, ব্যাপারটা এমনই ছিল এবং আমি তোমাকে সে বিষয়ে বলব। আল্লাহ্‌র কসম, আমি জানি না এটা আমার প্রতি তার ভালোবাসা ছিল নাকি বন্ধুত্ব। কিন্তু আমি দু'জনের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে তারা এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন যখন রাসূল (ছাঃ) তাদের ভালোবাসতেন: তারা হলেন ইবনে সুমাইয়া আম্মার এবং ইবনে উম্মে আবদ। যখন তিনি এসব কথা বলছিলেন তখন তিনি তার হাতটি চিবুকের যেখানে শিকল বাধা হয় সেখানে রেখে বললেন, اللَّهُمَّ أَمَرْتَنَا فَتَرَكْنَا وَنَهَيْتَنَا فَرَكِبْنَا وَلاَ يَسَعُنَا إِلاَّ مَغْفِرَتُكَ– 'হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে আদেশ করেছেন অথচ আমরা তা পরিত্যাগ করেছি। আপনি আমাদেরকে কোন কাজ করতে নিষেধ করেছেন অথচ আমরা তা করেছি। আপনার ক্ষমা ব্যতীত আমাদের বাঁচার কোন উপায় নেই'। তিনি এই কথাগুলো বলতে বলতে পৃথিবী ত্যাগ করলেন।[২]

১. মুসলিম হা/১২১; মিশকাত হা/২৮।
২. আহমাদ হা/১৭৮১৬; মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/১৫৮৯৯, সনদ ছহীহ।

ইয়াকূব ইবনু আব্দুর রহমান বলেন, 'আমর ইবনুল 'আছের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসলে তিনি কেঁদে অশ্রু ঝরালেন। তার ছেলে আব্দুল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ওহে পিতা! আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি যে, আপনার নিকট আল্লাহ্র কোন নির্দেশ আসলে আপনি তাতে ধৈর্য ধারণ করবেন। তিনি বললেন, হে বৎস! তোমার পিতার নিকট তিনটি বিষয় ঘুরপাক করছে। তার প্রথমত আমল বন্ধ হয়ে যাওয়া, দ্বিতীয়ত কবরের ভয়াবহতা, তৃতীয়ত প্রিয়জনের বিচ্ছেদ। আর তিনটির মধ্যে এটিই (তৃতীয়টি) তুলনামূলক সহজ। এরপর তিনি বললেন, হে আল্লাহ! তুমি যে আদেশ করেছিলে আমি তা অমান্য করেছি, তুমি নিষেধ করেছিলে আমি তার অবাধ্যতা করেছি। হে আল্লাহ! ক্ষমা ও উদারতাই তোমার পরিচয়'।[৩] বুজায়েয ইবনু রায়সান তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, 'যখন 'আমর ইবনুল 'আছের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসল, তখন তার ছেলে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে পিতা আপনি বলতেন, আফসোস! যদি আমি একজন জ্ঞানী মানুষের মৃত্যুর সময় তার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারতাম! যাতে সে যে যন্ত্রণা পায় তা আমাকে বর্ণনা করতে পারে। আর আপনিই সেই জ্ঞানী মানুষ, আমার কাছে মৃত্যুকালীন অবস্থা বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম, বৎস! আমার পাশটা যেন একটা তাঁবুতে, যেন আমি একটা সূঁচের বিষে শ্বাস নিচ্ছি, যেন একটা কাঁটাযুক্ত ডাল আমার পা থেকে মাথার কাছে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এরপর তিনি নিম্নের পঙক্তি আবৃতি করলেন-

لَيْتَنِي كُنْتُ قَبْلَ مَا قَدْ بَدَا لِي. فِي قِلَالِ الْجِبَالِ أَرْعَى الْوُعُولَا

'আফসোস! যদি আমার এ অবস্থা শুরুর পূর্বেই আমি পর্বতমালার গিরিখাতে গিয়ে ছাগল চরাতাম অর্থাৎ পরকালীন পাথেয় সঞ্চয় করতাম'।[৪]

আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর অবস্থা :

খুব কম সময় রাসূল (ছাঃ)-এর সান্নিধ্য লাভ করেও সর্বাধিক হাদীছ বর্ণনাকারী ছাহাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)। তিনিও মৃত্যুর সময় শঙ্কিত ছিলেন। আব্দুর রহমান ইবনু মেহরান বলেন,

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ لَا تَضْرِبُوا عَلَيَّ فُسْطَاطًا وَلَا تَتَّبِعُونِي بِمَجْمَرٍ وَأَسْرِعُوا بِي أَسْرِعُوا بِي فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا وُضِعَ الْمُؤْمِنُ عَلَى سَرِيرِهِ يَقُولُ: قَدِّمُونِي وَإِذَا وُضِعَ الْكَافِرُ عَلَى سَرِيرِهِ يَقُولُ: يَا وَيْلَتَا أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِي؟

'আবু হুরায়রা (রাঃ) তার মৃত্যুর সময় উপদেশ দিয়ে বলেন, তোমরা আমার উপরে শিবির স্থাপন করবে না এবং ধূপকাঠি নিয়ে আমাকে অনুসরণ করবেন না, তোমরা দ্রুত আমার দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করবে। কারণ আমি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি। 'যখন একজন মুমিনকে তার খাটে রাখা হয়, তখন সে বলে, আমাকে দ্রুত নিয়ে চল। আর যখন একজন কাফেরকে তার বিছানায় বা খাটে রাখা হয়, তখন সে বলে, হায়! হায়! তোমরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?'।[৫]

হাম্মাম (রহঃ) ইকরিমা থেকে বর্ণনা করে, لَمَّا حَضَرَ أَبَا هُرَيْرَةَ الْمَوْتُ جَعَلَ يَبْكِي قِيلَ لَهُ مَا يُبْكِيكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ قِلَّةُ الزَّادِ وَبُعْدُ الْمَفَازَةِ وَعَقَبَةٌ هُبُوطُهَا الْجَنَّةُ أَوِ النَّارُ– আবু হুরায়রা যখন মৃত্যুর নিকটবর্তী হলেন, তখন তিনি কাঁদতে লাগলেন। তাকে বলা হ'লঃ হে আবু হুরায়রা, আপনাকে কীসে কাঁদাচ্ছে? তিনি বললেন, পাথেয়-এর অভাব, ছওয়াব প্রাপ্তির দূরত্ব এবং সর্বশেষ পরিণতি– জান্নাত নাকি জাহান্নাম।।[৬]

অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন, أَمَا إِنِّي لا أَبْكِي عَلَى دُنْيَاكُمْ هَذِهِ، وَلَكِنِّي أَبْكِي لِبُعْدِ سَفَرِي وَقِلَّةِ زَادِي. أَصْبَحْتُ فِي صُعُودٍ مُهْبِطَةٌ عَلَى جَنَّةٍ وَنَارٍ، فَلا أَدْرِي إِلَى أيهما يُسلك بِي 'আমি তোমার এই দুনিয়ার জন্য কাঁদছি না, বরং আমি আমার পথের দীর্ঘতা ও পাথেয়-এর স্বল্পতার কারণে কাঁদছি। আমি এমন বাহনে আরোহণ করেছি, যা জান্নাত কিংবা জাহান্নামের দিকে ধাবমান। অথচ আমি জানি না কোনটির দিকে আমাকে নিয়ে যাওয়া হবে?'[৭]

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর অবস্থা :

ইবনু মাসঊদ (রাঃ) একজন প্রখ্যাত ছাহাবী ছিলেন। তিনি বদর, ওহোদসহ প্রায় সকল যুদ্ধে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি মৃত্যুযন্ত্রণা এবং তার পরবর্তী অবস্থার ব্যাপারে শঙ্কিত ছিলেন। যেমন বিভিন্ন আছারে বর্ণিত হয়েছে,

لَمَّا حَضَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ الْمَوْتُ دَعَا ابْنَهُ فَقَالَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ إِنِّي أُوصِيكَ بِخَمْسٍ خِصَالٍ فَاحْفَظْهُنَّ عَنِّي: أَظْهِرِ الْيَأْسَ لِلنَّاسِ فَإِنَّ ذَلِكَ غِنًى فَاضِلٌ وَدَعْ مَطْلَبَ الْحَاجَاتِ إِلَى النَّاسِ فَإِنَّ ذَلِكَ فِقْرٌ حَاضِرٌ وَدَعْ مَا تَعْتَذِرُ مِنْهُ مِنَ الْأُمُورِ وَلَا تَعْمَلْ بِهِ. وَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَأْتِيَ عَلَيْكَ يَوْمٌ إِلَّا وَأَنْتَ خَيْرٌ مِنْكَ بِالْأَمْسِ فَافْعَلْ. فَإِذَا صَلَّيْتَ صَلَاةً فَصَلِّ صَلَاةَ مُوَدِّعٍ كَأَنَّكَ لَا تُصَلِّي بَعْدَهَا–

৩. আবু সুলায়মান রিবঈ, ওয়াছায়াল ওলামা ১/৬৮ পৃ.।
৪. ইবনু আবীদ্দুনিয়া, আল মুহতাযিরীন হা/ ১০৩; আল-মুতামান্নিঈন হা/৯৩; কুরতুবী, আত-তাযকিরা ১/১৯৩ পৃ.।
৫. আবু সুলায়মান রিবঈ, ওয়াছায়াল ওলামা ১/৫৭ পৃ.।
৬. বুখারী, আত-তারীখুল কাবীর ৪/১৫৭-১৫৮; আবু সুলায়মান রিবঈ, ওয়াছায়াল ওলামা ১/৫৭ পৃ.।
৭. ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা ৪/২৫৩, সনদ ছহীহ।

‘যখন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) মৃত্যুর সন্নিকটে উপস্থিত হলেন, তখন তিনি তার ছেলেকে ডেকে বললেন, হে আব্দুর রহমান ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ, আমি তোমাকে পাঁচটি কাজের উপদেশ দিচ্ছি, তুমি সেগুলো রক্ষা কর। ১. মানুষের নিকট (দুনিয়া সম্পর্কে) নিরাশা প্রকাশ কর, কারণ এটি একটি উত্তম সম্পদ। ২. তুমি মানুষের নিকট প্রয়োজনের কথা বলা পরিহার কর। কারণ এটাই উপস্থিত দারিদ্র্য। ৩. তুমি যেসব বিষয়ে অযুহাত পেশ কর, তা ছেড়ে দাও এবং সে ধরনের কাজ কর না। ৪. তুমি যদি এমন একটি দিন আনতে সক্ষম হও, যেটা গতকালের চেয়ে ভালো তবে তা কর। ৫. যখন তুমি ছালাত আদায় করবে, তখন বিদায়ী ব্যক্তির ন্যায় ছালাত আদায় করবে, যেন তুমি তার পরে আর ছালাত আদায় করতে পারবে না’।[৮]

ইবনু মাসঊদের মৃত্যুশয্যায় ওছমান (রাঃ) তার কাছে গেলেন এবং বললেন, হে ইবনু মাসঊদ! আপনি কী সম্পর্কে অভিযোগ করছেন? তিনি বললেন, আমি আমার পাপের ব্যাপারে অভিযোগ করছি। তিনি বললেন, আপনি কী আশা করেন? তিনি বললেন, আমার রবের রহমত। তিনি বললেন, আপনি কীসের ভয় করেন? তিনি বললেন, আমি আল্লাহ্র শাস্তিকে ভয় করি। তিনি বললেন, আমি কি আপনার জন্য ডাক্তার ডাকব? তিনি বললেন, ডাক্তার আমাকে অসুস্থ করে দিয়েছে। তিনি বললেন, আমি কি আপনাকে কিছু অর্থসহায়তা করার আদেশ দেব? তিনি বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আমার এর কোন প্রয়োজন নেই’।[৯]

সালমান ফারেসী (রাঃ)-এর অবস্থা :

সালমান ফারেসী (রাঃ) যিনি খৃষ্টান ছিলেন পরে ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হয়েছিলেন। তিনিও মৃত্যুর সময় চরম ভীত ছিলেন। যেমন বিভিন্ন আছারে পাওয়া যায়, ‘যখন মৃত্যু তার নিকটবর্তী হ’ল, তখন তিনি তার স্ত্রীকে বললেন, এসো, আমার বোন। তিনি একগুচ্ছ কস্তুরী নিয়ে তার কাছে এলেন। তিনি বললেন, এক পেয়ালা পানি নিয়ে এসো, সে এক পেয়ালা পানি নিয়ে এলো। তিনি পানিতে কস্তুরী রাখলেন এবং তাতে মিশিয়ে দিলেন। তারপর তিনি তাকে বললেন, এটি আমার চারপাশে ছিটিয়ে দাও। কারণ আমার পাশে আল্লাহ্র এমন সৃষ্টিরা আগমন করবে যারা সুগন্ধি গ্রহণ করে কিন্তু খাদ্য খায় না। তিনি বলেন, সে তাই করল। তারপর তিনি তাকে বললেন, তুমি দরজা বন্ধ করে নিচে নেমে যাও। সে তাই করল। কিছুক্ষণ পর আমি উপরে উঠে দেখলাম তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। তার উপর আল্লাহ তা‘আলার রহমত ও সন্তুষ্টি বর্ষিত হোক’।[১০]

সালমানের স্ত্রী বুক্বায়রা বলেন, ‘সালমান (রাঃ)-এর যখন মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসল, তখন তিনি চার দরজা বিশিষ্ট একটি উঁচু ঘরে অবস্থান করছিলেন। তিনি আমাকে ডেকে বললেন, হে বুক্বায়রা তুমি দরজা চারটি খুলে দাও, কেননা আজ আমার কাছে যিয়ারাতকারীরা আগমন করবে। আমি জানি না তারা কোন দরজা দিয়ে আমার কাছে প্রবেশ করবে। অতঃপর তিনি সুগন্ধি নিয়ে ডাকলেন এবং সেগুলো মিশ্রণ করতে বললেন। আমি তাই করলাম। তারপর তিনি বললেন, এগুলো আমার বিছানার চারপাশে ছিটিয়ে দাও। এরপর তুমি নিচে নেমে গিয়ে অপেক্ষা কর। অতঃপর উপরে উঠে আমার বিছানা লক্ষ্য করবে। আমি কিছুক্ষণ পরেই তাকিয়ে দেখতে পেলাম যে, তার রূহ কবয করা হয়েছে, যেন তিনি তার বিছানায় ঘুমাচ্ছেন এরূপ অবস্থায় রয়েছেন’।[১১]

আম্বাসা ইবনু আবী সুফিয়ান এর অবস্থা :

নবী পত্নী উম্মে হাবীবার ভাই আম্বাসা (রাঃ) মৃত্যুযন্ত্রণা থেকে রক্ষা পেতে রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ বর্ণনা করে আশ্রয় প্রার্থনা করেছিলেন। হাস্সান ইবনু আতিয়্যাহ বলেন, আম্বাসা ইবনু আবী সুফিয়ানের যখন মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসল তখন মৃত্যু তাকে খুব শঙ্কিত করে ফেললো। তাকে বলা হ’ল, এতো শঙ্কা কীসের? তিনি বললেন, আমি উম্মে হাবীবাকে বলতে শুনেছি, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ صَلَّى أَرْبَعاً قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعاً بَعْدَهَا حَرَّمَ اللَّهُ لَحْمَهُ عَلَى النَّارِ. فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ ‘যে যোহরের ফরয ছালাতের পূর্বে চার রাক‘আত এবং ফরযের পর চার রাক‘আত ছালাত আদায় করবে, আল্লাহ তা‘আলা জাহান্নামের আগুনের জন্য তার গোশত (শরীর) হারাম করে দিবেন। তিনি বলেন, এ সমন্ধে শুনার পর থেকে আমি কখনো উক্ত ছালাত ছাড়িনি’।[১২] অন্য বর্ণনায় এসেছে, ‘যে ব্যক্তি দিবা রাত্রে বার রাকআত (সুন্নাতে মুওয়াক্কাদা) ছালাত আদায় করবে, আল্লাহ তা‘আলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানাবেন’।[১৩]

ইহকালীন জীবনের সমাপ্তি ও পরকালীন জীবনের সূচনার সন্ধিক্ষণ হ’ল মৃত্যু। মৃত্যু পথযাত্রী এসময় কঠিন যন্ত্রণা অনুভব করে থাকেন। সেসময় উপস্থিত ব্যক্তিদের কর্তব্য হ’ল তাকে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’-এর তালক্বীন দেওয়া। তার নিকটে কোন মন্দ কথা না বলা ও কোন কিছুর জন্য জোরাজুরি না করা। অন্যথায় অধিক যন্ত্রণার কারণে তার মুখ থেকে মন্দ কথা বের হ’তে পারে এবং সেটাই তার শেষ বাক্য হ’তে পারে। আল্লাহ আমাদের মৃত্যু যন্ত্রণা লাঘব করুন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করে জান্নাতের প্রবেশের পথ সুগম করে দিন।-আমীন!

৮. আবু সুলায়মান রিবঈ, ওয়াছায়াল ওলামা ১/৫০; আব্দুল আযীয সালমান, মাওয়ারিদুয যামাআন ৩/৭ পৃ.।
৯. মুহাম্মাদ হাসসান, সিলসিলাতু মাছাবীহিল হুদা ৯/১৫; দুরুস ১০/৯৫।
১০. আবু সুলায়মান রিবঈ, ওয়াছায়াল ওলামা ১/৫০ পৃ.।
১১. তাবারাণী কাবীর হা/৬০৪৩; ইবনু সা‘দ, আত-ত্বাবাকাতুল কুবরা ৪/৬৯ পৃ.; আবু নাঈম আস্ফাহানী, হিলইয়াতুল আওলিয়া ১/২০৭ পৃ.।
১২. আহমাদ হা/২৬৮০৭, সনদ ছহীহ।
১৩. নাসাঈ হা/১৭৯৯, সনদ ছহীহ।

যে কান্নায় আগুন নেভে

-আব্দুল্লাহ

উপস্থাপনা : উত্তম মুমিনের একটি গুরুত্বপূর্ণ নে'মত হ'ল আল্লাহ্র ভয়ে ক্রন্দন করা। কেননা কান্না মানুষের শুদ্ধ আবেগের বহিঃপ্রকাশ। আল্লাহর বান্দাকে যে নে'মত দিয়েছেন তার শুকরিয়া জ্ঞাপন করে ক্রন্দন করা আবশ্যক। একজন মুমিন বান্দা প্রকাশ্য ও গোপনে আল্লাহ্র ভয়ে ক্রন্দনের মাধ্যমে যাবতীয় পাপ-পঙ্কিলতা ক্ষমার মাধ্যমে নিজেকে পুতঃপবিত্র করতে পারে। সাথে সাথে পরকালে জাহান্নামের ভয়াবহ শাস্তি থেকে নিজেকে আত্মরক্ষা করতে পারে। আলোচ্য প্রবন্ধে সে বিষয়ে আলোচনার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ!

আল্লাহ্র ভয়ে ক্রন্দনের ফযীলত :

একজন সফল মুমিন ব্যক্তির জন্য আল্লাহ্র ভয়ে ক্রন্দন করা যরূরী। কেননা এতে তার ইহকালীন সফলতা ও পরকালীন কল্যাণ নিহিত রয়েছে। ক্বিয়ামতের দিন সৎআমল ব্যতীত কোন ব্যক্তি পরিত্রাণ পাবে না। সেদিনের মর্মান্তুদ শাস্তির কথা স্মরণ করে মুমিন জীবন সফলতার জন্য আল্লাহ্র ভয়ে ক্রন্দন করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلًا، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا، وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشَاتِ، وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُدَاتِ، تَجْأَرُوْنَ إِلَى اللهِ– 'আল্লাহ্র কসম! আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে, তবে তোমরা কম হাসতে ও বেশী কাঁদতে এবং বিছানায় তোমরা স্ত্রীদের সাথে আনন্দ উপভোগ করতে না। (বরং) তোমরা আল্লাহ্র আশ্রয় নেওয়ার জন্য পথে পথে বের হয়ে যেতে'।[১]

পরকালীন জীবনে একজন মুমিন চূড়ান্ত সফলতার জন্য আল্লাহ্র ভয়ে কাঁদতে কাঁদতে সিজদায় লুটিয়ে পড়েন। আর এতে তার বিনয় আরো বৃদ্ধি পায়। আর এজন্য আল্লাহ বলেন,–وَيَخِرُّوْنَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا 'আর তারা কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের বিনয় আরও বৃদ্ধি পায়' *(ইসরা ১৭/১০৯)*।

আল্লাহ্র ভয়ে ক্রন্দনকারী ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ حَتَّى يَعُوْدَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ، وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ– 'সেই ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে না, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ভয়ে কাঁদে; যতক্ষণ না দুধ স্তনে ফিরে না যাবে। আর আল্লাহ্র পথের ধূলা ও জাহান্নামের ধোঁয়া (কোন বান্দার উপর) একত্রিত হবে না'।[২] অর্থাৎ স্তন থেকে বের হওয়া দুধ স্তনে ফিরে যাওয়া যেমন সম্ভব নয়, তেমনি আল্লাহ্র ভয়ে ক্রন্দনকারী বান্দার জাহান্নামে প্রবেশ অসম্ভব। অনুরূপভাবে আল্লাহ্র পথে নিরবিচ্ছিন্ন চলা ব্যক্তিকে জাহান্নামের ধোঁয়া স্পর্শ করবে না।

আবু উমামাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ قَطْرَتَيْنِ وَأَثَرَيْنِ، قَطْرَةُ مِنْ دُمُوْعٍ فِي خَشْيَةِ اللَّهِ، وَقَطْرَةُ دَمٍ تُهْرَاقُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، وَأَمَّا الأَثَرَانِ: فَأَثَرٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، وَأَثَرٌ فِيْ فَرِيْضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللهِ– 'দু'টি বিন্দু ও চিহ্ন অপেক্ষা অন্য কিছুই আল্লাহ্র নিকট অধিক পসন্দনীয় নয়; আল্লাহ্র ভয়ে ক্রন্দনের এক বিন্দু অশ্রু এবং আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদে) প্রবাহিত একবিন্দু রক্ত। আর দু'টি চিহ্নের একটি হ'ল আল্লাহ্র রাস্তায় (চলার) চিহ্ন এবং অপরটি হ'ল আল্লাহ্র ফরযসমূহের কোন ফরয পালন করার ফলে পড়া (ক্ষতের) চিহ্ন'।[৩] মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (রহঃ) বলেন, 'আল্লাহ্র ভয়ে ক্রন্দন অর্থ হ'ল আল্লাহ্র তীব্র ভয়ে এবং তাঁর ভালোবাসার মহিমা অর্জনের জন্য কান্নাকাটি করা'।[৪]

ইয়াযীদ ইবনু মায়সারা বলেন, وَبُكَاءٌ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، فَذَلِكَ الَّذِي تُطْفِي الدَّمْعَةُ مِنْهُ أَمْثَالَ الْجِبَالِ مِنَ النَّارِ– 'আল্লাহ্র ভয়ে ক্রন্দনের কারণে চোখ হতে নির্গত অশ্রুফোটা যা আগুনের পাহাড়কেও নিভিয়ে দেয়'।[৫]

আল্লাহ্র ভয়ে ক্রন্দনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ফযীলত হ'ল ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র আরশের ছায়া লাভ। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ সাত ব্যক্তিকে সেই দিনে তাঁর (আরশের) ছায়া দান করবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না; তন্মধ্যে একটি হ'ল, وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ 'আর সেই ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে; ফলে তার চক্ষুদ্বয় অশ্রু সিক্ত হয়'।[৬]

১. তিরমিযী হা/২৩১২; ইবনু মাজাহ হা/৪১৯০; আহমাদ হা/২১৫১৬।

২. তিরমিযী হা/১৬৩৩; নাসাঈ হা/৩১০৮; মিশকাত হা/৩৮২৮।
৩. তিরমিযী হা/১৬৬৯।
৪. তুহফাতুল আহওয়াযী ৫/২৫৩ পৃ.।
৫. হিলইয়াতুল আওলিয়া ৫/২৩৫ পৃ.।
৬. বুখারী হা/৬৬০; মুসলিম হা/১০৩১; মিশকাত হা/৭০১।

ছাহাবীদের ক্রন্দন :

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা এমন ভাষণ দিলেন যে, এমন ভাষণ আগে কখনো শুনিনি। তিনি বললেন, 'যা আমি জানি তা যদি তোমরা জানতে, তাহ'লে তোমরা কম হাসতে এবং অধিক কাঁদতে। এ কথা শুনে ছাহাবীগণ তাঁদের চেহারা ঢেকে নিলেন এবং তাদের কান্নার রোল আসতে লাগল'।[৭]

হাফেয ইবনু রজব (রহঃ) বলেন, আল্লাহ্র ভয়ে ক্রন্দন করা অন্তরে ঈমান বৃদ্ধি করে এবং এর কারণে অন্তরের সাথে সম্পর্কিত আমল বৃদ্ধি পায়। যেমন আল্লাহভীরুতা, আল্লাহ্র প্রতি ভালোবাসা ও তাঁর উপর ভরসা করা, বেশী বেশী ছওয়াবের আকাঙ্খা করা ইত্যাদি।

মালেক ইবনু দিনার বলেন, الْبُكَاءُ عَلَى الْخَطِيئَةِ يَحُطُّ الْخَطَايَا كَمَا يَحُطُّ الرِّيحُ الْوَرَقَ الْيَابِسَ– 'পাপের উপর অনুশোচনা স্বরূপ ক্রন্দন পাপকে মুছে দেয়। যেমনভাবে বাতাস শুষ্ক পাতাকে ফেলে দেয়'।[৮]

আব্দুর রহমান ইবনু আহমাদ আদ-দাওরানী (রহঃ) বলেন, لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمٌ وَعَلَمُ الْخِذْلاَنِ تَرْكُ الْبُكَاءِ 'প্রত্যেকটি জিনিসের একটি নিদর্শন বা চিহ্ন রয়েছে। আর ব্যর্থতার চিহ্ন বা নিদর্শন হ'ল আল্লাহ্র ভয়ে ক্রন্দন ছেড়ে দেওয়া'।[৯]

ছাহাবায়ে কেরাম আল্লাহ্র আনুগত্য নষ্ট হওয়ার ভয়ে ক্রন্দন করতেন। তাদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন, لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ عَلَى الَّذِيْنَ لاَ يَجِدُوْنَ مَا يُنْفِقُوْنَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوْا لِلّهِ وَرَسُوْلِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلٍ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ- وَلاَ عَلَى الَّذِيْنَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوْا مَا يُنْفِقُوْنَ– 'কোন অভিযোগ নেই দুর্বলদের উপর, রোগীদের উপর ও ব্যয়ভার বহনে অক্ষমদের উপর, যদি তারা আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি বিশুদ্ধ ঈমান রাখে। আর সৎকর্মশীলদের বিরুদ্ধে অভিযোগের কোন পথ নেই। বস্তুতঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান'। 'আর ঐসব লোকদের বিরুদ্ধেও অভিযোগের কোন পথ নেই যারা তোমার নিকট এজন্য আসে যে, তুমি তাদের জন্য বাহনের ব্যবস্থা করবে। অথচ তুমি বলেছ যে, আমার নিকটে এমন কোন বাহন নেই যার উপর তোমাদের সওয়ার করাবো। তখন তারা এমন অবস্থায় ফিরে যায় যে, তাদের চক্ষুসমূহ হ'তে অশ্রুধারা প্রবাহিত হ'তে থাকে এই দুঃখে যে, তারা এমন কিছু পাচ্ছে না যা তারা ব্যয় করবে' *(তাওবা ৯/৯১-৯২)*।

হাফেয ইবনু রজব (রহঃ) বলেন, 'এই আয়াতদ্বয় একদল দরিদ্র মুসলিমদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছিল। যারা রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে এসেছিলেন। আর তখন তিনি তাবুক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তখন তারা রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে তাদেরকে যুদ্ধে নিতে অনুরোধ করলেন। তখন রাসূল (ছাঃ) উত্তর দিলেন, আমার কাছে এমন কিছু নেই, যাতে করে আমি তোমাদেরকে বহন করব। তখন তারা রাসূলের সাথে জিহাদের সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার দুঃখে ক্রন্দন করতে করতে চলে গেল'।[১০]

ইমাম কাসেমী (রহঃ) বলেন, دَلَّتِ الْآيَةُ عَلَى جَوَازِ الْبُكَاءِ وَإِظْهَارِ الْحُزْنِ عَلَى فَوَاتِ الطَّاعَةِ، وَإِنْ كَانَ مَعْذُوْرًا– 'এই আয়াতটি আনুগত্য ছুটে যাওয়ার জন্য ক্রন্দন করা এবং দুঃখ প্রকাশ করা জায়েয হওয়ার প্রতি নির্দেশ করে। যদিও সেটা বাধ্যগত অবস্থায় হয়'।[১১]

যুহরী (রহঃ) বলেন, دَخَلْتُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِدِمَشْقَ وَهُوَ يَبْكِي فَقُلْتُ مَا يُبْكِيكَ فَقَالَ لاَ أَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا أَدْرَكْتُ إِلاَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ، وَهَذِهِ الصَّلاَةُ قَدْ ضُيِّعَتْ– 'আমি দামেশকে আনাস ইবনু মালিক (রাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হলাম, তিনি তখন কাঁদছিলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনাকে কোন বিষয়টি কাঁদাচ্ছে? তিনি বললেন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) -এর যুগে যা কিছু পেয়েছি তার মধ্যে কেবল ছালাত ছাড়া আর কিছুই বহাল নেই। কিন্তু ছালাতকেও নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে'।[১২]

ওছায়মীন (রহঃ) বলেন, এই হাদীছটিতে কোন ধর্মীয় বিধান লঙ্ঘিত হ'লে অথবা কোন নিষিদ্ধ হারাম বিষয় সংঘটিত হ'লে সেজন্য ক্রন্দনের বৈধতার প্রমাণ রয়েছে। অতএব কোন ওয়াজিব লঙ্ঘন করে ক্রন্দন করা হারাম কাজ করে (অনুতপ্ত হয়ে) ক্রন্দন করার সমান। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, নিশ্চয়ই প্রত্যেকটা মানুষের হৃদয় রয়েছে। অতএব কেউ যখন কোন হারাম বিধান লঙ্ঘন করবে অথবা কোন ওয়াজিব বিধান উপেক্ষা করতে দেখবে, তখন সে অবশ্যই কষ্ট পাবে। যেমন ঐ তিন ব্যক্তির ঘটনা যারা তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ হ'তে পিছিয়ে ছিলেন। তারা হলেন কা'ব ইবনু মালেক এবং তার দুই সাথী। কা'ব (রাঃ) তার সাথে যা ঘটেছিল তার বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আমার চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত হয়ে গিয়েছিল'।[১৩]

হাফেয ইবনু হাযার (রহঃ) বলেন, اسْتِحْبَابُ بُكَاءِ الْعَاصِي أَسَفًا عَلَى مَا فَاتَهُ مِنَ الْخَيْرِ 'এ ঘটনা কল্যাণময় কোন

৭. বুখারী হা/৪৬২১; মুসলিম হা/২৩৫৯।
৮. জামেউল উলূম ওয়াল হুককাম ১/৪২৪ পৃ.।
৯. আয-যাহবী, আস-সিয়ার ১০/১৮২ পৃ.।
১০. ইবনু হাযম, লাত্বায়েফুল মা'আরেফ ২৪৩ পৃ.।
১১. তাফসীরে ক্বাসেমী ৫/৪৭৮ পৃ.।
১২. বুখারী হা/৫৩০।
১৩. বুকাউস সালফ।

কিছুকে হারিয়ে দুঃখিত হয়ে পাপী ব্যক্তির কান্না মুস্তাহাব হওয়া প্রমাণ করে'।[১৪]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ক্রন্দন

আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'রাসূল (ছাঃ)-এর ক্রন্দন তার মুচকি হাসির মতই ছিল। তাতে কোন চিৎকার কিংবা উচ্চ আওয়ায ছিলনা। যেমনটা তার হাসিতেও ছিলনা। কিন্তু ক্রন্দনের সময় তার চক্ষুদ্বয় থেকে এমনভাবে অশ্রু প্রবাহিত হ'ত যেন তা পানিতে ভেসে যাচ্ছে। আর তখন তাঁর বুকের মধ্যে ঝাঁকুনি শুনা যেত। যখন তাঁর ছেলে ইব্রাহীম মারা যায়, তখন তিনি তার জন্য কেঁদেছিলেন। যা তার প্রতি স্নেহের কারণে ছিল। তিনি ক্রন্দন করেছিলেন যখন তার কোন এক কন্যা মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ক্রন্দন করেন যখন উসমান ইবনু মাযঊন মারা যায়। সূর্যগ্রহণের সময় তিনি ক্রন্দন করতেন। তখন তিনি ছালাতুল কুসূফে দাঁড়িয়ে ক্রন্দন শুরু করতেন। তিনি কখনো কখনো তাঁর উম্মতের জন্য ভীত হয়ে এবং দয়াপরবশ হয়ে ক্রন্দন করতেন। আবার কখনো কখনো আল্লাহ্র ভয়ে ক্রন্দন করতেন'।[১৫]

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বললেন, কুরআন পড়ে শুনাও। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি আপনাকে পড়ে শোনাব! অথচ আপনার উপরে তা অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি বললেন, অন্যের মুখ থেকে কুরআন পড়া শুনতে আমি ভালোবাসি। অতঃপর তাঁর সামনে আমি সূরা নিসা পড়তে লাগলাম। পড়তে পড়তে যখন এই আয়াতে পৌঁছলাম, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيْدًا– 'অতএব সেদিন কেমন হবে, যেদিন আমরা প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী (নবী) আনব এবং তোমাকে তাদের সকলের উপর সাক্ষী করব?' *(নিসা ৪/৪১)*। অতঃপর আমি তাঁর দিকে ফিরে দেখি, তাঁর চক্ষুদ্বয় অশ্রুপাত করছে'।[১৬]

তিনি কখনো কখনো রাতের ছালাতে ক্রন্দন করতেন। যখন তিনি ছালাত পড়তেন তখন তার বক্ষ ক্রন্দনের কারণে ডেকচির ন্যায় কম্পিত হ'ত। মুতররিফ (রহঃ) তার পিতা হ'তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم– وَهُوَ يُصَلِّى وَلِجَوْفِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ يَعْنِى يَبْكِى 'একদিন আমি নবী (সা.)-এর কাছে আসলাম তখন তিনি ছালাত আদায় করছিলেন। আর তার ভিতরে ডেকচির শব্দের ন্যায় শব্দ হচ্ছিল। অর্থাৎ তিনি কাঁদছিলেন'।[১৭]

উপদেশ শ্রবণ করে খলীফা ও শাসকগণের কান্না

(১) খলীফা সুলায়মান ইবনু আব্দুল মালেকের কান্না : একদা খলীফা সুলায়মান ইবনু আব্দুল মালেক হজ্জ সম্পাদন করলেন। এ সময় মানুষদের ভিড় দেখে তিনি ওমর ইবনু আব্দুল আযীযকে বললেন, আপনি কি এই সৃষ্টিকুলকে দেখেন না যাদের সংখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ গণনা করতে পারবে না এবং তিনি ব্যতীত অন্য কেউ তাদের রিযিকের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হবে না। অতঃপর ওমর ইবনু আব্দুল আযীয বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! এরা আজ আপনার প্রজা এবং আগামীকাল আল্লাহ্র সম্মুখে আপনার প্রতিপক্ষ। তখন সুলায়মান প্রচণ্ড কান্না করলেন এবং বললেন, আমি আল্লাহ্র সাহায্য কামনা করি'।[১৮]

(২) খলীফা হারূনুর রশীদের কান্না : আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুল আযীয আল-আনমারী একদিন ছাফা পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে খলীফা হারূনুর রশীদকে উপদেশ দিলেন। তিনি তাকে বললেন, আপনি কি দেখছেন কা'বার চারপাশে কত মানুষ? রশীদ উত্তর দিলেন, অনেক। তখন তিনি বললেন, এদের প্রত্যেকেই ক্বিয়ামতের দিন তাদের স্ব স্ব ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। আর আপনি তাদের সবার জন্য জিজ্ঞাসিত হবেন। তখন রশীদ প্রচণ্ড কান্নায় ভেঙে পড়লেন। তার দিকে একটার পরে একটা রুমাল এগিয়ে দেওয়া হ'ল। তিনি তা দিয়ে চোখের পানি মুছলেন। তিনি আরও বললেন, হে খলীফা! নিশ্চয়ই প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যে নিজের মাল-সম্পদের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করে তার উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করা হবে। তাহলে ঐ ব্যক্তির কি হবে যে সকল মুসলিমের মাল-সম্পদের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করে! তারপর তিনি তাদের ছেড়ে চলে গেলেন। হারূনুর রশীদ তখনো কাঁদছিলেন।[১৯]

ফুযায়েল ইবনু আইয়ায মক্কায় এক রাত্রে খলীফা হারূনুর রশীদকে নছীহত করে বলেন, হে সুন্দর চেহারার অধিকারী! নিশ্চয়ই আপনি এদের সবার কারণে জিজ্ঞাসিত হবেন। আল্লাহ বলেন, إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ– '(স্মরণ কর) যেদিন অনুসৃতগণ তাদের অনুসারীদের থেকে পৃথক হয়ে যাবে এবং তারা শাস্তিকে প্রত্যক্ষ করবে ও তাদের সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে' *(বাক্বারাহ ২/১৬৬)*। তখন তিনি উচ্চ আওয়াজে কেঁদে উঠলেন।[২০]

একদিন হারূনুর রশীদ পান করার জন্য পানি চাইলেন। ফলে তার জন্য এক মটকা ঠাণ্ডা পানি নিয়ে আসা হ'ল। এমতাবস্থায় ইবনু সিমাক তাঁর নিকটে আসলেন। তখন তিনি ইবনু সিমাককে বললেন, আমাকে কিছু উপদেশ দিন। ইবনু সিমাক বললেন, যদি আপনাকে এই পানি পান করতে না দেওয়া হয়, তাহলে পানি পান করার জন্য আপনি কী পরিমাণ অর্থ ব্যয় করবেন? রশীদ উত্তর দিলেন, আমার অর্ধেক রাজত্ব। তখন তিনি বললেন, আপনি তৃপ্তি সহকারে পানি পান করুন। অতঃপর যখন তিনি (রশীদ) পান শেষ

১৪. ইবনু হাযার, ফৎহুল বারী ৮/১২৪ পৃ.।
১৫. আয-যা'দুল মা'আদ, ১/১৭৫ পৃ.।
১৬. বুখারী হা/৫০৪৯; মুসলিম হা/৮০০; মিশকাত হা/২১৯৫।
১৭. নাসাঈ হা/১২১৪; মিশকাত হা/১০০০।
১৮. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৯/২০৩ পৃ.।
১৯. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১০/২০০ পৃ.।
২০. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১০/২৩৬ পৃ.।

করলেন, তখন ইবনু সিমাক বললেন, আপনি কি মনে করেন, যদি এই পানিটা আপনার দেহ থেকে না বের হয়, তখন আপনি তা বের করতে কত পরিশোধ করবেন? তিনি উত্তর দিলেন, বাকী অর্ধেক রাজত্ব দ্বারা। তখন তিনি বললেন, নিশ্চয়ই এই রাজত্বের অর্ধেকের মূল্য এক ঢোক পানি। আর বাকি অর্ধেকের মূল্য একবারের প্রস্রাব। অতএব দুনিয়া নিয়ে প্রতিযোগিতা করা যথাযোগ্য নয়। অতঃপর হারূনুর রশীদ কেঁদে ফেললেন।[২১]

আবুল আতাহিইয়া বলেন, 'একদিন ইবনু সিমাক হারূনুর রশীদকে বললেন, আপনি মৃত্যুবরণ করবেন একাকী, কবরস্থ হবেন একাকী, উত্থিত হবেন একাকী। অতএব আপনি আল্লাহ্র সম্মুখে অবস্থান এবং জান্নাত-জাহান্নামে অবস্থান করার ব্যাপারে সতর্ক হৌন। যেদিন পা নড়বড়ে হবে। কেবল অনুশোচনা হবে। কিন্তু কোন তওবা কবুল করা হবে না। কোন ভুল বলা হবে না এবং কোন মালের বিনিময়ে গ্রহণ করা হবে না। তখন খলীফা উচ্চ স্বরে কাঁদতে লাগলেন'।[২২]

(৩) খলীফা মুস্তাযীর ক্রন্দন : ইমাম ইবনুল জাওযী খলীফা মুস্তাযীকে বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! যদি আমি কোন কথা বলি তাহ'লে তার জন্য আমি আপনাকে ভয় পাই। আর যদি আমি চুপ থাকি তাহ'লে আপনার জন্য ভয় করি। নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আপনাকে বলে 'আল্লাহকে ভয় করুন' সে ব্যক্তির কথা উত্তম ঐ ব্যক্তির কথার চেয়ে যে বলে, 'আপনারা তো ক্ষমাপ্রাপ্ত পরিবারের সদস্য'। ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলতেন, 'যদি আমার কাছে কোন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে যুলুমের অভিযোগ আসে, আর আমি যদি তাকে পরিবর্তন না করি, তাহ'লে আমিও যালেম'। হে আমীরুল মুমিনীন! ইউসুফ (আঃ) দুর্ভিক্ষের সময় ক্ষুধার্তদের ক্ষুধা নিবারণ না হওয়া পর্যন্ত তৃপ্ত হ'তেন না। হযরত ওমর (রাঃ) রামাদার বছর পেটে পাথর বাঁধতেন এবং বলতেন, হায় শব্দ! শব্দ করিসনা। আল্লাহ্র শপথ! ওমর ততক্ষণ পর্যন্ত কোন প্রকার ঘি অথবা গোশত খাবে না যতক্ষণ মানুষরা খেয়ে শক্তিশালী না হয়। অতঃপর মুসতাযী ক্রন্দন করলেন এবং অনেক মাল-সম্পদ ছাদাক্বাহ করলেন'।[২৩]

(৪) আব্দুর রহমান আল-উমারীর কান্না : বিচারক মুনযির আল-বালুত্বী একদিন আব্দুর রহমানের দরবারে আসলেন। তখন তার জন্য একটি সুউচ্চ বালাখানা নির্মাণ করা হয়েছিল। সেটি বিভিন্ন রঙে সুশোভিত করা ছিল এবং তাতে পর্দা লাগানো ছিল। আর তার পাশে রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণ বসে ছিলেন। যারা এই নির্মিত বালাখানার এবং তার প্রশংসা করছিলেন। কিন্তু বিচারক তখন চুপ ছিলেন। কোন কথা বলছিলেন না। তখন বাদশাহ তার দিকে তাকালেন এবং বললেন, তুমি কি বলবে? তখন বিচারক কান্নায় ভেঙে পড়লেন এবং তার অশ্রু দাড়িতে গড়িয়ে পড়তে লাগল। অতঃপর তিনি বললেন, আল্লাহ আপনাকে যা (রাজত্ব) দিয়েছেন এবং মানুষজনের উপর আপনাকে মর্যাদা মণ্ডিত করেছেন। এমনকি তিনি আপনাকে কাফের ও মুশরিকের মজ্জিলে প্রেরণ করেছেন। এগুলো সত্ত্বেও আপনি আপনার কৌশল দ্বারা শয়তানকে শক্তিশালী করতে পারেন না। আল্লাহ বলেন, وَلَوْلَا أَنْ يَكُوْنَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبيُوْتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيهَا يَظْهَرُوْنَ– 'যদি (দুনিয়ার মোহে) সকল মানুষ (কুফরীতে) একদল ভুক্ত হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকত, তাহ'লে যারা দয়াময়কে অস্বীকার করে, আমরা তাদেরকে তাদের গৃহের জন্য দিতাম রৌপ্য নির্মিত ছাদ ও সিঁড়ি, যার উপরে তারা আরোহণ করত' *(যুখরুফ ৪৩/৩৩)*। অতঃপর ঐ সময় বাদশাহ নির্বাক হয়ে গেলেন এবং কেঁদে ফেললেন। অতঃপর বললেন, আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন। আর অধিকাংশ মুসলমানই আপনার মতো'।[২৪]

[ক্রমশ]

***[লেখক :** ২য় বর্ষ, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।]*

২১. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১০/২৩৪ পৃ.।
২২. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১০/২৩৬ পৃ.।
২৩. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১৩/৩৬ পৃ.।
২৪. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১১/৩২৭ পৃ.।

আপনার সোনামণির সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের পথ সুগম করতে আজই সংগ্রহ করুন

সোনামণি প্রতিভা

সোনামণি প্রতিভা
(একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা)

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সোনামণিদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে অক্টোবর'১২ হ'তে দ্বি-মাসিক ভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন **'সোনামণি'**-এর মুখপত্র **'সোনামণি প্রতিভা'**।

লেখা আহ্বান

মেধাবী সোনামণি, দায়িত্বশীল এবং নবীন লেখকদের নিকট থেকে **'সোনামণি প্রতিভা'**র জন্য উক্ত বিভাগ সমূহে সোনামণিদের পাঠ উপযোগী লেখা আহ্বান করা হচ্ছে। সাথে সাথে সোনামণিদেরকে কলমী জিহাদে উৎসাহিত ও সার্বিক সহযোগিতা করতে অভিভাবকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

নিয়মিত বিভাগ সমূহ :

বিশুদ্ধ আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ, হাদীছের গল্প এসো দো'আ শিখি, ইতিহাস, রহস্যময় পৃথিবী, যেলা ও দেশ পরিচিতি, যাদু নয় বিজ্ঞান, চিকিৎসা, ম্যাজিক ওয়ার্ড, গল্পে জাগে প্রতিভা, একটু খানি হাসি, অজানা কথা, বহুমুখী জ্ঞানের আসর, কবিতা, মতামত ইত্যাদি।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা : সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা) নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩, ০১৭২৬-৩২৫০২৯, ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭।

দুনিয়া ও আখেরাতের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি যেমন হওয়া উচিৎ

-মুহাম্মাদ আবুল কালাম

ভূমিকা : প্রত্যেক মানুষের জন্যই দুনিয়ার জীবনের সময়সীমা নির্ধারিত। আর আখেরাতের জীবন অনন্তকাল। দুনিয়ার জীবন হ'ল কর্মক্ষেত্র। আর আখেরাত হ'ল কর্মফল লাভের জায়গা। একজন মুমিনের একমাত্র লক্ষ্য থাকে আখেরাতে সফলকাম হওয়া। কারণ দুনিয়া চিত্ত বিনোদন ব্যতীত কিছুই নয়। অথচ আমাদের পার্থিব জীবন আবর্তিত হচ্ছে দুনিয়াকে কেন্দ্র করে। কিভাবে দুনিয়াতে ভাল থাকা যায়, কিভাবে বড় বাড়ী করা যায়, কিভাবে গাড়ী করা যায়, কিভাবে বেশী সম্পদ অর্জন করা যায়, কিভাবে জৌলুশপূর্ণ জীবনের অধিকারী হওয়া যায়। আর এজন্যেই আল্লাহ বলেন, بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا- وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى- 'কিন্তু তোমরা তো দুনিয়ার জীবনকেই প্রাধান্য দাও'। অথচ আখেরাতই অধিক উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী' *(আলা ৮৭/১৬-১৭)*। আলোচ্য প্রবন্ধে একজন মুমিনের পার্থিব জীবন কেমন হবে তা তুলে ধরা হ'ল।-

দুনিয়ার জীবন শোভনীয় : ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া মুমিনের জন্য ভোগ্যবস্তু নয়। কিন্তু শয়তান একজন মুমিন বান্দাকে ভোগ্যবস্তুর সৌন্দর্য্যকে বিমোহিত করে আখেরাত থেকে গাফেল রাখার চেষ্টা করে। সে কারণেই দুনিয়ার স্বরূপ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ- 'মানুষের জন্য শোভনীয় করা হয়েছে তাদের আসক্তি সমূহকে তাদের স্ত্রী ও সন্তানদের প্রতি, স্বর্ণ ও রৌপ্যের রাশিকৃত সঞ্চয় সমূহের প্রতি, চিহ্নিত অশ্বরাজি, গবাদিপশু ও শস্যক্ষেত সমূহের প্রতি। এসবই পার্থিব জীবনের ভোগ্যবস্তু মাত্র। আর আল্লাহ্র নিকটেই রয়েছে সুন্দরতম ঠিকানা' *(আলে-ইমরান ৩/১৪)*।

ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য ও পরীক্ষার বস্তু : একজন মুমিনের আখেরাত থেকে বিমুখ হওয়ার কারণ সমূহের অন্যতম হ'ল ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি, যা তাকে খুব সহজেই বিমোহিত করে। আল্লাহ বলেন, الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا- 'ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য মাত্র। অথচ চিরস্থায়ী সৎকর্মসমূহ তোমার প্রভুর নিকটে প্রতিদান হিসাবে উত্তম এবং কাংখিত হিসাবেও উত্তম' *(কাহফ ১৮/৪৬)*। অন্যত্র আল্লাহ তার নবীকে বলেন, وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ- 'অতএব তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাকে বিমুগ্ধ না করে। আল্লাহ তো কেবল এটাই চান যে, এর মাধ্যমে তাদেরকে পার্থিব জীবনে শাস্তি দিবেন এবং কাফের অবস্থায় তাদের প্রাণ বিয়োগ হবে' *(তাওবা ৯/৮৫)*।

আল্লাহ আরও বলেন, وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى- 'আর তুমি তোমার চক্ষুদ্বয় প্রসারিত করো না ঐ সবের প্রতি, যা আমরা তাদের বিভিন্ন শ্রেণীর লোককে ভোগ্যবস্তু রূপে দান করেছি পার্থিব জীবনের জাঁকজমক স্বরূপ। যাতে আমরা এর মাধ্যমে তাদের পরীক্ষা নিতে পারি। বস্তুত তোমার প্রতিপালকের দেওয়া (আখেরাতের) রিযিক অধিক উত্তম ও সর্বাধিক স্থায়ী' *(ত্বোয়াহা ২০/১৩১)*।

দুনিয়ার জীবন তুচ্ছ ও নগণ্য : আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবন একজন মুমিনের কাছে খুবই তুচ্ছ ও নগণ্য। কেননা আল্লাহ বলেন, قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا- 'তুমি বল, দুনিয়ার সম্পদ তুচ্ছ। আর আখেরাতই হ'ল মুত্তাক্বীদের জন্য উত্তম' *(নিসা ৪/৭৭)*। তিনি আরও বলেন, أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ- 'তোমরা কি আখেরাতের বিনিময়ে দুনিয়াবী জীবনের উপর সন্তুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার ভোগবিলাস অতীব নগণ্য' *(তাওবা ৯/৩৮)*।

আখেরাতের অনন্ত জীবনে জান্নাতের একটি চাবুকের যে মূল্য রয়েছে, তা দুনিয়ার কোন উৎকৃষ্ট বস্তুর সাথেও তুলনীয় নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছন, مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا- 'জান্নাতে একটি চাবুকের সমপরিমাণ জায়গা গোটা দুনিয়া ও তার মধ্যে যা কিছু আছে তা থেকে উত্তম'।[১]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا مَثَلُ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ مَثَلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ 'আখেরাতের তুলনায় দুনিয়া হ'ল এতটুকু, যেমন তোমাদের কেউ তার একটি আংগুল সমুদ্রের পানিতে ডুবিয়ে তা তুলে

১. বুখারী হা/৩২৫০; তিরমিযী হা/১৬৪৮; মিশকাত হা/৫৬১৩।

আনল। সে লক্ষ্য করুক তার আংগুল কতটুকু পানি নিয়ে ফিরেছে'।[২] রাসূল (ছাঃ) দুনিয়ার উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেন, وَمَا أَنَا وَالدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا– 'মূলত আমার ও দুনিয়ার উপমা হ'ল একজন ঐ আরোহীর ন্যায়, যে একটি গাছের নীচে ছায়ায় কিছু সময়ের জন্য বিশ্রাম নিল, অতঃপর বৃক্ষটিকে ছেড়ে চলে যায়'।[৩]

দুনিয়ার জীবন ক্রীড়া-কৌতুকের বস্তু : দুনিয়ার জীবন ক্রীড়া-কৌতুকের বস্তু। এই ভোগ্যবস্তু মোহে পড়ে এক মুমিন যেন ধোকায় পতিত না হয়, সেজন্য মহান দুনিয়া ও আখেরাতের তুলনা বর্ণনা করে বলেন, وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ– 'পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক ছাড়া কিছু নয়, আখেরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন। তারা যদি জানত' *(আনকাবূত ২৯/৬৪)*।

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ– 'দুনিয়ার জীবন যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রতারিত না করে; আর বড় প্রতারক (শয়তান) যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্র ব্যাপারে প্রতারণা না করে' *(ফাতির ৩৫/০৫)*।

দুনিয়া অর্জনে আখেরাত বিমুখতা : দুনিয়া অর্জন করতে গিয়ে অনেক মুসলিম আখেরাতকে বেমালুম ভুলে যায়। ফলে তার কাছে চিরস্থায়ী জীবন আখেরাতকে তুচ্ছজ্ঞান মনে হয়। আর দুনিয়ার প্রতি এতটাই মুগ্ধ থাকে যে একমাত্র কবরই তার অন্তরায় ঘটায়। আর এজন্য মহান আল্লাহ বলেন, أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ– حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ– 'অধিক পাওয়ার আকাংখা তোমাদের (পরকাল থেকে) গাফেল রাখে', 'যতক্ষণ না তোমরা কবরস্থানে উপনীত হও' *(তাকাছুর ১০২/১-২)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْهُومَانِ لَا يَشْبَعَانِ: مَنْهُومٌ فِي الْعِلْمِ لَا يَشْبَعُ مِنْهُ وَمَنْهُومٌ فِي الدُّنْيَا لَا يَشْبَعُ مِنْهَا– 'দু'জন লোভী ব্যক্তির পেট কখনো পরিতৃপ্তি লাভ করে না। একজন জ্ঞানপিপাসু লোক ইলম দ্বারা তার পেট কখনো ভরে না। দ্বিতীয়জন হ'ল দুনিয়া পিপাসু-দুনিয়ার ব্যাপারে সেও কখনো পরিতৃপ্ত হয় না'।[৪] তিনি অন্যত্র বলেন, يَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَيَشِبُّ مِنْهُ اثْنَانِ: الْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمُرِ 'আদম সন্তান বৃদ্ধ হয় এবং দু'টি জিনিস তার মধ্যে জওয়ান হয়- সম্পদের প্রতি ভালবাসা এবং দীর্ঘ জীবনের আকাংখা'।[৫]

দুনিয়া অর্জনে বরকত বিনষ্টতা : যে ব্যক্তি শুধু দুনিয়া চায় এবং সেই লক্ষ্যে কাজ করে, সে দুনিয়া-আখেরাত দু'টিই হারায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ فَرَّقَ اللهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ مَا كُتِبَ لَهُ– 'যে ব্যক্তির প্রধান চিন্তা থাকে দুনিয়া অর্জনের, আল্লাহ তার প্রচেষ্টাকে তার প্রতিকূলে বিক্ষিপ্ত করে দেন, আর দারিদ্রকে তার দু'চক্ষুর সামনে করে দেন। আর দুনিয়ার সুখসামগ্রী তার ততটুকুই লাভ হয়, যতটুকু তার ভাগ্যে লিখা থাকে'।[৬]

আর আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ অমান্য করার মাধ্যমেও বরবত বিনষ্ট হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাদীছে কুদসী বলেছেন, আল্লাহ বলেন,وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ مَلأْتُ صَدْرَكَ شُغْلاً وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ– তুমি যদি তা (আল্লাহ্র ইবাদত) না কর, তাহ'লে আমি তোমার অন্তরকে পেরেশানী দিয়ে পূর্ণ করব এবং তোমার দারিদ্রতা দূর করব না'।[৭] অতএব নশ্বর পৃথিবীর মায়া ছেড়ে অবিনশ্বর ঠিকানায় শান্তির জন্য কাজ করতে হবে। বান্দার প্রবৃত্তি আখেরাতের বিনিময়ে দুনিয়া অর্জন করলে পরকাল হারাতে হবে।

দুনিয়াবী জীবনে তৃপ্ত থাকা জাহান্নামের নিকটবর্তী হওয়ার কারণ : আখেরাতকে ভুলে দুনিয়া লাভে মত্ত হলে, জাহান্নামের নিকটবর্তী হ'তে হবে। আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ– أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ– 'নিশ্চয়ই যারা আমাদের সাথে সাক্ষাতের আশা করে না এবং দুনিয়ার জীবন নিয়ে তৃপ্ত থাকে ও তার মধ্যেই নিশ্চিন্ত হয় এবং যারা আমাদের নিদর্শনাবলী সম্পর্কে উদাসীন থাকে; 'সেসব লোকদের ঠিকানা হ'ল জাহান্নাম তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল হিসাবে' *(ইউনুস ১০/৭-৮)*।

দুনিয়া অর্জনে সুপথ হ'তে বিচ্যুতি : পার্থিব জীবনকে যে যত বেশী প্রাধান্য দিবে সে তত বেশী সুপথ থেকে বিচ্যুত হবে। মহান আল্লাহ বলেন, ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ– 'এটা এজন্য যে, তারা আখেরাতের মোকাবেলায় দুনিয়ার জীবনকে প্রিয় মনে করে। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না' *(নাহল ১৬/১০৭)*।

দুনিয়া অর্জনে পরকালে জাহান্নামের শাস্তি : যে ব্যক্তি শুধুমাত্র দুনিয়া অর্জন নিয়েই ব্যস্ত, সে ব্যক্তি পরকালীন জীবনে আল্লাহ্র শাস্তির সম্মুখীন হবে। আল্লাহ বলেন, أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا

২. ইবনু মাজাহ হা/৪১০৮; তিরমিযী হা/২৩২৩।)।
৩. তিরমিযী হা/২৩৭৭; ইবনু মাজাহ হা/৪১০৯; মিশকাত হা/৫১৮৮।।
৪. বায়হাক্বী, মিশকাত হা/২৬০।
৫. বুখারী হা/৬৪২১; মিশকাত হা/৫২৭০।
৬. ইবনু মাজাহ হা/৪১০৫।
৭. ইবনু মাজাহ হা/৪১০৭; মিশকাত হা/৫১৭২।

هُمْ يُنْصَرُونَ– ‘এরাই হ’ল সেই সব লোক, যারা আখেরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবনকে খরীদ করেছে। অতএব তাদের থেকে শাস্তি লাঘব করা হবে না এবং তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না’ *(বাক্বারাহ ২/৮৬)*। মহান আল্লাহ বলেন, مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا– ‘যে ব্যক্তি দুনিয়া চায় তাকে যা ইচ্ছা সত্বর দিয়ে থাকি। পরে তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারণ করি। সেখানে সে প্রবেশ করবে নিন্দিত ও লাঞ্ছিত অবস্থায়’ *(বনী ইস্রাঈল ১৭/১৮-১৯)*।

আখেরাতমুখী কাজে দুনিয়া ও আখেরাত অর্জন : আখেরাত অর্জনের নিমিত্তে যদি কোন ব্যক্তি নিজের জীবনকে পরিচালনা করে, তাহ’লে সে দুনিয়া ও আখেরাত দু’টিই লাভ করতে পারবে। আখেরাতের উত্তম জীবন সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ‘পার্থিব জীবন খেল-তামাশা বৈ কিছুই নয়। আর নিঃসন্দেহে আল্লাহভীরুদের জন্য পরকালীন জীবনই উত্তম। এরপরেও কি তোমরা বুঝবে না?’ *(আন‘আম ৬/৩২)*।

আখেরাতের জন্য কাজ করলে দুনিয়াতেও যে মঙ্গল লাভ হয়, সেবিষয়ে নবী ইব্রাহীমের দৃষ্টান্ত দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ– شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ– وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ– ‘নিশ্চয়ই ইব্রাহীম ছিল একটি উম্মত। যে ছিল আল্লাহ্র প্রতি বিনীত ও একনিষ্ঠ এবং সে কখনোই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না’। ‘সে ছিল আল্লাহ্র অনুগ্রহ সমূহের প্রতি কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তাকে মনোনীত করেন ও সরল পথে পরিচালিত করেন’। ‘আমরা তাকে দুনিয়াতে মঙ্গল দিয়েছিলাম এবং আখেরাতেও সে হবে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত’ *(নাহল ১২০-১২২)*।

আর যে ব্যক্তি আখেরাতের জন্য কাজ করে, সে ব্যক্তি দুনিয়া এবং আখেরাত দু’টিই পায়। সে বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَمَنْ كَانَتِ الآخِرَةُ نِيَّتَهُ جَمَعَ اللهُ لَهُ أَمْرَهُ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ ‘আর যার উদ্দেশ্য হবে আখেরাত, আল্লাহ তার সবকিছু সুষ্ঠু করে দিবেন, তার অন্তরকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করবেন এবং দুনিয়ার (সুখসামগ্রী) তার সামনে এসে উপস্থিত হবে’।[৮]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাদীছে কুদসীতে বলেছেন, আল্লাহ বলেন, يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمْلأْ صَدْرَكَ غِنًى وَأَسُدَّ فَقْرَكَ ‘হে আদম সন্তান! ইবাদতে মগ্ন হও। আমি তোমার অন্তরকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করবো এবং তোমার দারিদ্রতা দূর করবো’।[৯] সুতরাং আখেরাতমুখী জীবন-যাপন দুনিয়ার জীবনকে শান্তিময় করে তোলে। সুতরাং একজন মুমিনের একমাত্র কামনা-বাসনা এটাই হওয়া কাম্য।

আখেরাত নিয়ে ব্যস্ত ব্যক্তির প্রাপ্তি : আখেরাতে জান্নাত প্রাপ্তির আশা নিয়ে যে মুমিন ব্যস্ত থাকে, আল্লাহ তার প্রচেষ্টাকে কবুল করে থাকেন। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا– ‘আর যে ব্যক্তি আখেরাত কামনা করে এবং তার জন্য যথাযথ চেষ্টা করে মু‘মিন অবস্থায়। তাদের প্রচেষ্টা আল্লাহ্র কাছে স্বীকৃত হয়ে থাকে’ *(বনী ইস্রাঈল ১৭/১৮-১৯)*।

দুনিয়া ও আখেরাতের মেলবন্ধন ও আকাংখার পূর্ণতা : মৃত্যু এক অবশ্যম্ভাবী বিষয়। এ থেকে বাঁচার কোন পথ নেই। মহান আল্লাহ বলেন, كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ‘প্রতিটি প্রাণীর মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে’। *(আলে-ইমরান ৩/১৮৫)*। মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ– ‘তোমরা যেখানেই থাক না কেন মৃত্যু তোমাদের পেয়ে যাবে, যদিও তোমরা সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান কর’ *(নিসা ৪/৭৮)*।

দুনিয়ার জীবনে মানুষের আকাংখার পূর্ণতা ঘটবে না। মৃত্যু তার আশার অন্তরায় ঘটাবে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ– ‘তাদের ও তাদের (দুনিয়ায় ফিরে যাওয়ার) আকাংখার মধ্যে পর্দা পড়ে গেছে। যেমন ইতিপূর্বে তাদের সমগোত্রীয় (কাফের)-দের ক্ষেত্রে করা হয়েছে। নিশ্চয়ই তারা ছিল সন্দেহের মধ্যে দোদুল্যমান’ *(সাবা ৩৪/৫৪)*। অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ

৮. ইবনু মাজাহ হা/৪১০৫।
৯. ইবনু মাজাহ হা/৪১০৭; মিশকাত হা/৫১৭২।

وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لاَبْتَغَى ثَالِثًا وَلاَ يَمْلأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلاَّ التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ– ‘যদি আদম সন্তানের সোনার একটি উপত্যকা হয়, তবুও সে চাইবে যে, তার কাছে দুটি উপত্যকা হোক। (কবরের) মাটিই একমাত্র তার মুখ পূর্ণ করতে পারবে। আর যে তওবা করে, আল্লাহ তার তওবা গ্রহণ করেন’।[১০]

: আনাস (রাঃ) বলেন, خَطَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خُطُوطًا فَقَالَ هَذَا الأَمَلُ وَهَذَا أَجَلُهُ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَهُ الْخَطُّ الأَقْرَبُ– ‘একবার নবী করীম (ছাঃ) কয়েকটি রেখা আঁকলেন এবং বললেন, এটা মানুষের আকাংখা আর এটা হ’ল তার মৃত্যু। সে এ অবস্থার মধ্যেই থাকে; হঠাৎ নিকটবর্তী রেখা (অর্থাৎ মৃত্যু) এসে পড়ে’।[১১]

দুনিয়ার জীবনে মুমিনের করণীয়

(১) সাধ্যমত আখেরাতের জন্য কাজ করা : প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত আখেরাতের জীবনে সুফলতা পাওয়ার জন্য সাধ্যমত দুনিয়াবী জীবনে শারঈ কাজ করে যাওয়া। মনে রাখা আবশ্যক যে, আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের বেশী চাপিয়ে দেন না। যেমন আল্লাহ বলেন, لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا ‘আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত কাজে বাধ্য করেন না’ *(বাক্বারাহ ২/২৮৬)*। অন্যত্র তিনি বলেন, فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ– ‘অতএব তোমরা সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর। তাঁর কথা শোন ও মান্য কর এবং (আল্লাহ্র পথে) ব্যয় কর। এটিই তোমাদের জন্য কল্যাণকর। বস্তুত যারা তাদের হৃদয়ের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম’ *(তাগাবুন ৬৪/১৬)*।

আর আল্লাহ পার্থিব জীবনে বান্দার জন্য যতটুকু নির্ধারণ করেছেন তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। কেননা আল্লাহ বলেন, وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ‘আর আল্লাহ তোমাকে যা দিয়েছেন, তার দ্বারা আখেরাতের গৃহ সন্ধান কর। অবশ্য দুনিয়া থেকে তোমার প্রাপ্য অংশ নিতে ভুলো না’ *(ক্বাছাছ ২৮/৭৭)*। সকল বাধা বিপত্তি দূর করে আখোরাত অর্জনের জন্য সর্বোচ্চ কাজ করে যেতে হবে। ইনশাআল্লাহ সৎকর্মগুলো আল্লাহ সহজ করে দিবেন।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ‘যে ব্যক্তি আখেরাতের ফসল কামনা করে আমরা তার জন্য তার ফসল বাড়িয়ে দেই। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার ফসল কামনা করে, আমরা তাকে তা থেকে কিছু দিয়ে থাকি। কিন্তু আখেরাতে তার কোন অংশ থাকে না’ *(শূরা ৪২/২০)*।

(২) স্বল্পে তুষ্ট জীবন যাপন করা : মুমিনের দুনিয়াবী জীবন হবে অনাড়ম্বরপূর্ণ। তার দৃষ্টান্ত স্বরূপ আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার দু’কাধ ধরে বললেন, كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ– ‘তুমি দুনিয়াতে থাক যেন তুমি একজন প্রবাসী অথবা পথচারী’। আর ইবনু ওমর বলতেন, إِذَا أَمْسَيْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ– ‘তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হলে সকালের আর অপেক্ষা করো না এবং সকালে উপনীত হলে সন্ধ্যার আর অপেক্ষা করো না’।[১২]

(৩) আল্লাহ্র নিকট দুনিয়া ও আখেরাত কামনা করা : একজন মুমিন দুনিয়ায় উত্তম থাকার জন্য এবং আখেরাতে চূড়ান্ত সফলতা অর্জনের জন্য আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করে থাকে। কেননা দুনিয়া ও আখেরাত একত্রে আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনার মধ্যেই সফলতা রয়েছে। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ ‘আর আমাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ নির্ধারিত কর। আমরা তোমার দিকেই ফিরে যাচ্ছি’ *(আ‘রাফ ৭/১৫৬)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ– أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ– ‘আর তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের ইহকালে কল্যাণ দাও ও পরকালে কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও! ‘ঐসব লোকদের কৃতকর্মের জন্য পুণ্যফল রয়েছে। বস্তুত আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী’ *(বাক্বারাহ ২/২০১-২০২)*।

উপসংহার : আখেরাতে বিভীষিকাময় দিনে সফলকাম হওয়া একজন মুমিনের মূল লক্ষ্য। কেননা একজন মুমিনের দুনিয়াবী জীবন আবর্তিত হয় আখেরাতকে নির্ভর করে। আল্লাহ্র নিকট জবাবদিহিতার জন্য সদা ভীত থাকেন। দুনিয়ার সম্পদ-সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি, যশ-খ্যাতি, জৌলুশ সবকিছু বিলীন হয়ে যাবে সৎ আমল ব্যতীত। সুতরাং হে মুমিন! দুনিয়ার কথিত সাফল্যের পিছনে না ছুটে, চিরস্থায়ী ঠিকানা আখেরাতে সফলকাম হওয়ার প্রতিযোগিতা করুন। একজন মুমিনের প্রকৃত সফলতা হচ্ছে আখেরাতে মুক্তি পেয়ে জান্নাতুল ফেরদাউস লাভ। আল্লাহ আমাদের যাবতীয় ভুলত্রুটি ক্ষমা করে দিয়ে পরকালের প্রকৃত সফলতা দান করুন।- আমীন!

*[**লেখক :** কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ]*

১০. বুখারী হা/৬৪৩৬; মুসলিম হা/১০৪৮; মিশকাত হা/৫২৭৩।
১১. বুখারী হা/৬৪১৮; মিশকাত হা/৫২৬৯।
১২. বুখারী হা/৬৪১৬।

বাহারুল ইসলাম (কুষ্টিয়া)

[বাহারুল ইসলাম (৫৬) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর একজন মজলিসে আমেলা সদস্য। দ্বীনের পথে ফেরার পূর্বে তিনি এককালে কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। অতঃপর হকের সন্ধানে কমিউনিস্ট রাজনীতি ছেড়ে কয়েক বছর জামায়াতে ইসলামীর রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। অবশেষে তিনি 'আন্দোলনে'র দাওয়াত পান এবং বিশুদ্ধ ইসলামকে ধারণ করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। বর্তমানে তিনি 'আন্দোলনে'র কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন এবং যথাসাধ্য সময় ও শ্রম ব্যয় করে যাচ্ছেন। তাঁর জীবন ঘনিষ্ঠ নিম্নোক্ত সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন 'তাওহীদের ডাক'-এর নির্বাহী সম্পাদক আসাদুল্লাহ আল-গালিব।]

তাওহীদের ডাক : আপনি কেমন আছেন?

বাহারুল ইসলাম : আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি।

তাওহীদের ডাক : কত সালে আপনার জন্ম হয়েছিল?

বাহারুল ইসলাম : ১৯৬৮ সালের ২৪শে অক্টোবর কুষ্টিয়া শহরে নানার বাড়ীতে আমার জন্ম।

তাওহীদের ডাক : আপনার শিক্ষাজীবন সম্পর্কে কিছু বলুন?

বাহারুল ইসলাম : ১৯৭৩ সালে চুয়াডাঙ্গার প্রভাতী বিদ্যালয়ে আমার শিক্ষাজীবন শুরু হয়েছিল। এরপর ১৯৭৮ সালে মেহেরপুর বি.এম প্রাইমারী স্কুল থেকে ৫ম শ্রেণী পাস করি। ১৯৮৪ সালে মেহেরপুর সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি ও ১৯৮৬ সালে চুয়াডাঙ্গা সরকারী কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করি। ১৯৮৭-১৯৯১ সাল পর্যন্ত সময়টা রাজনীতিতে সক্রিয় থাকায় শিক্ষাজীবন বাধাগ্রস্ত হয়। অবশেষে ১৯৯১ সালের শেষ দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বি.এ কোর্সে ভর্তি হই এবং ১৯৯২ সালে ফাইনাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই। ১৯৯৪ সালে সিসিএস (Conscious Consumers Society) এবং ১৯৯৫ সালে বিআইএম (Bangladesh Institute of Management) থেকে দু'টি সার্টিফিকেট কোর্স সম্পন্ন করি। এরপর AMWAB (Association of Mass Welfare Agencies in Bangladesh)-য়ে যোগদান করি। অতঃপর ১৯৯৭ সালে প্যারামেডিকেল কোর্স সম্পন্ন করি।

তাওহীদের ডাক : বর্তমানে আপনি কোন পেশায় আছেন?

বাহারুল ইসলাম : বর্তমানে আমি একজন প্যারামেডিক হিসাবে কর্মরত আছি। সপ্তাহে ৪ দিন পেশাগত ও পারিবারিক দায়িত্ব পালন করে থাকি। বাকী ৩দিন সাংগঠনিক দাওয়াতী কাজে সময় দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করি।

তাওহীদের ডাক : আপনি কখন ও কেন কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন?

বাহারুল ইসলাম : আমি এইচএসসি পাসের পর ১৯৮৭ সালে ছাত্র মৈত্রীর মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক রাজনীতিতে সক্রিয় হই। ১৯৮৮ সালে পুরোপুরি সিপিবি (Communist Party of Bangladesh)-এর রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়ি। কারণ ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের আদর্শে উদ্বুদ্ধ কমরেড মণি সিংহ ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলন ও খেলাফত আন্দোলনের বিপুল গণজাগরণে অনুপ্রাণিত ছিলেন। ১৯৩৭ সালে তিনি বর্তমান নেত্রকোণা যেলার দুর্গাপুর উপযেলার সুসং-এ কৃষকদেরকে উৎপাদিত শস্যের উপর প্রচলিত খাজনার কয়েক গুণেরও বেশি খাজনা বা ট্যাক্স জমিদারদের প্রদান প্রথার বিরুদ্ধে সফল কৃষক আন্দোলন সংগঠিত করেন। অতঃপর ১৯৪৭ সালের আগ পর্যন্ত তিনি ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছিলেন। তার নেতৃত্বে ১৯ হাযার কমিউনিস্টপন্থী মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। যে কোন অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার সাহস তাদের মধ্যে ছিল। আর এগুলিই ছিল আমার কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেওয়ার কারণ।

তাওহীদের ডাক : আপনি কেন কমিউনিস্ট পার্টি ছেড়ে আসলেন? এর প্রেক্ষাপট কি?

বাহারুল ইসলাম : সোভিয়েত ইউনিয়নসহ পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের পতনের ফলে সিপিবি দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। কমরেড মনি সিংহ মস্কোপন্থী এবং মোহাম্মাদ তোয়াহা চীনপন্থী ছিলেন। একপক্ষ পার্টির বিলোপ সাধন করে গণতান্ত্রিক ধারায় নতুন দল গঠন করে। অপর পক্ষ মূল ধারায় চলতে চায়। ১৯৯৩ সালের দিকে কমিউনিস্ট পার্টি তার আদর্শচ্যুত হ'লে আমি প্রত্যাবর্তন করি। ঐ সময় থেকে আমি ইসলাম সম্পর্কে পড়া শুরু করি এবং ধীরে ধীরে ইসলামের প্রতি আমার ভালোবাসা প্রগাঢ় হ'তে থাকে। ফলে ১৯৯৩ সালের মাঝামাঝিতে আমি জামায়াতে ইসলামীর রাজনীতির সাথে যুক্ত হই। ঐ বছর অগ্রসর কর্মী এবং 'সাথী' বা রুকন প্রার্থী হই। এভাবেই আমার কমিউনিস্ট পার্টি থেকে ফিরে আসা।

তাওহীদের ডাক : আপনি কিভাবে আহলেহাদীছ হলেন?

বাহারুল ইসলাম : ১৯৯৮ সালের শুরুর দিকে কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত 'যুবসংঘে'র কর্মী ও দায়িত্বশীল রবীউল ইসলাম (মেহেরপুর)-এর মাধ্যমে প্রথম আহলেহাদীছ আক্বীদা সম্পর্কে জানতে পারি। এ বিষয়ে আরও জানার চেষ্টা করতে থাকি। এর কিছুদিন পর বর্তমান 'আন্দোলনে'র কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক নূরুল ইসলাম ভাইয়ের সাথে আমার পরিচয় হয়। আহলেহাদীছ সম্পর্কে আরো গভীরভাবে জানার জন্যে একবার তার সাথে কাজলাস্থ হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ-এ বই ক্রয়ের উদ্দেশ্যে গিয়েছিলাম।

তাওহীদের ডাক : আপনার সাংগঠনিক জীবন কিভাবে শুরু হয়েছিল?

বাহারুল ইসলাম : ১৯৯৯ সালের ১৯শে মার্চ 'আন্দোলনে'র প্রাথমিক সদস্য ফরম পুরনের মাধ্যমে সংগঠনের সদস্য হই।

তখন কুষ্টিয়া-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার সভাপতি ছিলেন মুস্তাকীম হোসেন। এছাড়াও ঐ সময় মাষ্টার হাশীমুদ্দীন সরকার, আতিউর রহমান, আবুল কালাম আযাদ, আব্দুল মান্নান, রাহেনুল হকসহ অন্যান্য দায়িত্বশীলদের সাথে আমার পরিচয় হয়।

তাওহীদের ডাক : আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব স্যারের সাথে আপনার প্রথম পরিচয় হয় কিভাবে?

বাহারুল ইসলাম : ১৯৯৯ সালের শেষের দিকে 'আন্দোলনে'র কর্মী সম্মেলনে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের সাথে আমার প্রথম সরাসরি সাক্ষাৎ হয়। আর ঐ সম্মেলনেই আমাকে কুষ্টিয়া-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়া হয়। সেদিন আমীরে জামা'আত আমাকে বলেছিলেন, বাহারুল! জীবনে অনেক সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করেছ। এবার কুষ্টিয়ায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'কে গড়ে তোল। তোমাকে এর বেশী কিছু বলার নেই'। আমীরে জামা'আতের সেদিনের কথা আজও আমার হৃদয়ে লালন করে আছি।

তাওহীদের ডাক : আমীরে জামা'আতের সাথে আপনার কোন বিশেষ স্মৃতি আছে কি?

বাহারুল ইসলাম : মুহতারাম আমীরে জামা'আত স্যারের সাথে আমার বহু স্মৃতিবিজড়িত ঘটনা রয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি এখানে উল্লেখযোগ্য। যেমন– (১) স্যার ড. লোকমান হোসাইন ভাইকে কুষ্টিয়ায় 'আন্দোলনে'র সভাপতির দায়িত্ব এবং মজলিসে শূরার অন্তর্ভুক্ত করার পর সকলের আড়ালে আমাকে ডেকে বললেন, ড. লোকমান দুর্বল খুঁটি। তবে তুমি শক্ত প্যালা। খুঁটি ভেঙ্গে যেতে পারে, তবে আমি আশাবাদী তুমি একটুও বেঁকে যাবে না। পরবর্তীতে আমরা স্যারের গভীর দূরদৃষ্টি সত্য হ'তে দেখেছি। ২০০৫ সালে বিএনপি ও ইসলামী মূল্যবোধের সরকারের দ্বারা 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-কে জঙ্গী ট্যাগ লাগিয়ে মিথ্যা মামলা দিয়ে কেন্দ্রীয় ৪ নেতাসহ অসংখ্যা নেতা-কর্মীর উপর নেমে আসে জেল-যুলুম ও নির্যাতন। এ সময় ড. লোকমান হোসাইন 'আন্দোলনে'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ছিলেন। একজন শিক্ষাবিদ হিসাবে এই বিভিষীকাময় সময়ে স্যার ড. লোকমান হোসাইনকে 'আন্দোলনে'র ভারপ্রাপ্ত আমীরের দায়িত্ব পর্যন্ত দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি নিরবে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন।

(২) ২০০৪ সালের ১৪ই এপ্রিল আমীরে জামা'আত কুষ্টিয়ার রিযিয়া সা'দ ইসলামিক সেন্টার মিলনায়তনে 'শিক্ষা ব্যবস্থায় ধ্বস : কিছু পরামর্শ' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। সেদিন তিনি বলেছিলেন, শিক্ষা ব্যবস্থায় সবচেয়ে ক্ষতিকর বিষয় হ'ল এর ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থাপনা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভৌত কাঠামোর শ্রীবৃদ্ধি ঘটলেও শিক্ষার মান ক্রমেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। আমীরে জামা'আত সেদিন দেশের পতনোন্মুখ শিক্ষা ব্যবস্থার বাস্তব চিত্র তুলে ধরে বলেছিলেন, আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান গলদ হ'ল তিনটি। ১. জাতীয় লক্ষ্যহীন শিক্ষা ব্যবস্থা ২. মাদ্রাসা শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা নামে প্রচলিত দ্বিমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা ৩. ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থাপনা। অতঃপর এগুলির সমাধানে তিনি সুনির্দিষ্ট ১১টি প্রস্তাব সমূহ পেশ করেন। প্রধান আলোচক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া-এর দাওয়াহ এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর ও সাবেক ডীন ড. এ.কে.এম. নূরুল আলম বলেন, একটি কেন ১০টি সেমিনার করলেও প্রবন্ধের উপরে আলোচনা শেষ করা যাবে না। মাননীয় প্রবন্ধকার এত সারগর্ভ ও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার অবতারণা করেছেন যে, এর একটি পয়েন্টের উপরে আলোচনা করতেই একটি সেমিনার শেষ হয়ে যাবে।

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের খ্যাতিমান আইনজীবী ও প্রবীণ রাজনীতিক, রিযিয়া সা'দ ইসলামিক সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান জনাব এডভোকেট সা'দ আহমাদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের দাওয়াহ এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর ও সাবেক ডীন ড. এ. কে.এম. নূরুল আলম। বিশেষ অতিথি ছিলেন একই বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-কুরআন এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. লোকমান হোসাইন। আলোচক হিসাবে ছিলেন, জনাব ফরহাদ হোসায়েন (সহকারী অধ্যাপক বাংলা বিভাগ, ইসলামিয়া কলেজ, কুষ্টিয়া), হাফেয আব্দুল করীম (প্রভাষক, ইসলামী শিক্ষা বিভাগ, আফসারুদ্দীন মেমোরিয়াল মহিলা ফাযিল মাদ্রাসা, কুষ্টিয়া)। এছাড়াও সেমিনারে বিশেষ দাওয়াতে অংশগ্রহণ করেন কুষ্টিয়া শহরের গণ্যমান্য শিক্ষানুরাগী আইনজীবী, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও সুধীবৃন্দ।

(৩) ২০১০ সালের ১১ই মে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুষ্টিয়া যেলার উদ্যোগে বাদ আছর যেলা শহরের প্রাণকেন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরী ময়দানে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে মুহতারাম আমীরে জামা'আত উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলন শেষে স্যার সাথীদের নিয়ে গাড়ীর দিকে এগিয়ে যান। এমন সময় একজন পুলিশ জানালার ধারে এসে সালাম করল। স্যার তার পরিচয় জিজ্ঞেস করলে বলল, আমি আহলেহাদীছ, বাড়ী খুলনা যেলার রূপসা, চাঁদপুরে। তারপর তিনি আমাকে এক পাশে ডেকে নিয়ে বললেন, স্যারকে সেভ করার জন্য আমি আছি। অন্য সাথীরা চলে গেছে। তারপর আমরা স্যারকে ও তাঁর সফরসঙ্গীদের নিয়ে হোটেল রিভারভিউ-য়ে আসি। সেখানে হোটেল কক্ষে স্যার 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র দায়িত্বশীলদের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন। তখন আমি ঐ পুলিশকে সিভিল ড্রেসে দেখলাম কখনও রুমের ভিতরে, কখনও বাইরে ঘোরাফেরা করছেন। স্যার আমাকে ইঙ্গিত দিলেন। অতঃপর বাইরে গিয়ে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, আমি মূলত পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগে চাকুরীরত। স্যার আহলেহাদীছের রত্ন। তিনি যখন থাকবেন না তখন আপনারা বুঝবেন তিনি কে ছিলেন। স্যারের উপর জঙ্গী হামলা হ'তে পারে এমন রিপোর্ট আমাদের কাছে আছে। আমি স্যারকে রক্ষার জন্য দুইটা পিস্তল সঙ্গে নিয়ে এসেছি। স্যারের উপরে কোন হামলা হলে

আগে দশটা লাশ পড়বে। তারপর আমি মরব'। ওনার কথা শুনে আমার চোখে পানি চলে এল। দূর থেকে এসব মানুষ স্যারকে কতটা ভালোবাসে। অথচ আমরা কাছে থেকেও তাঁকে চিনতে পারিনা। পুলিশটির নাম আমি আজও ভুলিনি।

তাওহীদের ডাক : অর্থ সম্পাদক হিসাবে আর্থিক ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আপনি কী মনে করেন?

বাহারুল ইসলাম : ব্যক্তি ও সাংগঠনিক জীবনে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আল্লাহ তা'আলা তার বান্দার জন্য যে রিযিক নির্ধারণ করেছেন তা আমাদের নিকট আসবেই। সুতরাং রিযিক অন্বেষণের জন্য অস্থির হওয়ার কিছুই নেই। সাথে সাথে প্রাপ্ত রিযিক থেকে অপব্যয় ও অপচয় বন্ধ করাও যরূরী। এর মাধ্যমেই ব্যক্তি, সংগঠন ও রাষ্ট্রের উন্নতি হওয়া সম্ভব।

তাওহীদের ডাক : ব্যক্তি জীবনে সফলতার মূলমন্ত্র সম্পর্কে তরুণদের কী বলবেন?

বাহারুল ইসলাম : সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র আনুগত্যের মধ্যে জীবন যাপন করতে হবে। সুতরাং ক্যারিয়ার গঠনের আগে আল্লাহ্র অনুগত্যশীল বান্দা হ'তে হবে। তবেই জীবনের প্রকৃত সফলতার স্বাদ আস্বাদন করা সম্ভব হবে।

তাওহীদের ডাক : সাংগঠনিক জীবনে সফলতা অর্জনের উপায়গুলি যদি বলতেন?

বাহারুল ইসলাম : সাংগঠনিক জীবনে সফলতার অন্যতম উপায় হ'ল- প্রজ্ঞা অর্জন করা, দায়িত্বশীলদের আনুগত্য করা, অলসতা ও বিলাসিতা পরিহার করা। একনিষ্ঠভাবে আক্বীদা ও আমলের সংশোধনের জন্য কাজ করা। এ কয়েকটি গুণ অর্জন করতে পারলে ইনশাআল্লাহ যে কোন স্তরের দায়িত্বশীল তার সাংগঠনিক জীবনে সফল হ'তে পারবেন।

তাওহীদের ডাক : সংগঠন বিমুখ ব্যক্তিদের ব্যাপারে কিছু বলবেন?

বাহারুল ইসলাম : ফলের দোকানে লটকানো থোকায় ঝোলানো আঙ্গুরগুলোর মূল্য বেশী। কিন্তু থোকা থেকে ঝরে পড়া আঙ্গুরের মূল্য অনেক কম। সংগঠনের বাইরে থাকায় তারা জামা'আতবদ্ধ জীবনের স্বাদ থেকে বঞ্চিত। তারা এর মর্ম কি বুঝবে? এছাড়াও সংগঠন বিমুখ কিছু ব্যক্তি ঐ লেজকাটা হনুমানের মত। যার হতবুদ্ধিতার কারণে নিজের লেজ কাটা পড়লে অন্যদেরও তার দলে ভেড়ানোর চেষ্টা করে। সর্বোপরি যেখানে রাসূল (ছাঃ)-এর দ্ব্যর্থহীন হাদীছ রয়েছে, 'জামা'আতবদ্ধ জীবন হ'ল রহমত ও বিচ্ছিন্ন জীবন হ'ল আযাব'। এ হাদীছ জানার পরও কেন আমরা বিচ্ছিন্ন থাকব?

তাওহীদের ডাক : দাওয়াতী জীবনে আপনার কোন স্মৃতি আছে কি?

বাহারুল ইসলাম : মেহেরপুরের রবীউল ইসলাম ভাইয়ের মাধ্যমেই আমার এ সংগঠনে আসা। ২০০১ সালের কোন একদিন সকালে হঠাৎ তার আব্বা কুষ্টিয়ায় আসেন। অচেনা এক বয়োবৃদ্ধ মুরুব্বীকে দেখে আমি তার পরিচয় জানতে চাইলাম। তাতে জানলাম যে, তিনি রবীউলের আব্বা। রবীউলের ভাইয়েরা তার পড়াশুনার খরচ বন্ধ করে দিলে পরিবারের সাথে সে যোগাযোগ বন্ধ করে কুষ্টিয়া শহরে এক মেসে উঠে। তাই ছেলের কোন খোঁজ না পাওয়ায় তিনি ছেলের খোঁজ করতে কুষ্টিয়া শহরে এসেছেন।

চাচাজীকে রবীউলের সাথে আমার দ্বীনী ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কের কথা জানালাম এবং রবীউল ইসলাম যে মাঝে-মধ্যেই আমার সাথে দেখা করে, মাসিক আত-তাহরীক বা হাদীছ ফাউণ্ডেশনের বই-পত্র দেয় তা বললাম। আর চাচাজীকে আমার বাসায় নিয়ে আসলাম। সকালে আমাদের জন্য প্রস্তুতকৃত নাশতা চাচাজীকে তৃপ্তি সহকারে খাওয়ালাম। নাস্তা শেষে চাচাজীকে বললাম, আপনার ছেলে কোথায় থাকে বা কোন মেসে থাকে তা আমি জানিনা। তবে সে যখনই আমার সাথে দেখা করতে আসবে, তখনই আমি আপনার সংবাদ তাকে দেব ইনশাআল্লাহ। তিনি সন্তানের খোঁজ পেয়ে নিশ্চিন্তে বাড়ী ফিরে গেলেন।

পরের বছর মেহেরপুর যেলা সম্মেলনে আগত মেহমানদের আতিথেয়তার ব্যবস্থা রবীউল ভাইয়ের বাড়ীতে করা হয়। আমার সেখানে পৌঁছতে দেরী হওয়ায় প্রায় বিকাল বেলা দুপুরের খাবারের সময় দেখলাম, রবীউলের সেই বৃদ্ধ পিতা আমার আসার অপেক্ষায় না খেয়ে বসে আছেন। খাবারের সময় তিনি বললেন, একজন অপরিচিত মানুষকে তুমি যে আতিথেয়তা দেখিয়েছিলে তার তুলনায় এটা কিছুই না। আমি চাচাজীর কথায় অভিভূত হলাম।

তাওহীদের ডাক : যুবসমাজের জন্য কিছু নছীহত করুন।

বাহারুল ইসলাম : বর্তমানে যুবসমাজ আদর্শহীন হয়ে যাচ্ছে। এমনকি সমাজ ও রাষ্ট্রে সর্বত্র আদর্শ নিয়ে টিকে থাকা কঠিনতর হচ্ছে। সুতরাং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর আলোকে নিজেকে গড়তে খালেছ অন্তরে 'যুবসংঘে'র মত তাওহীদী সংগঠনের পতাকাতলে আসতে হবে। তাহ'লে দুনিয়াবী পাপ থেকে নিজেকে রক্ষা করা যাবে এবং জান্নাতের পথ সুগম হবে ইনশাআল্লাহ।

তাওহীদের ডাক : 'তাওহীদের ডাক' পত্রিকার পাঠকদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলতেন।

বাহারুল ইসলাম : নতুন নতুন জ্ঞান অর্জনে পড়াশুনার কোন বিকল্প নেই। মাসিক আত-তাহরীক, তাওহীদের ডাক, সোনামণি প্রতিভার মত পত্রিকা সেই পড়াশোনার চর্চাই ছড়িয়ে দিচ্ছে। এজন্য এই পত্রিকাগুলো নিয়মিত পড়া এবং অন্যকে পড়ানোর জন্য সকলের প্রতি অনুরোধ রইল।

তাওহীদের ডাক : আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বাহারুল ইসলাম : আমার সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য 'তাওহীদের ডাকে'র সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকেই আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সাথে পত্রিকার উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করছি। আল্লাহ যেন এই পত্রিকাকে তার দ্বীনের প্রচার ও প্রসারে কবুল করেন।—আমীন!

মোবাইল আসক্তি ও উত্তরণের উপায়

-সাইফুর রহমান

উপস্থাপনা : অধিকাংশ আবিষ্কারের মূল লক্ষ্য থাকে মানবকল্যাণ। কিন্তু মানুষ ব্যক্তি স্বার্থে এসব আবিষ্কারকে অপব্যবহার করে থাকে। যেমন 'নিউক্লিয়ার' আবিষ্কৃত হয়েছিল মানবকল্যাণে। কিন্তু তা মানব ধ্বংসের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার হচ্ছে। অনুরূপভাবে মোবাইল ও ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষ অনেক অজানা বিষয় জানতে পারে। তথাপি এর অপব্যবহারে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের ভয়াবহ ক্ষতিসাধন হয়'।[১] ফলে এর ভয়াল থাবা থেকে শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সকলেরই আত্মরক্ষা যরূরী হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিম্নে মোবাইল ও ইন্টারনেটে আসক্তি ও উত্তরণের উপায় সম্পর্কে আলোকপাত করা হ'ল।

মোবাইল : বর্তমানে তথ্যের রাজ্যে বাঁধাহীন অবাধ বিচরণের প্রধান মাধ্যম মোবাইল ফোন। বিজ্ঞান বা প্রযুক্তির আর কোন উদ্ভাবনই প্রায় একই সময়ে এক সাথে সারা বিশ্বের মানুষের জীবনধারা আমূল পাল্টে দিতে পারেনি। কারণ অন্য কোন প্রযুক্তিই আবিষ্কারের সাথে সাথে বা এক দশকের মধ্যে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়েনি, যেমনটা ঘটেছে মোবাইল ফোনের ক্ষেত্রে। এটি নিঃসন্দেহে মানুষের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় বিপ্লব'।[২]

মোবাইল ফোন পরিচিতি : মোবাইল হ'ল তারবিহীন টেলিফোন বিশেষ। মোবাইল ফোন (Mobile Phone) ইংরেজী শব্দ। এটিকে সেলুলার ফোন বা হ্যাণ্ড ফোনও বলা হয়। এটি এক একটি সেল নিয়ে কাজ করে বলে এটিকে সেলফোনও বলা হয়। মোবাইল ফোন বেতার তরঙ্গের মাধ্যমে যোগাযোগ করে বলে অনেক বড় ভৌগলিক এলাকায় এটি নিরবচ্ছিন্নভাবে সংযোগ দিতে পারে। শুধু কথা বলাই নয়, আধুনিক মোবাইল ফোন দিয়ে আরো অনেক সেবা গ্রহণ করা যায়। যেমন- খুদে বার্তা, এসএমএস বা টেক্সট মেসে সেবা, ই-মেইল সেবা, ইন্টারনেট সেবা, ক্যামেরা, ব্যবসায়িক বা অর্থনৈতিক ব্যবহারিক সফটওয়্যার ইত্যাদি। যেসব মোবাইল ফোন এসব সেবা এবং কম্পিউটারের সাধারণ কিছু সুবিধা প্রদান করে, সেগুলোকে স্মার্টফোন বলা হয়'।[৩]

মোবাইল ফোনের আবিষ্কার : ১৯০৮ সালে প্রথম Cave radio ধারণার উদ্ভব হয়। যেটাকে মোবইল ফোনের জন্ম-সূত্র ধরা হয়। যদিও বাস্তবের মোবাইল ফোন এসেছে অনেক পরে। দুই বছর পর ১৯১০ সালে Lars magnus ericsson তার গাড়িতে টেলিফোন লাগিয়ে ফেলেন। ভ্রাম্যমান ফোন হিসেবে এটার নামই প্রথম আসে। যদিও eriesson-এর ফোনটা ঠিক radio phone ছিল না। ভদ্রলোক তার গাড়ি নিয়ে দেশময় ঘুরে বেড়াতেন এবং প্রয়োজন হলেই গাড়ি থামিয়ে ফোনের সাথে লম্বা দু'টি তার লাগিয়ে নিতেন, তারপর national phone network ব্যবহার করে ফোন করার কাজ সারতেন'।[৪]

আমরা যে মোবাইল ফোনকে চিনি তার জন্ম ১৯৭৩ সালে। আজকের বিখ্যাত মোবাইল ফোন নির্মাতা কোম্পানী মোটোরোলার হাত ধরে যাত্রা শুরু করে সেলুলার ফোন। মোটোরোলা কোম্পানীতে কর্মরত ড. মার্টিন কুপার এবং জন ফ্রান্সিস মিচেলকে মোবাইল ফোনের প্রথম উদ্ভাবকের মর্যাদা দেয়া হয়। তারা ১৯৭৩ সালের এপ্রিলে প্রথম সফলভাবে প্রায় এক কেজি ওজনের একটি হাতে ধরা ফোনের মাধ্যমে কল করতে সক্ষম হন। মোবাইল ফোনের প্রথম বাণিজ্যিক সংস্করণ বাজারে আসে ১৯৮৩ সালে। ফোনটির নাম ছিল মোটোরোলা ডায়না টিএসিত্রমি-৮০০০ এক্স (Dayna Tac-8000x)।[৫]

বাংলাদেশে মোবাইল ফোন প্রথম চালু হয় ১৯৯৩ সালের এপ্রিল মাসে। হাচিসন বাংলাদেশ টেলিকম লিমিটেড (এইচবিটিএল) ঢাকা শহরে AMPS মোবাইল প্রযুক্তি ব্যবহার করে মোবাইল ফোন সেবা শুরু করে'।[৬] বিশ্বে এখন মোবাইল ব্যবহারকারী সাড়ে সাতশ কোটির কাছাকাছি। বাংলাদেশে ১৮ কোটির বেশী। বাংলাদেশীদের ৪৮ শতাংশই ব্যবহার করেন স্মার্টফোন'।[৭]

মোবাইল ফোনের অপব্যবহার : জ্ঞান ও তথ্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করতে মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট এখন বহুল ব্যবহৃত, সর্বাধিক আলোচিত ও ব্যাপক সমালোচিত। এর প্রধান কারণ হ'ল মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেটের বাধাহীন ও শাসনহীন অবাধ ব্যবহার। ফলে সমাজ জীবনে বয়ে নিয়ে আসছে বিপজ্জনক সব ভাইরাস, বয়ে নিয়ে আসছে অপসংস্কৃতি, অশ্লীল ও বিকৃত মানসিকতার সব ছবি। যা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ এমনকি রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর। মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেটের অপব্যবহারের অবধারিতভাবে শিকার হচ্ছে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়ে, বিশেষ করে মেয়েরা। মোবাইল

১. সেলফোন অপব্যবহার রুখতে হবে, তাজুল ইসলাম টিপু, সাপ্তাহিক লিখনী ঢাকা : (২৪-৩০ জুন ২০১৪) পৃ.-১৯।
২. মুজতাহিদ ফারুকী, ফিরে আসছে 'বোবা' ফোনের দিন, দৈনিক নয়া দিগন্ত, ১৫ই ফেব্রুয়ারী ২০১৩।
৩. মাওলানা মাহমুদুল হাসান, মোবাইলের ধ্বংসলীলা, প্রযুক্তির ধ্বংসলীলা সিরিজ-২. হুদহুদ প্রকাশন; ফেব্রুয়ারী ২০১৫, ১৩ পৃ.।
৪. প্রাগুক্ত পৃ. ১৩।
৫. প্রাগুক্ত পৃ. ১৪।
৬. প্রাগুক্ত পৃ. ১৪।
৭. মুজতাহিদ ফারুকী, ফিরে আসছে বোকা ফোনের দিন, দৈনিক নয়াদিগন্ত। ১৫ ফেব্রুয়ারী ২০২৩।

ফোনের অপব্যবহার মেয়েদের লাঞ্ছনা ও নির্যাতনের একটা পথ তৈরী করে দিয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে নির্যাতন ও যৌন হয়রানীর শিকার হয়ে বিপুল পরিমাণ মেয়ে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছে। বাংলাদেশের মোবাইল ফোন গ্রাহকদের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশী অপাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়ে। যাদের বয়স ১২-১৬ এর মধ্যে। এমনকি স্কুলে পড়ুয়া ১০ বছরের ছেলে-মেয়েদের হাতেও এখন মোবাইল ফোন শোভা পাচ্ছে'।[৮]

আমাদের সন্তানরা স্কুলে যাওয়ার নামে, খেলাধুলার নামে, স্মার্টফোন হাতে নিয়ে বাজার থেকে সদাই আনার নামে কোথায় যায়, কার সাথে মিশে? অধিকাংশ অভিভাবক সে খবর রাখে না। কিন্তু যখন একটা অঘটন ঘটিয়ে ফেলে, তখন আমাদের হুঁশ হয়। বিবেক জেগে উঠে। আহাযারী করে বুক ভাসিয়ে দেই'।[৯] তাই বলা যায়, বর্তমানে পারিবারিক ও সামাজিক যে সব ভয়াবহ পারিবারিক ও সামাজিক অপরাধ সংঘটিত হওয়ার প্রধান ও অন্যতম কারণ মোবাইল ফোনের অপব্যবহার। শুধু তাই নয়, দিনের বড় একটি সময় আমরা মোবাইল ফোনে ব্যয় করছি। বলা যায়, অধিকাংশ মানুষ যন্ত্রের দাসে পরিণত হয়ে গেছে। শুধু একটি জরিপের তথ্য থেকেই বোঝা যাবে, স্মার্টফোন আমাদের মহামূল্যবান সময় কিভাবে বিনষ্ট করছে। যুক্তরাজ্যের একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের জরিপে দেখা গেছে, সে দেশের প্রতিটি মানুষ ৩৬৫ দিনের মধ্যে গড়ে প্রায় ৩৭ দিনের সমান সময় (৩৬ দিন ১৮ ঘণ্টা) কাটান স্মার্টফোনে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম ব্রাউজ করে। আর আমেরিকার প্রতিটি মানুষ গড়ে বছরের ১০৯ দিনের সমান সময় অনলাইনে কাটায়'।[১০]

মোবাইল ফোন ব্যবহারে স্বাস্থ্যগত ক্ষতি : স্মার্টফোন আমাদের শরীর বা স্বাস্থ্যের উপর কাতটা প্রভাব ফেলছে। মোবাইল ফোন রেডিও ফ্রিকোনেন্সী ওয়েভের ভিত্তিতে কাজ করে। এক্সরে, আলট্রা ভায়োলেট বা গামা বিকিরণে যা ব্যবহৃত হয়। এটি তার চেয়ে কম ক্ষমতার। আমাদের চারপাশে এরকম অসংখ্য বিকিরণ ঘুরে বেড়াচ্ছে। যেমন এফএম বেতারের তরঙ্গ, মাইক্রোওয়েভ ও বাতির বিকিরণ। তবে আমেরিকান ক্যান্সার সোসাইটির ওয়েবসাইটে বলা হচ্ছে, মোবাইল ফোন ব্রেন টিউমার, মাথা বা গলার টিউমারের ঝুঁকি অনেকটা বাড়িয়ে দিতে পারে'।[১১] ১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট ৮.১৫ মিনিটে হিরোশিমায় (জাপান) যে আনবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটেছিল, সেখানে তাৎক্ষণিক সর্বোচ্চ কল্পনাতীত তাপমাত্রার সৃষ্টি ছাড়াও সে অদ্যবধি তেজস্ক্রিয়তার কিছু রেশ রয়ে গেছে। সেটা একবার ঘটেছিল। আর মোবাইল ফোনের রেডিয়েশন একটা ক্রনিক পদ্ধতি যা সবাইকে কুরে কুরে খাচ্ছে।

ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি এ.পি.জে আবুল কালামের ভাষায়, Technology is meant to simplify our lifes, but excessive dependence on it has complicated our Lifes. 'প্রযুক্তির আবিষ্কার এবং ব্যবহার হওয়া উচিত ছিল আমাদের জীবনযাত্রাকে সহজ করার জন্য, কিন্তু প্রযুক্তির ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা আমাদের জীবনকে জটিল করে তুলেছে'।[১২] এখনকার মায়েরা বাচ্চাদের খাওয়ানোর সময় সেলফোনের বিভিন্ন প্রোগাম দেখিয়ে খাওয়ান। সে ক্ষেত্রে শুধু ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক রেডিয়েশন নয়, এত ক্ষুদ্র পর্দায় দেখার জন্য চোখের সমস্যা হয়। সাধারণত বিজ্ঞানীদের মতে, ১৬ বছরের নিচে সেল ফোন ব্যবহার করা উচিত নয়। সাধারণত একটি কল গ্রহণ করলে ২০ সেকেণ্ডের বেশী কথা না বলাই শ্রেয়। যদি ৩ মিনিট কথা বলা হয় তাহ'লে পরবর্তী ২০ মিনিট সেলফোন ব্যবহার না করা উচিত। মনে রাখতে হবে, ২০ মিনিটের অধিক সময় কথা বললে মস্তিষ্কের তাপমাত্রা ১০২° F-এর উপর উঠে যায় যা মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষে কম্পনের সৃষ্টি করে'।[১৩]

রেডিয়েশনের ধরণ সাধারণত Non Jonizing এবং Ionizing radiation হয়। বিদ্যুৎবাহী তার, রাডার, বিদ্যুৎচালিত যোগাযোগ যানবাহন, কম্পিউটার, বেইস স্টেশন ও সেলফোনে ব্যবহৃত হয় Non Ionizing radiation. মোবাইল ফোনের ভয়াবহতা হ'ল, বেইস স্টেশন, রিসিভার এবং মোবাইল সুইস সেন্টার সব জায়গা থেকেই Radiation নির্গমন হয়। মোবাইল ফোন সেটের উৎপাদনকারী কর্তৃপক্ষের উচিত Specific Absorption Rate (SAR) উল্লেখ করা, যাতে গ্রাহকরা তা দেখে রেডিয়েশনের মাত্রা সম্পর্কে জানতে পারেন। মহাত্মা গান্ধীর ভাষায় সাতটি মৃত্যুসম পাপের একটি হ'ল Science without huminity.[১৪]

এছাড়া মোবাইল ফোন ব্যবহারে ক্লান্তি বা অবসাদ, মাথা ব্যথা, নিদ্রাহীনতা, স্মরণশক্তির হ্রাস, কানে শোঁ শোঁ করা, জয়েন্ট ব্যথা, সর্বোপরি কানে শুনতে যথেষ্ট ক্ষতি করে।

মোবাইল ফোনের অপব্যবহার রোধে করণীয় : মোবাইল ফোনের অপব্যবহার রোধে পরিবারের দায়িত্ব অপরিসীম। প্রযুক্তি আমাদের সামনে বিশ্বের অবারিত জ্ঞানের দরজা উন্মুক্ত করে দিয়েছে। যার ফলে প্রযুক্তির পথ রোধ করা মানে জ্ঞানের অবাধ প্রবেশ ব্যাহত করা। কিন্তু পরিবারের

৮. সেলফোন অপব্যবহার রুখতে হবে, তাজুল ইসলাম টিপু, সাপ্তাহিক লিখনী ঢাকা, ২৪-৩০জুন, ২০১৪ পৃ. ১৯।
৯. কোন পথে আগামী প্রজন্ম, কাজী সুলতানুল আরেফিন, দৈনিক নয়াদিগন্ত, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২১, পৃ-১০।
১০. মুজতাহিদ ফারুকী, ফিরে আসছে বোবা ফোনের দিন, দৈনিক নয়াদিগন্ত, ১৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২৩।
১১. মোবাইল ফোন শরীরের জন্য কতটা ক্ষতিকর, বিবিসির বিশ্লেষণ, দৈনিক নয়া দিগন্ত, ১০ মার্চ ২০১৮ প্রথম পৃ.।
১২. সেলফোন এবং অপব্যবহার, অধ্যাপক ড. প্রাণ গোপাল দত্ত, দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন, ২২ জুন ২০১৭ পৃ. ০৪।
১৩. প্রাগুক্ত।
১৪. প্রাগুক্ত।

দায়িত্বহীনতার কারণে খারাপ নেতিবাচক অশ্লীল কিছু বিষয় আমাদের অবুঝ শিশু-কিশোরদের মাঝে অনুপ্রবেশ করছে। কলুষিত করছে আমাদের প্রজন্মকে। এর প্রতিকার প্রথমে পরিবার থেকেই শুরু করতে হবে। পরিবারকেই আগে জবাব দিতে হবে কী করে ১২ বছরের ছেলে-মেয়েদের হাতে মোবাইল ফোন নামক একটা ভয়ংকর যন্ত্র তুলে দেওয়া হ'ল? এটা কোন দায়িত্বশীলতার পরিচয় নয়। আপনার পরিবার থেকেই আপনার সন্তানের পচন শুরু হ'ল।

সর্বোপরি মোবাইল ফোনের ক্ষতি থেকে বাঁচতে কিছু নিয়ম মেনে চলা যরূরী। রেডিয়েশন কমাতে চার্জে লাগানো অবস্থায় কথা না বলা। শিশুদের কাছ থেকে মোবাইল ফোন দূরে রাখা। আইসিইউ এবং ওটিতে (অপারেশন থিয়েটার) মোবাইল ফোন ব্যবহার না করা। যত্রতত্র অ্যান্টেনা ব্যবহারের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা'।[১৫]

রাষ্ট্রের করণীয় : এ ব্যাপারে রাষ্ট্রেরও অনেক করণীয় দায়িত্ব রয়েছে। রাষ্ট্র বহুজাতিক মোবাইল কোম্পানী গুলোকে অবাধে ও যেনতেনভাবে ব্যবসা করার সুযোগ করে দিয়েছে। এ ব্যাপারে কোন নীতিমালা বা শাসন বহুজাতিক মোবাইল কোম্পানীগুলো মেনে চলছে না। এতে আপনার, আমার পরিবারের কি ক্ষতি হ'ল অথবা কি ক্ষতির সম্মুখীন হ'তে যাচ্ছে, এতে তাদের কিছু যায় আসে না। তারা হাযার হাযার কোটি টাকার এয়ারটাইম বিক্রি করছে এবং মুনাফাও করছে। লক্ষ্যণীয়-গত কিছুদিন আগেও ভারতের স্কুল-কলেজগুলোতে মোবাইল ফোন ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছে, যা বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকায় প্রচার হয়েছে। আরও লক্ষ্যণীয়, ভারতের বেসরকারী মোবাইল কোম্পানীগুলোর ওপর সরকারের কঠোর নযরদারী রয়েছে। যেনতেনভাবে ব্যবসা করার সুযোগ মোবাইল ফোন অপারেটরের নেই'।[১৬] ভারতের অমুসলিম সরকার যদি এটা করতে পারে তাহ'লে এ বাংলাদেশের মুসলিম সরকার পারে না কেন?

ইন্টারনেট

বৈশ্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থা এখন যে কোন সময়ের চেয়ে অনেক উন্নত। আর এর সকল কৃতিত্ব যার, তার নাম হ'ল ইন্টারনেট। গত ২২ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে মোটামুটি ২১০ টি আলাদা দেশের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে এর বিস্তার। ইন্টারনেট হ'ল পরস্পর সম্পর্কযুক্ত অনেকগুলো কম্পিউটার কেন্দ্রিক নিরবিচ্ছিন্ন নেটওয়ার্কের সমষ্টি। একটি কম্পিউটারের সাথে আরেকটি কম্পিউটারের সংযোগ থাকে বিভিন্ন উপায়ে। কোন কম্পিউটার সংযুক্ত থাকে পুরাতন কপার ক্যাবল দ্বারা। কোন কম্পিউটার ফাইবার অপটিক ক্যাবল যা আলোর স্পন্দনের মধ্যে ডাটা সেন্ড করার দ্বারা। আবার কোন কম্পিউটার বেতার কানেকশনে যুক্ত থাকে এটি রেডিও তরঙ্গের মাধ্যমে সংযোগ স্থাপন করে এবং কোন কম্পিউটার সংযুক্ত থাকে স্যাটেলাইটের সাথে। আর এভাবেই আমরা উপভোগ করতে পারি ইনস্ট্যান্ট ম্যাসেজ সুবিধা, ই-মেইল সেবা, অথবা ডাউনলোড করি বিভিন্ন ফাইল'।[১৭]

ইন্টারনেটের ইতিহাস : ১৯৫০ সালে ইলেকট্রনিক কম্পিউটারের অগ্রগতির সাথে সাথে ইন্টারনেটের ইতিহাস শুরু হয়। ইন্টারনেট সম্পর্কে জনসাধারণ প্রথম ধারণা পায়; যখন কম্পিউটার বিজ্ঞানী অধ্যাপক লিউনার্ড ঐইনরক তার গবেষণাগার ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া, লস অ্যাঞ্জেলেস ইউসিএল থেকে অপানেটের মাধ্যমে একটি বার্তা স্ট্যানফোর্ড রিসার্চ ইনিস্টিটিউটে পাঠান। পরবর্তীতে ১৯৮৯ সালে ব্রিটিশ কম্পিউটার প্রকৌশলী বার্নাস লি তার তথ্য ব্যবস্থাপনা প্রস্তাবটি ইউরোপিয়ান প্রতিষ্ঠান মার্নে জমা দেন। পক্ষান্তরে তিনিই আজকের (www) ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন সেদিন'।[১৮]

ইন্টারনেটের ধ্বংসলীলা : বিশ্ব ইন্টারনেট পরিসংখ্যানের হিসাবে বিশ্বের মোট ইন্টারনেটের অর্ধেক ব্যবহার করে এশীয়রা। আমেরিকায় ব্যবহৃত হয় ১৯.৫ শতাংশ, ইউরোপে ১৮ শতাংশ ও আফ্রিকায় ৯.৮ শতাংশ।[১৯] 'অন্যদিকে মোবাইল ফোন অপারেটরদের বৈশ্বিক সংগঠন (জিএসএমএ) বলেছে, বাংলাদেশে প্রকৃত ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৩ কোটি ৫০ লাখ। এ হিসাবে বাংলাদেশে প্রতি পাঁচজনে একজন ইন্টারনেট ব্যবহার করেন। অবশ্য সরকারী হিসাব মতে, বর্তমানে দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৮ কোটি ১৮ লাখ।[২০]

ইন্টারনেট আসক্তি : মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট আসক্তি নিয়ে ইতোমধ্যে বিভিন্ন উন্নত দেশে গবেষণা শুরু হয়েছে। ইন্টারনেট ট্রেন্ডস (২০১৩) থেকে জানা যায় যে, আমরা গড়ে প্রতিদিন ১৫০ বার ফোন চেক করি। আমেরিকায় কিশোররা প্রতিদিন ৯ ঘণ্টা, ৮-১২ বয়সীরা ৬ ঘণ্টা সোশ্যাল নেটওয়ার্কিংয়ে ব্যয় করে। ব্রিটেনে একজন গড়ে ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রের পিছনে ব্যয় করে প্রতিদিন ৮ ঘণ্টা ৪১ মি. যা সাধারণ একজন মানুষের দৈনন্দিন ঘুমের সময় থেকে ২০ মিনিট বেশী।[২১]

ইন্টারনেট আসক্তিতে নৈতিক অবক্ষয় : বর্তমানে নৈতিক অবক্ষয়ের অন্যতম প্রধান কারণ পর্ণো আসক্তি। পর্ণোগ্রাফীর মাধ্যমে নারী ও শিশু নির্যাতন, ব্লাকমেইল, তরুণ-তরুণীদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে'।[২২] মূলত ইন্টারনেটের অপব্যবহারের ফলে আজ বিশ্বব্যাপী অশ্লীলতা, ভার্চুয়াল

১৫. প্রাগুক্ত।
১৬. প্রাগুক্ত পৃ. ২১ কালাম-১।
১৭. ইন্টারনেট ধ্বংসসীলা, মাওলানা মাওলানা মাহমুদুল হাসান।
১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১-১২২।
১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০।
২০. বাংলাদেশে মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট ব্যবহারের সার্বিক চিত্র, দৈনিক প্রথম আলো, ৫ এপ্রিল ২০১৮ পৃ. ০৩।
২১. ইন্টারনেটের ধ্বংসলীলা পৃ. ৬১।
২২. ইন্টারনেটের ধ্বংসলীলা পৃ.৬৪।

সম্পর্ক, গেমিং, তথ্য সন্ত্রাস, অনলাইন জুয়া প্রভৃতির প্রতি অন্যায় অপরাধ যেন এক বৈশ্বিক রূপ পেয়েছে।[২৩]

ইন্টারনেট তথা ভার্চুয়াল জগতের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত আকর্ষণের পিছনে প্রধানত পাঁচটি কারণ কাজ করে। (১) অশালীন বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি ঝোঁকপ্রবণতা; (২) ইন্টারনেটের মাধ্যমে নতুন নতুন সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রবল আগ্রহ; (৩) জুয়াসহ এক ধরনের নেশা সৃষ্টিকারী বিভিন্ন খেলার প্রতি ঝোঁক প্রবণতা; (৪) নতুন তথ্য সংগ্রহের মাত্রাতিরিক্ত আগ্রহ এবং (৫) সর্বশেষ কম্পিউটার গেমের নেশা। ইন্টারনেটে আসক্তরা সাধারণত সামাজিক তৎপরতা কমিয়ে দেয়, নিত্য প্রয়োজনীয় কাজের প্রতি তাদের আগ্রহ হ্রাস পায়। পড়ালেখার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ইন্টারনেট ব্যবহারে বাধা পেলে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে'।[২৪] বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার ১১তম ইন্টারন্যাশনাল ক্লাসিফিকেশন অব ডিজিজেস বা আইসিডিতে গেমের প্রতি আসক্তিকে 'গেমিং ডিজঅর্ডার' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত খসড়ায় গেমিং আসক্তিকে বর্ণনা করা কিছুর আকর্ষণ থেকে একজন দূরে সরিয়ে রাখে। বিশ্বের কিছু দেশ গেমিং আসক্তিকে ইতোমধ্যে একটি প্রধান জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছে। যুক্তরাজ্যসহ কিছু দেশে এর চিকিৎসার জন্য প্রাইভেট অ্যাডিকশন ক্লিনিক রয়েছে। জাপানে কেউ যদি নির্দিষ্ট সময়ের বেশী গেম খেলে, তাকে সর্তকবার্তা পাঠানো হয়। চীনের সবচেয়ে বড় ইন্টারনেট প্রতিষ্ঠান টেনসেন্ট শিশুরা কতক্ষণ গেম খেলতে পারে তার সময় বেধে দিয়েছে'।[২৫]

ওয়াইফাইয়ের তারহীন ইন্টারনেট ব্যবস্থায় রাউটারের সাথে তড়িৎ-চম্বুকীয় তরঙ্গের মাধ্যমে সংযুক্ত মোবাইল ফোন, ট্যাবলেট ও ল্যাপটপের মতো ডিভাইস। ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের আবির্ভাব ও এক লাখ কোটির বেশী স্মার্ট ডিভাইসে ইন্টারনেট অব থিংস আইগুটি চালুর কারণে বিকিরণের এ সংকট আরো প্রকট হচ্ছে। চণ্ডিগড়ের পোস্টগ্রাজুয়েট ইনিস্টিটিউট অব মেডিক্যাল এডুকেশন এ্যাণ্ড রিসার্চের (পিজিআই এম ই আর) সহযোগী অধ্যাপক ড. নেহেরু বলেন, কর্মক্ষেত্রে আমি অনেক রোগী বিশেষ করে তরুণদের দেখেছি, যারা জটিল কিছু উপসর্গ নিয়ে আমার কাছে এসেছে। এসব উপসর্গ আগে কখনো দেখা যায়নি। ১৯৮৫ সাল থেকে আমি এ পেশায় নিয়োজিত। কিন্তু যে উপসর্গগুলোর কথা বলছি, সেগুলো গত ১০ বছরের মধ্যেই দেখা গেছে। এর আগের ২০ বছরে এমন কিছু দেখিনি'।[২৬] ড. নেহেরু সম্প্রতি গ্লোবাল ওয়্যারলেস সুপারওয়েব নামে একটি বই প্রকাশ করেছেন। এতে তিনি প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির সাথে স্বাস্থ্যগত সমস্যার একটি প্রাসঙ্গিক সম্পর্ক উল্লেখ করেছেন। নেহেরু বলেন, এমন রোগ নির্ণয় ও নিরাময়ের কোন পদ্ধতি আজ পর্যন্ত আবিষ্কার হয়নি। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হ'ল, বিকিরণের কারণে মানুষের ডিএনএ ক্ষতিগ্রস্থ হয়'।[২৭]

দুনিয়াজুড়ে লাখ লাখ শিশু ভুগছে দৃষ্টিশক্তির সমস্যায়। বাংলাদেশেও এটি আগ্রাসী থাবা বিস্তার করেছে। কালের বর্তমানে দেশে অপুষ্টিতে ভোগা শিশুর সংখ্যা কমছে। কিন্তু ভয়াবহভাবে বাড়ছে ক্ষীণদৃষ্টির সমস্যা। যে সমস্যার পেছনে অপুষ্টি নয় বরং দায়ী তথ্যপ্রযুক্তি আসক্তি'।[২৮] মেডিকেল সাইন্সের ভাষায় এই রোগটিকে বলা হয় 'মাইয়োপিয়া' বা ক্ষীণদৃষ্টির সমস্যা। বর্তমানে এ রোগটিকে বলা হচ্ছে কম্পিউটার ভিগন সিনড্রোম। জাতিসংঘের শিশুবিষয়ক সংস্থা ইউনিসেফের তথ্যানুযায়ী, প্রতিদিন ১ লাখ ৭৫ হাযার শিশু নতুনভাবে ইন্টারনেটের সাথে যুক্ত হচ্ছে। ইন্টারনেট আজকে আমাদের যাপিত জীবনের অপরিহার্য অংশ হয়ে উঠেছে। ইন্টারনেট আবিষ্কারকারী অবশ্যই আমাদের ভালোর জন্য এই আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু তিনি (টিম বার্নার্স লিঃ, ইন্টারনেট আবিষ্কারক) ইন্টারনেটের ধ্বংসাত্মক ব্যবহার দেখে অত্যন্ত মর্মাহত হন। যা গত ১২ মার্চ ২০১৮ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব (WWW) বা ইন্টারনেট আবিষ্কারের ২৯তম দিবসে গার্ডিয়ানে প্রকাশিত। হয়।[২৯]

ইন্টারনেট আসক্তি থেকে উত্তরণের উপায় : ইন্টারনেট আসক্তি থেকে উত্তরণের জন্য আমাদেরকে এর দুনিয়াবী পদস্খলন ও ক্ষতিকর দিকসমূহ স্মরণ করতে হবে এবং এর অপব্যবহারে আখেরাতে জবাবদিহীতা ও শাস্তির বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে। আল্লাহকে ভয় করতে হবে। নিভৃতে বা একাকী না থেকে সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে হবে। সাথে সাথে প্রচুর বই পড়ার অভ্যাস করতে হবে। কেননা মোবাইল ও ইন্টারনেটে অর্থলগ্নি করে ফায়েদা হাসিল করা ব্যক্তিরাই মোবাইল থেকে দূরে থাকে। এমনকি বিল গেটস, মার্ক জাকারবার্গ, ইলন মাস্ক সহ অনেকেই দিনের একটি অংশ বই পড়ে সময় কাটিয়ে থাকে।

উপসংহার : সার্বিক জীবনে সফলতা লাভের জন্য সময় ও স্বাস্থ্যের প্রতি গুরুত্ব প্রদান অপরিহার্য। দৈনন্দিন জীবনে আমরা এ দু'টিই মোবাইল ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণে নষ্ট করে থাকি। তাই সময় ও স্বাস্থ্যের নিরবঘাতক মোবাইল ও ইন্টারনেটের থেকে আমাদের সচেতন হ'তে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে সেই তাওফীক দান করুন।- আমীন!

[লেখক : সভাপতি, দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা।]

---

২৩. আসক্তির নাম যখন ইন্টারনেট, কফিল উদ্দিন চৌধুরী, দৈনিক নয়া দিগন্ত, ২০ মার্চ ২০১৮ পৃ.০৯।
২৪. গেমের নেশা একপ্রকার মানসিক রোগ, দৈনিক নয়াদিগন্ত ১০ নভেম্বর ২০১৮ পৃ.১২।
২৫. ভার্চুয়াল জগৎ : নীতি নৈতিকতা ও চরিত্রের ওপর প্রভাব, সাপ্তাহিক সোনার বাংলা-ঢাকা, পৃ. ০৫।
২৬. প্রাগুক্ত।
২৭. প্রাগুক্ত।
২৮. প্রাগুক্ত।
২৯. সুত্র : দৈনিক নয়াদিগন্ত ১৪ মার্চ ২০১৮ পৃ. ০৫।

হে শিক্ষার্থী! নিজেকে যোগ্য করে তোলো!

-সারওয়ার মিছবাহ

ভূমিকা : কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর কাণ্ডারী হুঁশিয়ার কবিতায় লিখেছেন,

দুর্গম গিরি, কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি-নিশিথে যাত্রিরা হুশিয়ার!
দুলিতেছে তরি, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ।
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মত?
কে আছ জওয়ান হও আগুয়ান হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।
এ তুফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার।

কবির লেখায় এমন একটি জাহাযের চিত্র ফুটে উঠেছে যাকে অনেক দীর্ঘ কঠিন পথ পাড়ি দিতে হবে। এদিকে মাঝ দরিয়ায় ঝড় উঠেছে। উত্তাল তরঙ্গের মাঝে তরির ডুবি ডুবি অবস্থা। বাতাসের তীব্রতায় পাল ছিঁড়ে হারিয়ে গেছে সেই কখন! নাবিকের চোখে মুখে একরাশ নিরাশা। জাহাযের এই দুর্দশাক্ষণে হাল ধরার জন্য প্রয়োজন একজন সাহসী জওয়ানের। যে মাতাল সমুদ্রের মাঝে জাহাযকে পরিচালনা করে নিয়ে যাবে তার গন্তব্যে। কে সেই জওয়ান? কে ধরবে নাবিকের ছেড়ে দেয়া হাল? কবি অধীর আগ্রহে তারই সন্ধান করছেন। ভবিষ্যৎ তার অপেক্ষায়।

কবির এই কাল্পনিক জাহাযের যাত্রী যেন মাদ্রাসার শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। যারা এককালে বোখারা, খোরাসান, বাগদাদ, কূফা, আনাতোলিয়া ও আন্দালুস গড়ে তুলেছিল, তারা আজ লাগিয়ে যুগের করুণায় কেবল নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। সকল তরীর সম্মুখ থেকে পথনির্দেশকারী সোনালী জাহায ঝড়ের কবলে হয়েছে বিদিশা। অতীত ইতিহাসকে সম্বল করে করুণা কুড়িয়ে এগিয়ে চলেছে অতি সন্তর্পণে। এই জাহাযে যদি কোনো নাবিকের স্থান খালি হয় তবে সেই নাবিকের হাল ধরার জন্য কোনো জওয়ান আর এগিয়ে আসে না। ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম ইবনে তাইমিয়ার মত নাবিকদের শূন্যস্থান তাই শত শত বছর ধরে শূন্যই পড়ে থাকে। সবাই যেন জাহাযের যাত্রী হ'তে পেরেই খুশী। নাবিক হ'তে কেউ এগিয়ে আসে না। আর আসবেই বা কীভাবে! তারা তো ইলমের বড়াই করতে করতে ঠিকমত ছালাত, ছিয়াম আদায় করারও সময় পান না। এই নাজুক পরিস্থিতিতে ইলমের ধারক ও বাহকদের কাফেলাকে শক্তি যোগানোর জন্য এবং তাঁদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে যুগান্ত কারী পদক্ষেপ প্রয়োজন। অন্যথায় এই কাফেলা অচিরেই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। হারিয়ে যাবে সাগরের অতল তলে। আর তার কারণ আমাদের ভীরুতা, অলসতা ও বিলাসী জীবন যাপন।

দুই ধরণের চিন্তাধারা : বর্তমান সমাজের মানুষ মাদ্রাসা সম্পর্কে দুই ধরনের চিন্তাধারা লালন করে। যারা মাদ্রাসার ভেতরে অবস্থান করেন তারা মনে করেন, এই চার দেয়ালের মাঝেই দুনিয়া সীমাবদ্ধ। আমরা এখানেই রুযী রোজগার করব। এখানেই রাজনীতি করব। এখানেই দ্বীন প্রতিষ্ঠা করব। আমরা যেটাকে ভালো বলব সেটাই ভালো। আমরা যেটা অপসন্দ করব সেটা পরিত্যাজ্য। কারণ, আমরা আল্লাহর দ্বীনের ধারক-বাহক।

পক্ষান্তরে যারা মাদ্রাসার বাইরে অবস্থান করেন তারা মাদ্রাসা ও দ্বীনী শিক্ষাকে কোনো শিক্ষাই মনে করেন না। তারা মনে করেন, একটি গ্রামে যেমন একটি গোরস্থান থাকে, সেখানে কিছু লাশ দাফন করা থাকে। যারা সমাজের না কোনো কল্যাণে আসে, না কোনো ক্ষতি করতে পারে। তেমনই মাদ্রাসাও একটি নির্জীব স্থান। সেখানে যারা থাকে তারা না মানুষের কোনো উপকারে আসে, না কোনো ক্ষতি করে। তাদের সরল প্রশ্ন, আমাদের এই অগ্রগতির জীবনে মাদ্রাসার অবদান কতটুকু? তারা সমাজকে কী দিচ্ছে? এই টেকনোলজির যুগে মাদ্রাসা কারিকুলাম ছাত্রদেরকে কী শেখাচ্ছে?

এই দু'টিই চরমপন্থী চিন্তাধারা। কেননা, যারা মাদ্রাসার ভেতরে আছেন তাদের ভাবা প্রয়োজন, মাদ্রাসা কারিকুলামে শিক্ষিত হয়ে আমাদের ভবিষ্যৎ কী? যুগের এই অগ্রগতিতে আমাদের কি কিছু করণীয় আছে নাকি আজও বাগদাদ ও নিশাপুরের জামে'আ নিযামিয়ার পরিবেশ বিরাজ করছে? বর্তমান সমাজ আমাদের কাছে কী চায় এবং আমরা সমাজ থেকে কী চাই? সেগুলো প্রাপ্ত হওয়া এবং পূরণ করা কিভাবে সম্ভব?

আবার যারা মাদ্রাসার বাইরে অবস্থান করছেন তাদেরও ভাবা প্রয়োজন, মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে ধর্মের প্রভাব কতটা বিস্তৃত? বর্তমানে দুনিয়ার প্রতিটি কোণায় কোণায় অহির বিধান সম্পর্কে যে চরম মুর্খতা বিরাজ করছে তা থেকে বাঁচার উপায় কী? সর্বোপরি একজন সাধারণ মুসলমান এই আধুনিক যুগে কীভাবে দ্বীনের সঠিক শিক্ষা লাভ করে জান্নাতের পথ সুগম করতে পারবে?

ভিন্ন দৃষ্টিকোণ : আমরা যদি পৃথীবীর বিভিন্ন আন্দোলন, প্রতিষ্ঠান, মতবাদ ইত্যাদির দিকে তাকাই তবে দেখব, কোনো জাতিই কেবল নিজেদের গৌরবোজ্জল ইতিহাস পুঁজি করে টিকে থাকতে পারে না। সময়ের সাথে সাথে নিজেদের উপযুক্ততা ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরতে হয়। অন্যথায় অস্তিত্ব হারাতে হয়।

আমাদের দেশে একসময় ধোপা সম্প্রদায় ছিল। তারা ধনী মানুষদের কাপড় কেচে দিত। আজকের যুগে ধোপা সম্প্রদায়ের বিলুপ্তি ঘটেছে। কারণ যুগের সাথে তাল মিলিয়ে তারা এগিয়ে যেতে পারেনি। আজ ধনীদের কাপড় ওয়াশিং মেশিন কেচে দেয়। এখন যদি কোনো ব্যক্তি বুকে পিঠে ধোপার ব্যানার লাগিয়ে পথে পথে ঘুরে নিরাশ হয়ে মানুষকে

দোষ দেয় যে, তাদের ওপর অবিচার করা হয়েছে। তাদেরকে কর্মচ্যুত করা হয়েছে। তাহ'লে তার হা-হুতাশ শোনার মত সময় ব্যস্ত পৃথিবীর মানুষের নেই। হ্যাঁ, সে যেটা করতে পারে সেটা হ'ল, ধোপার ব্যানার খুলে কাপড়ের ড্রাই ওয়াশ, ওয়াটার ওয়াশ, আইরনসহ যত ধরণের আধুনিক কলাকৌশল আছে সেগুলো রপ্ত করে আধুনিক মেশিনের ব্যবস্থা করে একটি লণ্ড্রী কর্ণার খুলে বসা। তবেই সে তার উপযুক্ততা তুলে ধরতে পারবে এবং সমাজে টিকে থাকতে পারবে।

ঠিক তেমনই আমাদের ওলামায়ে কেরাম যুগের সাথে সামনে এগিয়ে না যাওয়ার কারণে তাঁদের উপযুক্ততা হারাচ্ছেন। আজ আমাদের অধিকাংশ আলেমের পর্যাপ্ত ভাষাজ্ঞান নেই। বহু কুরআন-হাদীছ জানার পরেও সাধারণ মানুষের সামনে সহজ-সাবলীল ভাষায় ইসলামের কিছু বিধি-বিধান উপস্থাপন করবেন এমন যোগ্যতা তাঁদের নেই। বাংলা ভাষার মাঝে প্রচুর পরিমানে আরবী, উর্দু, ফার্সী শব্দের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে সাধারণ মানুষদের জন্য তাদের ভাষাকে দুর্বোধ্য করে তুলেছেন। ফলে মানুষ ভুল জায়গা থেকে জ্ঞান নিতে বাধ্য হচ্ছে। আজ মানুষ ওয়াজ মাহফিলে জন্য আলেমগণকে দাওয়াত না করে হাযার হাযার টাকা খরচ করে জেনারেল পড়ুয়া বা কোনোকিছুই পড়েনি এমন মানুষকে বক্তা হিসাবে দাওয়াত করছে। এজন্য দায়ী কে?

বক্তব্যের মাঠ ছেড়ে যদি লেখনীর ময়দানে আসি তবে সেখানেও দেখা যাবে, তুলনামুলক কুরআন-হাদীছে অজ্ঞ ব্যক্তির বই থেকেই মানুষ দ্বীন শিখতে আগ্রহী। কারণ তাদের উপস্থাপনা এবং ভাষাশৈলী খুবই চমৎকার। এই ধরণের স্বল্পজ্ঞানী লেখকের বই পড়ে মানুষ বিপথেও যাচ্ছে। কী হবে আর দেয়ালে মাথা ঠুকে? যুগের সাথে চলতে গিয়ে আমরা পিছনে পড়ে গেছি। ভাষার দুর্বোধ্যতা দিয়ে ইলমের পরিমাণ আন্দাজ করার যুগ পার হয়ে গেছে কয়েকশো বছর আগে! আমাদের ওলামায়ে কেরামকে তা বুঝাবে কে?

যোগ্যতার বাছবিচার : আমাদের আজকের দাওরা পাস আলেমগণের একটি অভিযোগ, মাদ্রাসায় পড়ে কিছু হয় না। এই মতামতটি শিক্ষিত অশিক্ষিত সবাই দেবে যে, মাদ্রাসায় পড়ালে ছেলে-মেয়ে কুঁড়ে হয়ে যায়। তারা ভবিষ্যতে কিছু করতে পারে না। আচ্ছা, এই দোষ কি মাদ্রাসার? আমি এখানে ছোট্ট একটি দৃষ্টান্ত দিতে চাই। একসময় উপমহাদেশসহ সারা বিশ্বে হেকীমী দাওয়াখানার প্রচলন ছিল। সেখানে একেকজন হেকীম বসতেন যারা নাড়ী পরীক্ষা করেই অসুখ বলে দিতে পারতেন। তারা যে ঔষধ দিতেন তা আগুনে পানির মত কাজ করত। আজকের এই এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার চেয়ে তা হাযারগুণ ভালো ছিল এটা না বললেও হবে। তবুও আজ হেকীমী দাওয়াখানার অস্তিত্ব কোথায়? যদিওবা কালে-ভদ্রে দুয়েকটি দাওয়াখানা দেখা যায় সেগুলোতে কোনো রোগী আসে না। এর কারণ কী?

কারণ আজকের যুগে আর যোগ্য হেকীম নেই। আজও যদি নাড়ি পরীক্ষা করে নির্ভুল ওষুধ দেওয়ার মত হেকীম তৈরী হয় তবে এই টেকনোলজির যুগেও হেকীমী দাওয়াখানায় উপচে পড়া ভিড় হবে। কিন্তু সেই হেকীম কোথায়? আজকের যোগ্যতাশূন্য নাম কা ওয়াস্তে হেকীমরা যদি বলে, হেকীমী বিদ্যা অর্জন করে কিছু হয় না। তাহ'লে সে হেকীমী বিদ্যাকেই অপমান করল। সুতরাং যারা বলে, মাদ্রাসায় পড়ালে ছেলে-মেয়ে কুঁড়ে হয়ে যায়, তারা মাদ্রাসা শিক্ষাকে অপমান করছে। আপনার ছেলে যদি একযুগ আরবী ভাষা পড়ার পরে একলাইন আরবী শুদ্ধভাবে লিখতে না পারে তবে এই দোষ কি মাদ্রাসা শিক্ষার? আপনি কি ইতিহাস পড়েননি? কুরআন-হাদীছের গভীর জ্ঞান থাকায় আমাদের অনেক ইমাম তৎকালীন বাদশাহর উচ্চপদে চাকুরীর প্রস্তাব পেয়েছেন। এই ঘটনাগুলোর কারণ কখনো আপনি অনুধাবন করেছেন?

আরবী সাহিত্য প্রায় ১২টি আলাদা আলাদা বিষয়ের সমন্বয়। কোনো একটি বিষয়ে আপনি গভীর জ্ঞান অর্জন করুন। মানুষ আপনাকে বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে যাবে। আপনার সাহচর্য লাভে ধন্য হবে। একদিকে আপনার মাধ্যমে ইলমের একটি শাখা জীবিত থাকবে। অন্যদিকে আল্লাহ এর মাধ্যমেই আপনার প্রশস্ত রিযিকের ব্যবস্থাও করবেন ইনশাআল্লাহ। সুতরাং যোগ্যতাই মূল। যোগ্যতাই আপনাকে প্রতিযোগিতার দুনিয়ায় টিকিয়ে রাখবে। এটি অর্জন করতে কখনো পিছপা হওয়া যাবে না।

শেষকথা : দুনিয়া কাউকে স্থান করে দেয় না। দুনিয়ায় নিজের স্থান নিজেকেই তৈরী করে নিতে হয়। দুনিয়ার সামনে নিজের উপযুক্ততা প্রমাণ করতে পারলেই তবে দুনিয়াতে টিকে থাকা যায়। অন্যথায় সময়ের সাথে সাথে বিলুপ্ত হয়ে যেতে হয়। দুনিয়ার সামনে নিজের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করতে পারলেই দুনিয়া প্রয়োজনমাফিক কদর করে। অন্যথায় অপ্রয়োজনীয় বস্তু হিসাবে নর্দমায় পড়ে থাকতে হয়। আগামীকালের জন্য নিজেকে গড়ে তোলার আজকেই সময়। আগামীকাল অভিযোগ ও অজুহাত শোনার জন্য কেউ বসে থাকবে না। সুতরাং হে আমার মাদ্রাসা পড়ুয়া ভাই! আমাদের সামনে খুব কঠিন সময় আসছে। সে সময়ের জন্য যদি আমরা নিজেদের যোগ্য করে তুলতে না পারি তবে বেলা শেষে কয়েক ডজন সার্টিফিকেট গলায় ঝুলিয়ে দরজায় দরজায় ঘুরতে হবে। কেউ আমাদেরকে মূল্যায়ন করবে না।

তাই প্রিয় মাদ্রাসা শিক্ষার্থী ভাইরা এস! পড়াশোনায় রাত জাগি। জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করি। নিজেকে বক্তা, লেখক, শিক্ষক, ভাষাবিদ, শিক্ষাবিদ, গবেষক ইত্যাদি হিসাবে দুনিয়ার সামনে উপস্থাপন করি। প্রমাণ করে দেই, আমরা নির্জীব নই! অপ্রয়োজনীয় জড়বস্তু নই! আমরা সমাজের প্রয়োজনে আছি। আমাদেরকে সমাজের প্রয়োজন আছে। আমাদেরকে বাদ দিয়ে সমাজ নয়; সমাজ বাদ দিয়ে আমরা নই। আর এভাবেই একদিন মাদ্রাসার একেকটি ফুল একেকটি বাগানের শোভা হবে। একেকটি মাথা একেকটি সমাজের আলোর মিনার হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন। আমীন!

জ্ঞান আবদ্ধ নয়, সবার জন্য উন্মুক্ত

-মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলাম

জ্ঞান কুক্ষিগত করে রাখার বস্তু নয়। একজন ব্যক্তি বা একটি গোষ্ঠীর কাছে সীমাবদ্ধ জ্ঞান প্রসার লাভের সুযোগ পায় না। বরং যে কোন মুহূর্তে বিলুপ্তি বা বিকৃতির আশংকায় থাকে। এতে সমাজের সাধারণ মানুষকে বোকা বানিয়ে স্বার্থান্বেষী জ্ঞানপাপীরা তাদের উপর প্রভুত্ব করার প্রয়াস পায়। যুগে যুগে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করেই ধর্মীয় নেতাগণ সমাজের উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। সাধারণ মানুষের কাছে ধর্মীয় জ্ঞানচর্চাকে উপস্থাপন করেছেন সুউচ্চ পর্বতের ন্যায়। আর তারা আরোহণ করেছেন সেই পর্বতের চূড়ায়। জ্ঞানকে মুঠোবন্দী করে রাখার এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় জ্ঞানের কেন্দ্রীকরণ। অন্যদিকে ইসলাম জ্ঞানকে করেছে সর্বজনীন ও সহজলভ্য। যে কেউ চেষ্টা করলে তা অর্জন করতে পারে এবং ঠিক-বেঠিক যাচাই করতে পারে। একে বলা হয় জ্ঞানের বিকেন্দ্রীকরণ।

খৃষ্টধর্মে জ্ঞানের কেন্দ্রীকরণ ও তার পরিণতি : একটা সময় ছিল যখন বাইবেলের ভাষান্তর নিষিদ্ধ ছিল। ১৫২৬ সালে হিব্রু এবং গ্রীক ভাষা থেকে প্রথম ইংরেজিতে বাইবেল অনুবাদ করেন উইলিয়াম টিন্ডেল। এজন্য ১৫৩৬ সালে উইলিয়াম টিন্ডেলকে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়! অপরাধ এরকম ধর্মীয় কিতাব তিনি সাধারণ মানুষের ভাষায় প্রকাশ করেছেন। সাধারণ মানুষ ধর্মীয় জ্ঞানচর্চা করলে পোপ-বিশপরা কেন আছেন? উইলিয়াম টিন্ডেলের এই হত্যাকাণ্ড বুঝতে হলে আরেকটু পেছনে যেতে হবে। টিন্ডেলকে হত্যা করার প্রায় তিনশো বছর আগে ১২৩৪ সালে Council of Tarragona -তে এক স্প্যানিশ বিশপ ঘোষণা করেন, 'সাধারণ মানুষের কাছে বাইবেলের কোন কপি থাকতে পারবে না। যদি কারো কাছে থাকে, তাহ'লে আটদিনের মধ্যে সেগুলো পুড়িয়ে ফেলতে হবে। এই নির্দেশ যদি কেউ অমান্য করে, তাহ'লে সে ধর্মচ্যুত বলে গণ্য হবে'।[৩০]

এই দু'টি ঘটনার মধ্যবর্তী সময়ে যদি দেখি, তাহ'লে দেখা যায় ১৪০৮ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়- 'অনুমতি ছাড়া নতুন করে কেউ বাইবেল অনুবাদ করতে পারবে না'।[৩১] অথচ উইলিয়াম টিন্ডেল অনুমতি চাইলে তাকে অনুমতি দেওয়া হয়নি, তিনি ইংল্যান্ড থেকে জার্মানি যান বাইবেল অনুবাদ করার জন্য। লুকিয়ে লুকিয়ে সেই অনুবাদ প্রকাশ করেন। কিন্তু যখন ধরা পড়েন, তখন তাকে হত্যা করা হয়।

উইলিয়াম টিন্ডেল মৃত্যুর আগে এক পাদ্রীকে বলেছিলেন. If God spare my life many years, I will cause a boy that drives the plough shall know more of scriptures than you do 'ইশ্বর যদি আমাকে দীর্ঘদিন বাঁচিয়ে রাখেন, তাহ'লে আমি বাইবেলকে এতোটাই সহজসাধ্য করবো যে, একটা রাখাল বালকও তোমাদের চেয়ে বেশী ধর্মজ্ঞান রাখবে'।[৩২]

দীর্ঘদিন চার্চের যাজকরা জ্ঞানকে নিজেদের কাছে কুক্ষিগত করে রেখেছিল। তারা ছাড়া আর কাউকে ধর্মীয় কিতাবাদি পড়তে দিতো না। ইশ্বরের সাথে সম্পর্ক রাখতে তারা নিজেদেরকে মাধ্যম হিসেবে উপস্থাপন করতো। তারা প্রচার করতো- সাধারণ মানুষ সরাসরি গডের কাছে কিছু চাইতে পারবে না, অবশ্যই চার্চের বিশপের মাধ্যমে চাইতে হবে। এমনকি চার্চ কর্তৃপক্ষ পাপমোচনের ছাড়পত্র বিক্রি শুরু করল, যা Indulgence নামে পরিচিত। তারা মানুষকে বুঝাত, 'গডের কাছে সরাসরি ক্ষমা চাওয়া যায় না। গডের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করতে হলে ক্ষমার ছাড়পত্র কিনতে হবে'।[৩৩] তখন স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে চার্চ ছিল একটি মধ্যস্বত্বভোগী প্রতিষ্ঠান, যেমন বর্তমানে মুসলমানদের মধ্যে বর্তমানে প্রচলিত পীর-মাযার ব্যবসা। চার্চ ইতিহাসের এই অধ্যায়গুলো পড়তে গেলে মনে পড়ে আল্লামা ইকবালের একটা কবিতার অনুবাদ-

কিষাণ মজুর পায় না যে মাঠে শ্রমের ফল
সে মাঠের সব শস্যে আগুন লাগিয়ে দাও।
স্রষ্টা ও তার সৃষ্টির মাঝে কেন আড়াল?
মধ্যবর্তী মোল্লাকে আজ হাঁকিয়ে দাও।

মধবর্তী মোল্লাকে হাঁকিয়ে দেবার বেলায় সবচেয়ে সফল ভূমিকা পালন করেছিলেন মার্টিন লুথার। University of Wittenberg–এ তিনি টাঙ্গিয়ে দেন তার বিখ্যাত 'Ninety-five Theses'। এই থিসিসের মাধ্যমে তিনি চার্চ কর্তৃপক্ষের ঠিকাদারি নিয়ে প্রশ্ন তুলেন এবং এর অসারতা প্রমাণ করেন। প্রায় তের-চৌদ্দশ' বছরের চার্চের আধিপত্যের বাইরে গিয়ে মার্টিন লুথার যে ধারা সৃষ্টি করেন তা প্রোটেস্ট্যান্ট আন্দোলন নামে পরিচিত।

প্রোটেস্ট্যান্ট মুভমেন্ট কতোটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা একটু লক্ষ্য করলেই বুঝা যাবে। অতীতের জর্জ ওয়াশিংটন থেকে

30. D. Lortsch, Historie de la Bible en France, 1910, page 14.

31. Smyth, John Paterson. How We Got Our Bible: An Answer to Questions Suggested by the Late , page 56–72

32. John Foxe. Actes and Monuments of these Letter and Perillous Daves (London: John Day, 1563), page 570.

33. Peters, Edward (2008). A Modern Guide to Indulgences: Rediscovering This Often Misinterpreted Teaching, page 13.

বর্তমানের জো বাইডেন পর্যন্ত জিমি কার্টার, বিল ক্লিনটন, থিওডোর রুজভেল্ট, উড্রো উইলসন, রোনাল্ড রিগ্যান, জর্জ ডব্লিউ বুশ, বারাক ওবামাসহ আমেরিকার বেশীরভাগ প্রেসিডেন্ট ছিলেন প্রোটেস্ট্যান্ট। বলা হয়ে থাকে, অ্যামেরিকার একমাত্র ক্যাথোলিক প্রেসিডেন্ট ছিলেন জন. এফ. কেনেডি।

হিন্দুধর্মে জ্ঞানের কেন্দ্রীকরণ : ধর্মতত্ত্ব ইতিহাসের হাল আমলের জনপ্রিয় ইতিহাসবিদ কারেন আর্মস্ট্রং রচিত 'Buddha' বইয়ে গৌতম বুদ্ধের জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে তিনি তৎকালীন হিন্দু সমাজের জ্ঞানচর্চা আলোচনা করেন। তিনি লিখেন, 'উপমহাদেশে সেসময় লেখার প্রচলন না থাকায় বেদ লেখা হয়নি। ফলে ব্রাহ্মণদের দায়িত্ব ছিল এইসব চিরন্তন সত্য মুখস্থ করে প্রজন্ম পরম্পরায় সংরক্ষণ করা। যেহেতু এই পবিত্র জ্ঞান মানুষের জগৎকে ব্রহ্মার সংস্পর্শে পৌঁছে দিত, সেহেতু শত শত বছরের পরিক্রমায় আদি আর্য গোত্রসমূহের ভাষা সংস্কৃতি স্থানীয় কথ্য ভাষার কাছে হার মানে। ফলে তা ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য সবার কাছে দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে এটাই অনিবার্যভাবে ব্রাহ্মণদের ক্ষমতা ও মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছিল। সমগ্র জাতির অস্তিত্ব বজায় রাখে যে বেদ, সেখানে উল্লিখিত উৎসের উপাচার কেবল তাঁরাই জানতেন'।[৩৪]

উত্তরাধিকার সূত্রে পিতা হ'তে পুত্র এই দায়িত্ব লাভ করত। রাজতন্ত্রে রাজার ছেলে রাজা হওয়ার মতো পুরোহিতের ছেলেই কেবল পুরোহিত হ'ত। যে বেদ হওয়ার কথা ছিল সকল হিন্দুর সাথী ও পথনির্দেশক, সেই বেদ পুঞ্জীভূত হয়ে যায় নির্দিষ্ট একটা শ্রেণীর কাছে। তারা ব্যতীত কেউ বেদ (শ্রুতি) পড়া তো দূরে থাক, স্পর্শ করাকে পাপ হিসাবে বিবেচনা করা হ'ত। রাষ্ট্রক্ষমতায় যেমন স্বৈরাচারী ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে, ধর্মীয় জ্ঞানের ক্ষেত্রেও তেমনি পুরোহিতরা 'Sole Authority' (একক কর্তৃপক্ষ) হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।

ইসলামে জ্ঞানের বিকেন্দ্রীকরণ : অন্যান্য ধর্মের চেয়ে ইসলামের সৌন্দর্য জায়গা হ'ল ইসলাম সবাইকে জ্ঞানার্জনে উৎসাহিত করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয'।[৩৫] ইসলাম জ্ঞান সমুদ্রের প্রতিটি ফোঁটা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً وَحَدِّثُوْا عَنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ وَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ 'তোমরা আমার পক্ষ থেকে একটা আয়াত হলেও পৌঁছে দাও। আর তোমরা বনূ ইস্রাঈলের থেকে বর্ণনা করলেও কোন দোষ নেই। যে কেউ আমার উপর মিথ্যারোপ করল, সে তার ঠিকানা জাহান্নামে করে নিল'।[৩৬] হাদীছে লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই, ইসলাম জ্ঞান ছড়িয়ে দেওয়ার পাশাপাশি মিথ্যারোপ ও অপপ্রচারের প্রতি কঠোর হুঁশিয়ার উল্লেখ করেছে। ফলে নিখুঁত সঠিক জ্ঞান বিস্তার লাভ করেছে। এছাড়া বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ 'তোমাদের মধ্যে উপস্থিতগণ অনুপস্থিতদের (আজকের বক্তব্য) নিকট পৌঁছে দিবে'।[৩৭]

জ্ঞানার্জনের গুরুত্বের একটা বাস্তব উদাহরণ দেখতে পাই বদর যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে। বদর যুদ্ধের কয়েকজন যুদ্ধবন্দীর মুক্তিপণ দেওয়ার মতো অর্থ ছিল না। কিন্তু তাদের কাছে শিক্ষা ছিল। অন্যদিকে মদীনার বাচ্চারা পড়ালেখা জানত না। ঐসব যুদ্ধবন্দীদেরকে এই শর্তে মুক্তি দেওয়া হয় যে তারা প্রত্যেকে দশজন শিশুকে পড়ালেখা শেখাবে। শিশুরা পড়ালেখা শিখলে সেটাই হবে তাদের মুক্তিপণ।[৩৮]

সামগ্রিকভাবে বলা যায়, ইসলাম জ্ঞানকে বিকেন্দ্রীকরণ করেছে, সমাজের সবার মধ্যে জ্ঞান ছড়িয়ে দিতে বলেছে, শিক্ষা দিতে বলেছে। তবে সমাজের সবাই সমান জ্ঞান অর্জন করতে পারবে না এটাই স্বাভাবিক। কেউ কেবল প্রয়োজনীয় বিধানগুলো জেনে আমল করবেন। আর কেউ অধিক জ্ঞান অর্জন করে কুরআন-হাদীছ বিশ্লেষণ করবেন। তারা গভীর জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে সত্য-মিথ্যা যাচাই করবেন ও সমসাময়িক পরিস্থিতিতে জাতির পথনির্দেশ করবেন। অন্যরা তাদের প্রয়োজনীয় বিধান জানার জন্য তাদের কাছে যাবেন

৩৪. কারেন আর্মস্ট্রং, বুদ্ধ, রোদেলা প্রকাশনী, ৩৮ পৃষ্ঠা।
৩৫. ইবনু মাজাহ হা/২২৪।
৩৬. বুখারী হা/৩৪৬১।
৩৭. বুখারী হা/১৯৫।
৩৮. ছফিউর রহমান মোবারকপূরী, আর রাহীকুল মাখতূম, আল-কুরআন একাডেমী লন্ডন, ২৩৬ পৃষ্ঠা।

এবং আলেমরা তাদের শিক্ষা দিবেন। আল্লাহ বলেন, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوْا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ– 'আর মুমিনদের এটা সঙ্গত নয় যে, সবাই একত্রে (জিহাদে) বের হবে। অতএব তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হয় না, যাতে তারা দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করে এবং ফিরে এসে নিজ কওমকে (আল্লাহ্র নাফরমানী হ'তে) ভয় প্রদর্শন করে, যাতে তারা সাবধান হয়' *(সূরা তাওবাহ ৯/১২২)*।

যারা নিজেদের জীবনকে জ্ঞানার্জনের পেছনে ব্যয় করেছেন, রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ অনুযায়ী তাঁরা পূর্ণিমার চাঁদের মতো। রাতের আকাশের ঝিলিমিলি তারার মতো তাঁরা ইসলামের ইতিহাসে ইজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে আছেন। তাদের প্রত্যেকেই আমাদের কাছে পরম সম্মানিত। তবে ইসলামের ইতিহাস জানা কেউ কখনো তাদের উপর আধিপত্যবাদের অপবাদ দিতে পারবে না। প্রটেস্ট্যান্ট মুভমেন্টের মত কোন পরিবার বা গোষ্ঠীকে ইসলামী জ্ঞানের একক ঠিকাদার বলে অভিহিত করার সুযোগ নেই। কারণ তাঁদের জ্ঞানচর্চার উদ্দেশ্য আধিপত্য-কায়েম ছিল না, তাঁদের জ্ঞানচর্চার উদ্দেশ্য ছিল সমাজ সংস্কারের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা। ফতোয়া দিতে গিয়ে তাঁরা লোকে কিসে তুষ্ট হবে, খুশি হবে এই চিন্তা করেননি। যার ফলে, তাঁদের মেথোডোলজি, তাঁদের ফতওয়া, সময়কে অতিক্রম করে আজও প্রাসঙ্গিক।

স্বর্ণযুগের আলেমগণ জ্ঞান-গরিমায় যেমন শ্রেষ্ঠ ছিলেন, আদব-আখলাকের বেলায়ও ছিলেন শ্রেষ্ঠ। তাঁরা কখনো একে অন্যের অন্ধ অনুকরণ করতেন না। একজন আরেকজনের সাথে কত-শত মতভেদ করেছেন, তবুও তাঁরা একজন আরেকজনকে সম্মান করতেন। আদাবুল ইখতিলাফ (Ethics of disagreements) মেনেই তাঁরা আলোচনা-সমালোচনা করেছেন।

আমাদের সালাফগণের একটি বড় বৈশিষ্ট্য ছিল তাদের বিনয়। তারা কখনো নিজের জ্ঞান যাহির করে সম্মান লাভের চেষ্টা করতেন না। বরং কোন বিষয়ে স্পষ্ট জ্ঞান না থাকলে জানি না বলাই ছিল তাদের স্বভাব। হায়ছাম ইবনু জামীল (রহঃ) বলেন, 'একদা আমি ইমাম মালিকের সাথে ছিলাম। এসময় তাঁকে চল্লিশটি প্রশ্ন করা হয়। আমি শুনেছি তিনি এর মধ্যে বত্রিশটি প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, আমি জানি না' *(তারতীবুল মাদারিক ওয়া তাক্বরীবুল মাসালিক)*।

একথা সত্য যে, যুগে যুগে কিছু লেবাসধারী স্বার্থান্বেষী আলেম মানুষের সরলতাকে পুঁজি করে ফায়দা লুটার চেষ্টা করেছে। তারা আল্লাহ ও বান্দার মাঝে সাত সমুদ্র দুরত্ব স্থাপন করেছে। আর নিজেরা খৃষ্টান পোপদের মত নিষ্পাপ মাঝি সেজে অনুসারীদের সমুদ্র পার করার ঠিকাদারি নিয়েছে। কিন্তু এটাকে কখনোই ইসলামের প্রকৃত বিধান বা আলেমদের সামগ্রিক রূপ বলা যাবে না।

উপসংহার : জ্ঞান আল্লাহর দেওয়া নে'মত। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তা দান করতে পারেন। এজন্য সকলের জন্য জ্ঞানচর্চার দুয়ার খোলা রাখতে হবে। আবার সকলে সমান জ্ঞান লাভ করবে না এটাও চিরন্তন। এজন্য সকলকে তার জ্ঞান অনুযায়ী সম্মান দিতে হবে এবং অজানাকে জানার সুযোগ করে দিতে হবে। অন্যথায় পুরোহিত-পূজারীর মত আলেমদের সাথে আম মানুষদের দুরত্ব তৈরী হবে। শুরু হবে আশরাফ-আতরাফের দ্বন্দ্ব। যা কখনোই কাম্য নয়।

*[**লেখক :** প্রিন্সিপাল, বেংহাড়ী মৌলভীপাড়া দারুস সালাম ক্বওমী মাদ্রাসা, পঞ্চগড়]*

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড' পবিত্র কুরআন ও হাদীছ ভিত্তিক সুশৃংখল ও পরিকল্পিত শিক্ষা আন্দোলন পরিচালনার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত একটি বেসরকারী ও সমন্বয়কারী শিক্ষা বোর্ড। এর মৌলিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ :

(১) পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে শিক্ষার বিস্তার ঘটানো এবং এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষায় সুশিক্ষিত মেধাবী ও ইখলাছপূর্ণ যোগ্য আলেম ও দাঈ ইলাল্লাহ তৈরী করা এবং যুগোপযোগী মানবসম্পদে পরিণত করা।

(২) শিরক-বিদ'আত ও বাতিল আক্বীদা ও আমল থেকে মুসলিম উম্মাহকে রক্ষা করা এবং সালাফে ছালেহীনের মানহাজ অনুযায়ী ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ময়দানে ইসলামের সঠিক শিক্ষা ছড়িয়ে দেয়ার জন্য উপযুক্ত কারিকুলাম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা।

(৩) শিক্ষার সকল স্তরে শুদ্ধভাবে কুরআন পঠন ও অনুধাবনের ব্যবস্থা করা এবং এর সাথে বাংলা, ইংরেজী, আরবী, উর্দূ ভাষাসহ মানবিক ও বিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়ন ঘটানো।

(৪) উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষক/শিক্ষিকাগণকে দক্ষতাসম্পন্ন করে গড়ে তোলা।

আপনার প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষা বোর্ড-এর অধিভুক্ত করতে কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করুন!

বোর্ড-এর কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে ব্রাউজ করুন- www.hfeb.net

সার্বিক যোগাযোগ : নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭৩০-৭৫২০৫০, ০১৭২৬ ৩১৫৯৭০, ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭, ই-মেইল : hf.eduboard@gmail.com, Fb page : /hf.education.board

জার্মান তরুণী মার্টিনা ওবারহোলজনার ইসলাম গ্রহণ

[ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তার নাম ছিল মার্টিনা ওবারহোলজনার। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি মারয়াম নাম গ্রহণ করেন। চলতি বছরের জানুয়ারীতে তিনি সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই শহরে ইসলাম গ্রহণ করেন। রামাযান মাসের এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম খালীজ টাইমস। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জার্মান প্রবাসী মার্টিনা ওবারহোলজনার এখন মারয়াম নামে পরিচিত এবং এই বছরের শুরুতে ইসলাম গ্রহণের পর দুবাইতে এবার রামাযানে তিনি ছিয়াম পালন করছেন।]

মার্টিনা ওবারহোলজনার জন্ম জার্মানির মিউনিখ শহরে এক খৃষ্টান পরিবারে। পরিবারের সাথেই তার শৈশব ও কৈশোর অতিবাহিত হয়েছে এবং সেখানেই ১৪ বছর বয়সে ইসলামের প্রতি তার মুগ্ধতার সূচনা হয়েছিল। ঐ বয়সে তিনি এক বন্ধুর সাথে মিউনিখের একটি মসজিদে গিয়েছিলেন। সে সময়ের কথা স্মরণ করে মারয়াম বলেন, মসজিদে আন্তরিকতা ও উষ্ণতার সঙ্গে আমাকে অভ্যর্থনা জানানো হয়েছিল এবং তাতে আমি খুবই অভিভূত হয়েছিলাম। সেখানে আমি যে সহানুভূতি অনুভব করেছি তা আমার ওপর স্থায়ী ছাপ রেখে গেছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম বন্ধুবান্ধব এবং প্রতিবেশীদের সাথে মারয়ামের সম্পর্ক গভীর হয়। তিনি বলেন, তাদের সম্পর্কে যা আমাকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করেছিল তা হ'ল- তারা ছিলেন অতীব দয়ালু, অত্যন্ত বন্ধুবৎসল এবং আন্তরিক সহযোগী, যা আমার ইসলাম গ্রহণের অন্যতম প্রধান কারণ।

২০২৩ সালের মাঝামাঝি সময়ে কয়েক সপ্তাহের জন্য মারয়াম ইন্দোনেশিয়ার বালিতে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে নিজেকে ইসলামী সংস্কৃতিতে নিমজ্জিত করেন। এরপর মারিয়াম তার পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গত বছরের আগস্ট মাসে জার্মানিতে ফিরে আসেন। কিন্তু ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি মুগ্ধতার কারণে তিনি পুনরায় দুবাইয়ে যাওয়ার জন্য উদগ্রীব ছিলেন। তিনি দুবাইয়ে যাওয়ার জন্য সুযোগ খুঁজতে থাকেন। পাশাপাশি এই সময়ে তিনি কুরআনের একটি জার্মান অনুবাদ সংগ্রহ করে পড়তে শুরু করেন। তিনি কুরআন পাঠের মাধ্যমে ইসলামের ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে পরিচিত হন এবং এতে প্রশান্তি অনুভব করেন।

দুবাইয়ে বিভিন্ন চাকুরীর আবেদন করতে করতে তিনি একটি ভালো সুযোগ পেয়ে যান। অবশেষে ২০২৩ সালের অক্টোবরে মারয়াম একটি কোম্পানীর মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ হিসাবে দুবাইতে চলে আসেন। এখানে এসে তিনি নতুনভাবে কুরআন পড়তে ও ব্যাখ্যা বুঝতে শুরু করেন। এর কিছু দিনের মধ্যেই তিনি এক অবর্ণনীয় সংবেদন অনুভব করেন। সেকথা স্মরণ করে তিনি বলেন, আমি সেই অনুভূতি প্রকাশ করতে পারব না। আল-কুরআনের মাত্র ৫০ পৃষ্ঠা পড়ার পরই আমি বুঝতে পারলাম, আমি ইসলাম গ্রহণ করতে চাই।

২০২৪ সালের জানুয়ারীতে ২৬ বছর বয়সে তিনি দুবাইয়ের একটি ইসলামিক ইনফরমেশন সেন্টারে আনুষ্ঠানিকভাবে কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করেন। নিজের ইসলাম গ্রহণের এই যাত্রা সম্পর্কে এক সাক্ষাৎকারে মারয়াম বলেন, কিশোর বয়স থেকেই আমি ইসলামের প্রতি গভীর সংযোগ অনুভব করতাম। যদিও খ্রিস্টান পরিবারে বড় হয়েছি, তবুও আমি সবসময় ইসলামের শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট ছিলাম। আমি শালীন পোশাক পরিধান করতাম এবং প্রায়ই শীলা (মাথার স্কার্ফ) পরিধান করতাম। এরপর তিনি নিজের বিশ্বাস সম্পর্কে বলেন, ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে আমি আল্লাহ্‌র একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে তাঁর রাসূল হিসাবে গ্রহণ করার সাক্ষ্য দিয়েছি। বর্তমানে (রামাযান মাসে) আমি একজন মুসলিম হিসাবে রামাযানের ছিয়াম পালন করছি। *আলহামদুলিল্লাহ*।

At-Tahreek TV

অহির আলোয় উদ্ভাসিত জীবনের জন্য

অনলাইন ভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল 'আত-তাহরীক টিভি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছভিত্তিক দ্বীনি অনুষ্ঠানমালা প্রচার করে যাচ্ছে। আমাদের নিয়মিত আয়োজন দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, প্রশ্নোত্তর পর্ব, নবীদের কাহিনী, হাদীছের গল্প, ছিরাতে মুস্তাক্বীমের পথে সহ অন্যান্য বিষয়ভিত্তিক আলোচনা সমূহ দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকুন।

Youtube লিংক :
www.youtube.com/attahreektv

Facebook লিংক :
www.facebook.com/attahreektv

সার্বিক যোগাযোগ :
আত-তাহরীক টিভি, নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৪০৪-৫৩৬৭৫৪।
ইমেইল : attahreektv@gmail.com

মুহাম্মাদ যুহায়ের আশ-শাবীশ (সিরিয়া)

-তাওহীদের ডাক ডেস্ক

[শায়খ মুহাম্মাদ যুহায়ের ইবনু মুছতফা আশ-শাবীশ (১৯২৫-২০১৩) একজন সমকালীন সিরিয়ান সালাফী আলেম। তিনি হাদীছের ইজাযাহ নিয়েছিলেন শায়খুল ইসলাম সাইয়্যেদ হোসাইন আহমাদ মাদানী (রহঃ), শায়খ হাবীবুর রহমান আজমী (রহঃ) এবং শায়েখ আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির (রহঃ)-সহ দুই শতাধিক আলেমের নিকট থেকে। তাঁর বিচিত্র শিক্ষা জীবনের পাশাপাশি ছিল বর্ণাঢ্য কর্ম জীবন। তিনি একাধারে একজন সংগ্রামী বীর মুজাহিদ, শিক্ষাবিদ, লেখক, প্রকাশক, ব্যবসায়ী ও রাজনীতিবিদ ছিলেন। তিনি জন্মভূমি সিরিয়া ছাড়াও কাতার, মিশর, লেবানন ও জর্ডানসহ বেশ কয়েকটি দেশের নাগরিকত্ব লাভ করেছিলেন। শায়খ যুহায়েরের ব্যক্তিগত সমৃদ্ধ লাইব্রেরীটি ছিল ইসলামী বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্ঞানভাণ্ডার। এতে হাযার হাযার মুদ্রিত বইয়ের পাশাপাশি দশ হাযারেরও বেশি অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি ছিল। যার মধ্যে লেখকদের হাতে লেখা শত শত দুর্লভ এবং অনন্য এমন কিছু পাণ্ডুলিপি, চিঠিপত্র, ছবি ও রেকর্ড ছিল, যার কোন কপি পৃথিবীর আর কোথাও নেই। তাঁর সেই লাইব্রেরী থেকে শায়েখ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)-সহ অনেক আলেম উপকৃত হতেন। তিনি পুরাতন পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ, সেগুলোর রচনাকাল ও স্থান নির্ণয় এবং তাহক্বীকের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। শায়েখ আলী তানতাভী (রহঃ) বলেন, আমার দেখা অন্যতম সেরা একজন মানুষ হলেন শায়েখ মুহাম্মাদ যুহায়ের আশ-শাবীশ (রহঃ)। নিম্নে এই গুণী মানুষটির সংক্ষিপ্ত জীবনকথা উদ্ধৃত হ'ল-সহকারী সম্পাদক]

জন্ম ও পরিচয় : শায়খ মুহাম্মাদ যুহায়ের ইবনু মুছতফা ২৫শে জুলাই ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে দামেশক শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতৃপুরুষ হোসাইন ইবনু আলী (রাঃ)-এর বংশধর হওয়ায় তাদের গোত্রকে হোসাইনী বলা হত। তখন তারা ইরাকে বসবাস করতেন। ওছমানীয় খেলাফতকালে তাঁর দাদা আহমাদ আল-হোসাইনী দামেশক থেকে হেজায পর্যন্ত চলাচলকারী কাফেলাসমূহের নিরাপত্তা প্রদানের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। বিশেষত হজ্জ মৌসুমে তিনি ও তাঁর বাহিনী হজ্জ কাফেলার নিরাপত্তা ব্যবস্থার তত্ত্বাবধান করতেন এবং তাদের প্রয়োজনীয় খাবার ও পানীয়ের ব্যবস্থা করতেন। এজন্য তিনি শাবীশ (সার্জেন্ট) উপাধিতে ভূষিত হন। পরবর্তীকালে তার গোত্রও শাবীশ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

অন্যদিকে মুহাম্মাদ যুহায়রের মা যায়নাব বিনতে সাঈদ ছিলেন রহমাউন গোত্রের মহিলা। শাবীশ এবং রহমাউন গোত্রদ্বয় সম্পদ, সম্মান ও প্রতিপত্তিতে দামেশকের অভিজাত গোত্রগুলোর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

শিক্ষা জীবন : শায়খ মুহাম্মাদ যুহায়েরের শিক্ষাজীবন ছিল খুবই বিচিত্র। দামেশকের এক উমাইয়া মাদ্রাসায় তার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু হয়। অতঃপর তিনি শায়খ মুহাম্মাদ আল-ফক্বীহ প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা মুহাম্মাদিয়ায় কিছুদিন পড়ালেখা করেন। ১৯৩২ সালে প্রথম সিরিয়ান প্রজাতন্ত্র গঠনের পর তিনি সরকারী মাদ্রাসায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হন। সেখানে তিনি শায়খ আলী তানতাভীর সংস্পর্শে আসেন। কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ার পর তিনি পড়ালেখা ছেড়ে দিয়ে পিতার সাথে ব্যবসায়িক সফরে মিশর গমন করেন। এখানেই তার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সমাপ্তি হয়।

তাঁর পড়ালেখা ছেড়ে দেওয়ার কয়েকটি কারণ ছিল। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল- এক. তিনি টানা দুই বছরের বেশি সময় চোখের সমস্যায় ভুগছিলেন। এসময় তিনি পড়ালেখা চালিয়ে যেতে পারেননি। পরবর্তীতে যখন তিনি ক্লাসে ফিরলেন তখন তার সহপাঠীরা তার থেকে দুই ক্লাস উপরে পড়ে। আর তার বর্তমান সহপাঠীরা তুলনায় ছোট। এজন্য ক্লাসে তাকে পিছনে বসতে হত, যা তার ভালো লাগত না। উপরন্তু চোখের সমস্যার কারণে তিনি ব্ল্যাকবোর্ডের লেখা দেখতে সক্ষম ছিলেন না। দুই. তাদের বিশাল পারিবারিক ব্যবসা দেখাশোনা করা ও ব্যবসায়িক কাজে বিভিন্ন দেশে গমন করা তার বাবার একার পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না।

মিশরে থাকাকালীন আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করে শিক্ষার প্রতি তাঁর প্রবল আগ্রহ তৈরী হয়। ফলে পিতা তার জন্য কয়েকজন প্রাইভেট শিক্ষক নিয়োগ করেন। তিনি পিতার ব্যবসায় সহযোগিতার পাশাপাশি জ্ঞানার্জন চালিয়ে যান। এসময় তিনি ব্যবসায়িক প্রয়োজনে ইরাক, মিশর, সঊদী আরব, সিরিয়াসহ বিভিন্ন আরব দেশে গমন করেন। এসব দেশসমূহে তিনি বেশ কয়েকজন খ্যাতনামা আলেমের সংস্পর্শে আসেন। তন্মধ্যে শায়খ মুহাম্মাদ খিযির আল-হোসাইন, খায়রুদ্দীন যিরাকলী, সুলায়মান আর-রুমহ ও আব্দুল আযীয হাজীলান অন্যতম।

আরব দেশসমূহে সফর ও শায়খদের সংস্পর্শে আসার কারণে তিনি ইসলামী শরী'আত সম্পর্কে জ্ঞানার্জনে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তিনি নিজে কিতাব মুত্বালাআর পাশাপাশি বিভিন্ন শায়খের দারসে অংশগ্রহণ করেন। তিনি তৎকালীন দু'শর অধিক আলেমের নিকট জ্ঞানার্জন করেন এবং দশাধিক শায়খের নিকট থেকে হাদীছ বর্ণনার সনদ ও ফৎওয়া প্রদানের অনুমোদন লাভ করেন। তন্মধ্যে শায়েখ নাছিরুদ্দীন আলবানী, শায়েখ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল আযীয আল-মানী, মুহাম্মাদ জামীল আশ-শাতিঈ (দামেশক), শায়েখ আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির (মিশর), শায়েখ ইব্রাহীম রাবী (ইরাক), শায়েখ আব্দুল্লাহ আল-ক্বরক্বয়লী (ফিলিস্তীন ও জর্ডান), শায়েখ আব্দুর রহমান ইবনু ইয়াহইয়া আল-মুআল্লিমী (ইয়ামন) ও শায়েখ ছালাহুদ্দীন ইবনু রেযা আয-যাঈম (দামেশক) অন্যতম।

কর্মজীবন : সিরিয়ার ইসলামী সংস্কার আন্দোলনের নেতাদের অন্যতম ছিলেন শায়খ যুহায়ের আশ-শাবীশ। তিনি ইসলামী জ্ঞানচর্চা ও যাচাই-বাছাইয়ে অগ্রগামী ছিলেন। অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি

ও দুর্লভ বই সংগ্রহ করা এবং সেগুলো রচনাকাল ও স্থান নির্ণয়ে যুগের অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন। তার বিশাল গ্রন্থাগারটি বিশ্বের বৃহত্তম ইসলামী গ্রন্থাগারগুলির একটি হয়ে উঠেছিল।

১৯৪৫ সালে শায়খ যুহায়ের সিরিয়ার ফ্রান্স উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। অতঃপর ১৯৪৬ থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত তিনি ফিলিস্তীনে আমীন আল-হোসাইনী ও ড. মুছতফা আস-সিবাঈর নেতৃত্বে জায়নবাদী এবং ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। তিনি ইসলামিক সিভিলাইজেশন অ্যাসোসিয়েশন এবং মুসলিম ইয়ুথ গ্রুপের সদস্য ছিলেন। তিনি ড. মুছতফা আস-সিবাঈ ও অধ্যাপক ইছাম আল-আত্ত্বারের সাথে ইসলামী আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি জন্মসূত্রে সিরিয়ান হওয়ার পাশাপাশি কাতার, মিশর, লেবানন ও জর্ডানসহ বেশ কয়েকটি দেশের নাগরিকত্ব লাভ করেছিলেন।

১৯৬১ সালে শায়েখ যুহায়ের আশ-শাবীশ সিরিয়ার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তিনিই প্রথম সিরিয়ার পার্লামেন্টে সূদ, কৃষি সংস্কার আইন ও জাতীয়করণের বিরোধিতা করেছিলেন। এজন্য তাকে সিরিয়ার ইসলামী নীতি প্রবর্তনের একজন নেতা হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

একাধিক দেশের নাগরিকত্ব লাভ করে শায়খ যুহায়ের লেবাননে স্থায়ীভাবে বাস করতে শুরু করেন। তার বাসভবন ছিল ইসলামী বিশ্বের বিখ্যাত বিদ্বানদের বৈঠকখানা। তন্মধ্যে শায়েখ নাছিরুদ্দীন আলবানী, শায়েখ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ, শায়েখ সাফীর ওমর আল-আমীরী, শায়েখ মুহাম্মাদ নাছীফ, শায়েখ হাসান খালিদ প্রমুখ। বিশেষ করে শায়েখ আলবানীর সাথে তাঁর গভীর সখ্যতা ছিল। শায়খ আলী তানতাভী বলেন, উস্তায আব্দুর রহমান আলবানী ছিলেন শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানীর ডান হাত। আর মুহাম্মাদ যুহায়ের আশ-শাবীশ ছিলেন তার বাম হাত। যদি শায়খ যুহায়ের না থাকতেন তাহলে শায়খ আলবানীর এত খেদমত আশা করা যেত না।

ইসলামী লাইব্রেরী : ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে শায়খ যুহায়ের দামেশকের আল-হালাবুনী এলাকায় প্রাচীন কিতাবসমূহ তাহক্বীক ও প্রকাশের জন্য المكتب الإسلامي للطباعة والنشر নামে একটি প্রকাশনা সংস্থা স্থাপন করেন। অতঃপর ১৯৬৩ সালে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি এটাকে বৈরুতে স্থানান্তর করতে বাধ্য হন। সেখানে তিনি তাফসীর, ফিক্বহ, হাদীছ, উছূলে হাদীছসহ বিভিন্ন শাস্ত্রে সালাফদের লিখিত অসংখ্য কিতাব তাহক্বীক্ব করে প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। বিশেষ করে শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়ার কাজের বইসমূহ প্রকাশে সংস্থাটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ধীরে ধীরে এই সংস্থাটি আরব বিশ্বের বৃহত্তম প্রকাশনা সংস্থাগুলির একটি হয়ে ওঠে।

শায়েখ যুহায়ের তাহক্বীক্বের কাজে বিশেষ মনোনিবেশ করেন। তিনি একাজের জন্য আলেমদের একটি দল গঠন করেন এবং বিশ্বের শ্রেষ্ঠ হাদীছ শাস্ত্রবিদদের সেখানে একত্রিত করতে সক্ষম হন। তাদের মধ্যে শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী, শায়খ আব্দুল কাদির আল-আরনাউত, শায়খ শুয়াইব আল-আরনাউত, শায়েখ ছালেহ ইবনু আহমাদ আশ-শামী এবং ইসমাঈল আল-কিলানী অন্যতম। হাম্বলী ফিক্বহের কিতাবসমূহ তাহক্বীক্বের জন্য তিনি ফক্বীহদের একটি টিম গঠন করেন। যার নেতৃত্বে ছিলেন শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল আযীয আল-মানী এবং শায়খ আব্দুল কাদের আল-হাত্তাভী (আল-দূমী)।

এই প্রকাশনা সংস্থা ও এর ভূমিকা সম্পর্কে শায়খ যুহায়ের বলেন, আমি মনে করি ইসলামের সমৃদ্ধ জ্ঞানভাণ্ডার যাচাই-বাছাই করা অনেক নতুন বই রচনার চেয়ে বেশি উপকারী। তাই আমি নিজে যেমন দশাধিক বই তাহক্বীক করেছি, তেমন অন্যান্য আলেমদের গবেষণায় সহযোগিতা করেছি অথবা আমি তাদের পরামর্শ দিয়েছি, যা তাদের কাজে সাহায্য করতে পারে। এরপর এগুলোর মুদ্রণে তত্ত্বাবধান করেছি।

তিনি বিপুল সংখ্যক কিতাবের একটি বিশাল লাইব্রেরী গড়ে তুলেছিলেন, যা আরব বিশ্বের বৃহত্তম ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে অন্যতম হিসাবে বিবেচিত হয়। এতে হাযার হাযার মুদ্রিত বইয়ের পাশাপাশি দশ হাযারেরও বেশি অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি রয়েছে। যার মধ্যে লেখকদের হাতে লেখা শত শত দুর্লভ এবং অনন্য পাণ্ডুলিপি, চিঠিপত্র, ছবি ও রেকর্ড রয়েছে, যার কোন কপি পৃথিবীর আর কোথাও নেই।

শায়খের রচিত ও তাহক্বীককৃত কিতাবসমূহ : শায়খ যুহায়ের ইসলামের মূল্যবান জ্ঞানভাণ্ডার থেকে প্রায় ৬৮টি কিতাব সরাসরি তাহক্বীক্ব করেছেন বা তাহক্বীক্বের তত্ত্বাবধান করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল :

১. মূসা আল-কুদূমী রচিত 'আল-আজভিবাতুল জালিইয়াতু ফীল আহকামিল হাম্বালিইয়াহ'।
২. আহমাদ ইবনু হোসাইন বৈরূতী রচিত 'এরশাদুত ত্বলেবীন লি আছা-রি সাইয়িদিল মুরসালীন (ছাঃ)'।
৩. ইব্রাহীম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু সালিম রচিত 'মানারুস সাবলীল ফী শারহিদ দলীল আলা মাযহাবিল ইমামিল মুবাজ্জাল আহমাদ ইবনু হাম্বল'।
৪. ইবনু কুদামা আল-মাক্বদেসী রচিত 'আল-কাফী ফী ফিক্বহিল ইমামিল মুবাজ্জাল আহমাদ ইবনু হাম্বল'।
৫. ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ রচিত 'আল-মাসায়েলুল মারিদীনিইয়াহ ফী ফিক্বহিল কিতাব ওয়াস-সুন্নাহ ওয়া রাফউল হারাজ ফীল ইবাদাত ওয়াল মুআমালাত'।
৬. হেবাতুল্লাহ ইবনু সালামাহ ইবনু নাছর আল-মাক্বরী রচিত 'আন-নাসেখ ওয়াল-মানসূখ মিন কিতাবিল্লাহ'।
৭. আবু সাঈদ ওছমান ইবনু সাঈদ আদ-দারেমী রচিত 'কিতাবুর রদ্দ আলাল জাহমিয়াহ'।

মৃত্যু : শায়খ যুহায়ের ১লা জুন ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ শনিবার আছরের সময় ৮৪ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। পরদিন যোহর ছালাত পর বৈরূতের আল-খাশেকজী মসজিদে তাঁর জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর তাকে বৈরূতের নতুন কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। আল্লাহ তার খেদমত সমূহ কবুল করুন এবং তাকে জান্নাতবাসী করুন। আমীন।

ব্যর্থতাই সফলতার মূলমন্ত্র

ওয়ালেস জনসন আমেরিকার মিসিসিপি অঙ্গরাজ্যের এডিনবার্গের একটি দরিদ্র কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ফলে পড়াশোনার জন্য তিনি তেমন সুযোগ পাননি। ছোট বেলা থেকেই তিনি বিভিন্ন কারখানায় নামমাত্র পারিশ্রমিকে কাজ শুরু করেন। মাত্র সাত বছর বয়সে তিনি সুতা তৈরীর কারখানায় তুলা বাছাইয়ের কাজ করে জীবনের প্রথম উপার্জন শুরু করেন। অতঃপর কিশোর বয়সে তিনি একটি কাঠের কারখানায় কাজ নেন এবং ছুতারের (কাঠমিস্ত্রির) কাজ শিখেন। কারখানার মূল কাজ ছিল কাঠের বিভিন্ন আসবাবপত্র তৈরী করা। যৌবনের শুরুর বছরগুলো তিনি ঐ কারখানাতেই কাটিয়েছেন।

দরিদ্র পরিবারের সাধারণ ছেলেদের মত তিনিও ছিলেন পরিশ্রমী ও কষ্টসহিষ্ণু। কিছু দিনের মধ্যে তিনি কারখানার সকল কাজে দক্ষ হয়ে ওঠেন। ইতিমধ্যে তিনি বিয়ে করেছিলেন এবং কারখানা থেকে প্রাপ্ত বেতনে তার সংসার ভালোভাবেই চলছিল। একদিন সকালে কারখানার মালিক তাকে বললেন, তোমাকে কারখানা থেকে বরখাস্ত করা হ'ল। তুমি এখান থেকে চলে যাও। আর কখনো ফিরে আসবে না। যে ওয়ার্কশপে তিনি বহু বছর ধরে বিশ্বস্ততার সাথে কাজ করেছেন, হঠাৎ সেখান থেকে বরখাস্ত হওয়ায় তিনি ভীষণ কষ্ট পান এবং হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে পড়েন।

কারখানা থেকে বেরিয়ে জনসন বাড়ির উদ্দেশ্যে হাঁটতে শুরু করেন। তিনি আনমনা হয়ে রাস্তায় চলছিলেন আর তার মনে ভেসে উঠছিল কারখানার কঠোর পরিশ্রমের চিত্রগুলি। তিনি অনুভব করছিলেন, তার সকল পরিশ্রম এক নিমিষেই শেষ হয়ে গেল। তার সামনে ছোটবেলার কষ্টকর দিনগুলিই আবার হাতছানি দিচ্ছিল। কারণ কারখানা থেকে প্রাপ্ত মজুরি ছাড়া তার এবং তার পরিবারের জীবিকা নির্বাহের কোন উপায় ছিল না। জীবিকার একমাত্র দ্বার বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তিনি গভীর সমুদ্রে ঝড়ের কবলে পতিত পাল ছেড়া নৌকার নাবিকের ন্যায় দিশেহারা হয়ে পড়েন। আচমকা সব আশার আলো নিভে গিয়ে অমানিশার ঘোর অন্ধকার তাকে গ্রাস করল।

ওয়ালেস জনসন শারীরিকভাবে যেমন পরিশ্রমী, মানসিকভাবে তেমনই শান্ত ছিলেন। তিনি নিজের অবস্থা পর্যালোচনা করে বুঝতে পারলেন, তার কাছে এখন একটি ছোট বাড়ি আর কাঠের কারখানায় কাজের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই নেই। এগুলোকে কাজে লাগিয়ে তাকে সামনে এগিয়ে যেতে হবে। তাই রাস্তায় চলতে চলতেই তিনি তার কর্তব্য স্থির করলেন। তিনি প্রথমে বাড়িতে গিয়ে তার স্ত্রীকে ঘটনাটি বললেন। তার স্ত্রী তাকে বলল, আমরা এখন কী করব? তিনি বললেন, আমরা যে ছোট বাড়িটিতে থাকি তা বন্ধক রাখব এবং নির্মাণ পেশায় কাজ করব।

তার প্রথম প্রকল্প ছিল দু'টি ছোট কাঠের বাড়ি তৈরী করা। তিনি তার বাড়ির বন্ধকী থেকে প্রাপ্ত অর্থ ও কারখানায় অর্জিত দক্ষতা ও দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাকে একাজে বিনিয়োগ করলেন। তিনি সেই ছোট বাড়ি দু'টি ভালো মূল্যে বিক্রি করতে পেরেছিলেন। এরপর তিনি বাড়ি নির্মাণের সংখ্যা বাড়াতে শুরু করলেন এবং তাতে নতুন নতুন ডিজাইন যুক্ত করলেন। সততা ও কঠোর পরিশ্রমের ফলে তার ছোট ছোট প্রকল্পগুলি বহুগুণ বেড়ে যায় এবং তিনি ছোট বাড়ি নির্মাণ শিল্পে বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠেন। তার পরিবারে স্বচ্ছলতা ফিরে আসে এবং মাত্র পাঁচ বছর নিরন্তর প্রচেষ্টার ফলে তিনি কোটিপতি হয়ে যান।

এই ওয়ালেস জনসনই হ'লেন বিখ্যাত হোটেল চেইন হোলিডে ইন (Holiday Inn)-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৮৮ সালে মৃত্যুর পূর্বে তিনি সারা বিশ্বে অগণিত হোটেল এবং হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন, যদি আমি জানতাম আমাকে বরখাস্ত করা কারখানার সেই মালিক এখন কোথায় থাকেন, তাহ'লে আমি তাকে অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সাথে ধন্যবাদ জানাতাম। তিনি আমার ও আমার পরিবারের জন্য উত্তম কাজটিই করেছিলেন। কিন্তু আমি তা বুঝতে পারিনি। এখন আমি বুঝতে পারি যে, আল্লাহ আমার এবং আমার পরিবারের জন্য একটি ভালো পথ খুলে দিতে চেয়েছিলেন। এজন্য আমার সামনে একটি দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

শিক্ষা : আল্লাহ বলেন, 'অবশ্যই তোমরা এমন বহু কিছু অপসন্দ কর, যা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আবার বহু কিছু পসন্দ কর, যা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর। বস্তুত আল্লাহ সবকিছু জানেন, কিন্তু তোমরা জানো না' *(বাক্বারাহ ২/২১৬)*। এজন্য জীবনের কোন ব্যর্থতায় ভাববেন না যে, আপনার জীবন একবারে শেষ হয়ে গেছে। হ'তে পারে সেটাই আপনার জীবনের মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা। শুধু শান্ত মাথায় পরিস্থিতি মুল্যায়ন করুন। আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রেখে আগামী দিনের জন্য একটি সুন্দর পরিকল্পনা করুন। সততার সাথে পরিশ্রম করে গেলে আল্লাহ তার প্রতিদান দিবেন ইনশাআল্লাহ।

বান্দার রিযিক নির্ধারিত। যা কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না। আবার কেউ চাইলে তার থেকে অতিরিক্ত উপার্জনও করতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'বান্দার রিযিক তাকে সেভাবে খুঁজে বেড়ায় যেভাবে মৃত্যু তাকে খুঁজে বেড়ায়' *(বায়হাক্বী, শুআবুল ঈমান হা/১১৯১; মিশকাত হা/৫৩১২)*। তাই কোন পরিস্থিতিতে হতাশ না হয়ে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে নতুন পরিকল্পনা করা উচিত। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন।-আমীন।

সততাই বড় শক্তি

-আব্দুল কাদের

কথায় আছে, পরিশ্রমে ধন আনে আর পূণ্যে আনে সুখ। আলস্যে দারিদ্রতা আনে, আর পাপে আনে দুখ। কথাটির বাস্তবতা এই গল্পে বিদ্যমান!

গল্পটি গুলিস্তানের রিক্সাচালক এক বালকের। সদরঘাটের দিকে মুখ করে যাত্রীর অপেক্ষায় রিক্সার উপরে বসে ছিল। আমি রিক্সার সামনে আসতেই বিনয়ের সাথে জিজ্ঞেস করল, স্যার যাবেন? তার পরিশ্রান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, হ্যাঁ যাব।

ছেলেটি ঐ ভর-দুপুরে সদরঘাট ছাড়া আর কোথাও যাবেনা। আর আমার গন্তব্য বাসাবো, মানে একেবারেই উল্টো পথ। কিন্তু ছেলেটির চেহারার দিকে তাকিয়ে মনে হল এ সাধারণ দশ জন রিক্সাওয়ালার মতো না। তাই ওর যাত্রী হওয়ার লোভ সামলাতে পারলাম না। আসলে ওর জীবনের গল্প শোনার প্রবল ইচ্ছাটা সংবরণ করতে পারলাম না। রিক্সায় চড়ে বললাম, চল সদরঘাট। মনে মনে ভাবলাম সদরঘাটও যাইনি অনেক বছর। শেষ বার গিয়েছিলাম প্রায় ১০ বছর আগে।

রিক্সায় চড়ে ওর সাথে নানা রকমের কথা হ'ল। ঢাকার বাইরে কোন এক যেলায় ওর বাড়ী। সদ্য এসএসসি পরীক্ষা শেষ করে রিক্সা চালাতে ঢাকায় এসেছে। রিক্সা চালিয়ে টাকা-পয়সা জমিয়ে কলেজে ভর্তি হবে। ওর বাবা নেই, মা অন্যের বাসা-বাড়ীতে কাজ করে সংসার চালায়। বাড়িতে একটি ছোট বোনও আছে। কথা বলতে বলতে সদরঘাট পৌঁছে গেলাম। ঐ সময়ে ভাড়া ৬০ বা ৭০ টাকা হবে হয়তো। আমি ওকে পাঁচশ টাকার একটি নোট দিয়ে বললাম, রেখে দাও। কিন্তু সে রাখবেনা। তাই বললাম, তুমি আমার জন্যে অপেক্ষা কর, টার্মিনালে একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজে এসেছি, কাজ করে তোমাকে নিয়েই গুলিস্তান যাব। আমি টার্মিনালে গিয়ে কিছু লঞ্চ আর মানুষের যাতায়াত দেখে ফিরে আসলাম।

তখন দুপুর দুইটা বাজে। ওকে নিয়ে রেস্টুরেন্টে গেলাম খাওয়ার জন্য। ও রেস্টুরেন্টে খেতে চাচ্ছিল না। অনেক জোরাজুরি করার পর খেল। তারপর আবার রওনা দিলাম গুলিস্তানের দিকে। ততক্ষণে ওর সাথে আমার বেশ ঘনিষ্ঠতা তৈরী হয়েছে। কথায় কথায় আমাকে বলল, স্যার জানেন! আমি ভালো ছাত্র না বলে অনেকেই তাচ্ছিল্য করে বলে, এত লেখাপড়ার দরকার নাই। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছিস, অনেক হয়েছ। আর পড়ে করে কি করবি!

আমিও জিজ্ঞেস করলাম, লেখাপড়া করে তুমি কী করতে চাও? উত্তরে সে বলল, আমি বড় চাকরীর আশায় লেখাপড়া করছি না স্যার। পড়ালেখা করা আমার একটা শখ বলতে পারেন। প্রয়োজনে সারাজীবন রিক্সা চালাব, মাঠে কাজ করব। তবুও আমি এমএ পাশ করতে চাই।

আমি মনে মনে বললাম, তুমি তো এখনই যে শিক্ষা অর্জন অর্জন করেছ তা এমএ পাশ করেও অনেকে অর্জন করতে পারেনা। দেশের অনেক এমএ ডিগ্রীধারীর তোমার থেকে শেখার আছে। কিন্তু মুখ ফুটে কথাগুলো বলতে পারলাম না। পাছে যদি সে পড়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। গুলিস্তান এসে ফুসলিয়ে টিএসসিতে নিয়ে এলাম। টিএসসিতে কিছুক্ষণ থেকে এলিফ্যান্ট রোড হয়ে বাসাবো এসে ওকে এক হাযার টাকার দু'টা নোট দিয়ে বললাম, এটা রেখে দাও।

ছেলেটি টাকাটা হাতে না নিয়েই আমাকে বলল, স্যার, আপনি মনে হয় বিদেশে থেকে দেশের দর-দাম ভুলে গেছেন। আমার ভাড়া তো এক হাযার টাকাও হবেনা। আমি বললাম, কিচ্ছু ভুলি নাই। তোমাকে আমি ছোট ভাই হিসাবে দিলাম, রেখে দাও। কিন্তু সে ভাড়ার অতিরিক্ত এক টাকাও নিবেনা। আমি একটু জোর করাতে আমাকে বলল, স্যার, আমি সুস্থ মানুষ। কাজ করে টাকা কামাতে পারি। প্রতিদিন রিক্সা চালিয়ে ভালোই রোজগার করি এবং এতে আমি খুশী। এর চেয়ে বেশী টাকা আমার দরকার নেই। তাছাড়া আমি কারো সাহায্য নিয়ে বড় হ'তে চাইনা। সে সমস্ত ভাড়া হিসাব করে প্রাপ্য টাকা নিয়ে বাকীটা আমাকে ফেরত দিল।

টাকা ফিরিয়ে দেওয়াতে আমার আত্মসম্মানে বোধ হয় একটু খোঁচা লাগছিল। তাই আমি টাকাটা রাখতে আরো একবার অনুরোধ করলাম। তখন ছেলেটি বলল, আপনি এমন করবেন এটা আগে জানলে আপনাকে আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারগুলো জানাতাম না। বাবা মৃত্যুর আগে বলেছিলেন, কখনও নিজের কষ্ট দেখিয়ে মানুষের থেকে বাড়তি সুবিধা নিবে না। মনে রেখ, মানুষের সততার চেয়ে কোন বড় শক্তি বা সম্পদ হয় না। কথাটা বলে ছেলেটি রিক্সা ঘুরিয়ে আবার গুলিস্তানের দিকে চলে গেল।

আমি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম এসএসসি পরীক্ষার্থী একটি ছেলে যে মনুষ্যত্ব অর্জন করেছে দেশের এমএ ডিগ্রীধারীরা যদি তা অর্জন করতে পারত, তাহ'লে সত্যিকারের সোনার বাংলা গড়ে উঠত। প্রকৃতপক্ষে ডিগ্রী কখনো মনুষ্যত্বের মাপকাঠি হ'তে পারে না। মানুষ কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় না–পরিবার থেকেই সততা, আদর্শ ও মনুষ্যত্বের শিক্ষা গ্রহণ করে।

[সত্য ঘটনা অবলম্বনে]

[লেখক : ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়]

সংগঠন সংবাদ

বার্ষিক কর্মী সম্মেলন-২০২৪

যেলা পরিষদ মিলনায়তন, রাজশাহী, ১৩ই জুলাই'২৪ শনিবার : অদ্য সকাল ৯-টায় রাজশাহী যেলা পরিষদ মিলনায়তনে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর বার্ষিক কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতেই সূরা হা-মিম-সাজদাহ্র ৩০-৩৫ আয়াত অর্থসহ তেলাওয়াত করেন 'যুবসংঘ' ঢাকা-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা সভাপতি হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মারূফ। অতঃপর মারকায এলাকার আলহেরা শিল্পীগোষ্ঠী ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন। এরপর স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম ও উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম মাদানী।

অতঃপর যেলা প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে পূর্ব নির্ধারিত বিষয়ে ভাষণ প্রদান করেন 'যুবসংঘ' গাইবান্ধা-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামূন, জয়পুরহাট যেলা সভাপতি মুশতাক আহমাদ সারোয়ার, ঝিনাইদহ যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ হুসাইন, ঢাকা-দক্ষিণ যেলা সভাপতি হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মারূফ, ময়মনসিংহ-দক্ষিণ যেলা সভাপতি হাফেয এনামুল, গাযীপুর-দক্ষিণ যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ আল-ইমরান, দিনাজপুর-পূর্ব যেলা সভাপতি সাইফুর রহমান, রাজশাহী কলেজের সভাপতি মুহাম্মাদ জাহিদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি রবীউল ইসলাম, ফেনী যেলা সভাপতি ইমরান গাযী ও বরিশাল যেলা সভাপতি কায়েদ মাহমূদ ইমরান।

কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলদের মধ্য থেকে ভাষণ প্রদান করেন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ। বিশেষ অতিথি হিসাবে ভাষণ প্রদান করেন 'যুবসংঘে'র সাবেক সহ-সভাপতি ও আল-'আওন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ড. মুখতারুল ইসলাম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা ও মনোবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক তরুণ হাসান, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক রবীউল ইসলাম, 'যুবসংঘ' মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সভাপতি হাফেয আব্দুল মতীন মাদানী, 'যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ড. নূরুল ইসলাম, সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার, সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা জালালুদ্দীন, সাবেক কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম, সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ও 'আন্দোলনে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, 'আন্দোলনে'র কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ দুরূল হুদা ও কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন।

২য় অধিবেশনের শুরুতে পবিত্র কুরআনের সূরা তওবার ১১১-১১২ আয়াত অর্থসহ তেলাওয়াত করেন নারায়ণগঞ্জ যেলা 'যুবসংঘে'র কর্মী আবু সাঈদ ও রাক্বীবুল ইসলামের নেতৃত্বে আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠীর যৌথ জাগরণী পরিবেশিত হয়। এরপর বিশেষ অতিথির ভাষণ প্রদান করেন আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরাম কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. শওকত হাসান, আহলেহাদীছ ইমাম ও ওলামা পরিষদের সহ-সভাপতি মাওলানা আমানুল্লাহ মাদানী, 'যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. কাবীরুল ইসলাম, সাবেক কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'আন্দোলনে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া।

অতঃপর 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম আম জনতার উদ্দেশ্যে ও সরকারে প্রতি 'যুবসংঘে'র ১০ দফা প্রস্তাবনা পাঠ করেন। **কর্মী সম্মেলন ২০২৪-এর প্রস্তাবনাসমূহ হ'ল- (১)** ৯০% মুসলিমের দেশ বাংলাদেশের আইন ও বিচার ব্যবস্থাকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ঢেলে সাজাতে হবে। **(২)** প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত বিশুদ্ধ ইসলামী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে। মাদ্রাসা ও স্কুল-কলেজের সিলেবাস থেকে নতুন পরীক্ষাপদ্ধতি বাতিল করে বাস্তবসম্মত এবং শিক্ষাবান্ধব পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করতে হবে। **(৩)** মুসলিম সমাজে অনুপ্রবিষ্ট শিরক-বিদ'আত, কুসংস্কার, জঙ্গীবাদ, চরমপন্থাসহ যাবতীয় ভ্রান্ত মতবাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ধর্মমন্ত্রণালয়ের অধীনে আহলেহাদীছসহ দেশের শীর্ষস্থানীয় আলেমদের সমন্বয়ে একটি 'ধর্মীয় উপদেষ্টা পরিষদ' গঠন করতে হবে। **(৪)** কোটা নয়, মেধা মূল্যায়নের মাধ্যমে সবাইকে সমানভাবে দেশ সেবার সুযোগ দিতে হবে। জাতীয় বাজেটে নির্দলীয়ভাবে সকল যুবকদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে হবে। **(৫)** ছেলে ও মেয়েদের সহশিক্ষা প্রথা বাতিল করতে হবে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা রেখে পৃথক কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। **(৬)** অফিস-আদালত থেকে ঘুষ ও দুর্নীতি বন্ধের জন্য আলেমদের সমন্বয়ে সরকারীভাবে একটি 'সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ' বিভাগ সৃষ্টি করতে হবে। **(৭)** অসাধু ব্যবসায়ী ও মওজূদদারদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখতে হবে। **(৮)** বিনোদন ও সংস্কৃতির নামে অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার অবাধ প্রসার বন্ধ করতে হবে। সেই সাথে শহরে-গ্রামে যত্রতত্র মদ, জুয়া এবং লটারীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। **(৯)** এই সম্মেলন আহলে কুরআন, কাদিয়ানী, হিজবুত তাওহীদ, দেওয়ানবাগী প্রভৃতি ইসলামের নামে ভ্রান্ত ফের্কাসমূহ প্রতিরোধে সরকারীভাবে ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছে। **(১০)** এই সম্মেলন ইস্রাঈলের পাশবিক হামলার শিকার অসহায় ফিলিস্তীনী মুসলিম ভাই-বোনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে এবং ইস্রাঈলের অস্ত্রসরবরাহকারী যুক্তরাষ্ট্রসহ পশু শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করছে। সেই সাথে বাংলাদেশ সরকারকে সকল বিশ্বফোরামে ভূমিকা রাখার আহ্বান জানাচ্ছে। সর্বোপরি দখলদার ইস্রাঈলকে প্রতিরোধে আল্লাহ্র গায়েবী মদদ প্রার্থনা করছি।

অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'**র প্রতিষ্ঠাতা ও অত্র অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি **মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** স্যারের উপস্থিতিতে বার্ষিক কর্মতৎপরতার উপর ভিত্তি করে 'যুবসংঘের' শ্রেষ্ঠ যেলা, শ্রেষ্ঠ সভাপতি, শ্রেষ্ঠ সাধারণ সম্পাদক ও ৪জন শ্রেষ্ঠ সংগঠকের নাম ঘোষণা করা হয়। ২০২২-২০২৪ সেশনের শ্রেষ্ঠ যেলা নির্বাচিত হয়েছে দিনাজপুর-পূর্ব, শ্রেষ্ঠ সভাপতি আল-ইমরান (গাযীপুর-দক্ষিণ), শ্রেষ্ঠ সাধারণ সম্পাদক মুফীযুল ইসলাম (রংপুর-পশ্চিম), শ্রেষ্ঠ সংগঠক আব্দুল্লাহ আল-মামূন (গাইবান্ধা-পশ্চিম), সাইফুর রহমান (দিনাজপুর-পূর্ব), আবুল কাসেম (রাজশাহী পশ্চিম) ও জসীমুদ্দীন (চট্টগ্রাম)।

অতঃপর প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত তরুণ ও যুবাদের উদ্দেশ্যে মর্মস্পর্শী ও হৃদয়গ্রাহী এক ভাষণ প্রদান দেন। যেখানে তিনি 'যুবসংঘ' সূচনার প্রেক্ষাপট ও 'যুবসংঘে'র নানাবিধ সংস্কারগুলো তুলে ধরেন। এছাড়াও তিনি 'যুবসংঘে'র কর্মীদের আগামী দিনে পথ চলার মূলমন্ত্র বলে দেন। উক্ত অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম, কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুন নূর, কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আসাদুল্লাহ আল-গালিব ও কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ সম্পাদক ফয়ছাল মাহমূদ। সবশেষে সম্মেলনের সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম মাদানী সমাপনী ভাষণ প্রদান করেন।

উল্লেখ্য যে, কর্মী সম্মেলন উপলক্ষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর 'যুবসংঘে'র স্মারকগ্রন্থ-২ প্রকাশিত হয়। যাতে সন্নিবেশিত হয়েছে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর প্রতিষ্ঠাতা ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব স্যারের সাক্ষাৎকার সহ মূল্যবান ৩টি সাক্ষাৎকার। এছাড়াও এতে রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ সমাহার, ইতিহাস-ঐতিহ্যে ভরপুর প্রবীণদের হৃদয় নিংড়ানো স্মৃতিকথা ও ১৯৭৮-২০২২ সাল পর্যন্ত 'যুবসংঘে'র উল্লেখ্যযোগ্য ঘটনা প্রবাহ।

সাবেক কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীল সম্মেলন-২০২৪

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১২ই জুলাই'২৪ শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর থেকে এশার জামা'আতের পূর্ব পর্যন্ত আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী মাদ্রাসার শিক্ষক মিলানয়তন কক্ষে সাবেক কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলদের নিয়ে ২য় বারের মত সাবেক কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীল সম্মেলন-২০২৪ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত করেন 'যুবসংঘে'র

কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মুজাহিদুর রহমান ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমূদ। কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম স্বাগত ভাষণ ও কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম মাদানী উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন।

অতঃপর 'যুবসংঘে'র সাবেক দায়িত্বশীলদের মধ্য থেকে মতামত প্রকাশ করেন মুহাম্মাদ জামিলুর রহমান (কুমিল্লা), আরীফুল ইসলাম (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), মুহাম্মাদ মুস্তাফিযুর রহমান সোহেল (নারায়ণগঞ্জ), ড. মুখতারুল ইসলাম (রাজশাহী), ড. নূরুল ইসলাম (রাজশাহী), মুহাম্মাদ মুস্তাকিম আহমাদ (রাজশাহী), মুহাম্মাদ হারুণূর রশীদ (ঝিনাইদহ), ড. মুহাম্মাদ আবু ত্বাহের (সিলেট), মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহিল কাফী (রাজশাহী), আবুল বাশার আব্দুল্লাহ (মেহেরপুর) ও মুহাম্মাদ বেলাল হোসেন (কুমিল্লা)।

উক্ত অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে ভাষণ প্রদান করেন 'যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব (রাজশাহী), সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার (কুষ্টিয়া), সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. কাবীরুল ইসলাম (রাজশাহী) সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম (যশোর), সাবেক কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম (সাতক্ষীরা)। অতঃপর প্রধান অতিথি হিসাবে ভাষণ প্রদান করেন **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'**র প্রতিষ্ঠাতা ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর **ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** স্যার। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ মিলন ও সমাপনী ভাষণ প্রদান করেন কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম মাদানী।

কর্মী ও দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ

১. নওদাপাড়া, রাজশাহী ২৪শে মে'২৪ শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টা হ'তে বিকাল ৪টা পর্যন্ত আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর পূর্ব পার্শ্বস্থ মসজিদের ২য় তলায় রাজশাহী সদর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'যুবসংঘ' রাজশাহী সদরের সভাপতি হাবীবুর রহমানের সভাপতিত্বে উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম মাদানী। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন রাজশাহী-সদর 'আন্দোলনে'র সভাপতি মাওলানা দুররুল হুদা, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আসাদুল্লাহ আল-গালিব, রাজশাহী সদর 'যুবসংঘে'র সহ-সভাপতি হাফেয রূহুল আমীন ও সাধারণ সম্পাদক যয়নুল আবেদীন। উল্লেখ্য যে, উক্ত প্রশিক্ষণে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী কলেজের বেশ কিছু কর্মী ও দায়িত্বশীলরাও অংশগ্রহণ করে।

২. কুলাঘাট, লালমনিরহাট ৩১শে মে'২৪ শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯টা হ'তে বোয়ালমারী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে লালমনিরহাট যেলা 'যুবসংঘে'র উদ্যোগে কর্মী ও দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ মানছুর আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আসাদুল্লাহ আল-গালিব ও বিশেষ প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও গাইবান্ধা-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামূন এবং গাইবান্ধা-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার সহ-সভাপতি হাফেয ওবায়দুল্লাহ। উক্ত অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন লালমনিরহাট যেলা 'যুবসংঘে'র সহ-সভাপতি আব্দুল লতিফ।

৩. চট্টগ্রাম ৩১শে মে'২৪ শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর থেকে চট্টগ্রাম যেলা মারকাযে চট্টগ্রাম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি জসীমউদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক ও কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুন নূর।

এছাড়াও প্রশিক্ষক হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন চট্টগ্রাম যেলা 'আন্দোলনে'র সাধারণ সম্পাদক আরজু হোসেন ছাব্বির ও যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি জসীমউদ্দীন প্রমুখ। উক্ত অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন যেলা 'যুবসংঘে'র প্রশিক্ষণ সম্পাদক আরাফাত জামান।

৪. কক্সবাজার-সদর ১লা জুন'২৪ শনিবার : অদ্য বাদ আছর কক্সবাজার-সদর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে কক্সবাজার সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘে'র উদ্যোগে এক দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি আরাফাত হোসেনের সভাপতিত্বে উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক ও কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুন নূর। গঠনতন্ত্রের আলোকে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণটি বৈঠক শেষের দো'আ পাঠের মাধ্যমে সন্ধ্যায় শেষ হয়।

৫. পঞ্চগড় ১লা জুন'২৪ শনিবার : অদ্য বাদ আছর হ'তে বেংহাড়ী মৌলভীপাড়া দারুস সুন্নাহ মাদ্রাসায় পঞ্চগড় যেলা 'যুবসংঘে'র উদ্যোগে কর্মী ও দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ মোজাহার আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আসাদুল্লাহ আল-গালিব ও বিশেষ প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও গাইবান্ধা-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামূন এবং গাইবান্ধা-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার সহ-সভাপতি হাফেয ওবায়দুল্লাহ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলনে'র সভাপতি যয়নুল আবেদীন ও অত্র মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল আরীফুল ইসলামসহ অন্যান্য শিক্ষকমণ্ডলী ও বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত কর্মী ও দায়িত্বশীলবৃন্দ।

৬. কানসাট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ০৫ই জুন'২৪ বুধবার : অদ্য সকাল ৯-টা থেকে বিকাল ৫-টা পর্যন্ত আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কানসাট মাদ্রাসায় চাঁপাইনবাবগঞ্জ-দক্ষিণ যেলা 'যুবসংঘে'র আয়োজনে এক কর্মী ও দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ ছালেহ সুলতানের সভাপতিত্বে উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ ও বিশেষ প্রশিক্ষক ছিলেন 'যুবসংঘ' দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার সহ-সভাপতি ও কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য আব্দুল্লাহ আল মাহমূদ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলনে'র সাবেক সভাপতি ইসমাঈল হোসেন, বর্তমান সভাপতি অধ্যাপক শহিদুল করীম, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা ইয়াসীন আলী, যেলা 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ এমদাদুল ও প্রচার সম্পাদক খাইরুল ইসলাম প্রমুখ।

৭. শাসনগাছা, কুমিল্লা ৭ই জুন'২৪ শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর শাসনগাছা আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স জামে মসজিদে কুমিল্লা যেলা 'যুবসংঘে'র উদ্যোগে এক কর্মী ও দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ রূহুল আমীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ও 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ডে'র চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আহমাদুল্লাহ ও 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরামে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. শওকত হাসান। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন ঢাকা দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলনে'র উপদেষ্টা তাসলীম সরকার, যেলা 'আন্দোলনে'র সহ-সভাপতি মাওলানা মুছলেহুদ্দীন, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জামীলুর রহমান প্রমুখ।

সুধী সমাবেশ

১. সিংহমারা, মোহনপুর, রাজশাহী ১০ই মে'২৪ শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর সিংহমারা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে রাজশাহী পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক সুধী সমাবেশের আয়োজন করা হয়। মোহনপুর উপযেলা 'আন্দোলনে'র সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ আফাযুদ্দীনের সভাপতিত্বে উক্ত সুধী সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ড. ইহসান ইলাহী যহীর। যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি আবুল কাশেমের সঞ্চালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ মতীউর রহমান।

২. সোনাতলা, বগুড়া ২৯শে জুন'২৪ শনিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সোনাতলা উপযেলাধীন সোনাতলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে উপযেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র যৌথ উদ্যোগে এক সুধী সমাবেশের আয়োজন করা হয়। উক্ত সুধী সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ও 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ডে'র চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম।

সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম)

১. প্রশ্ন : খন্দক যুদ্ধে পরিখা অতিক্রমের চেষ্টা করতে গিয়ে তীর-ধনুকের আঘাতে কতজন কাফের নিহত হয়?
উত্তর : ১০ জন।

২. প্রশ্ন : খন্দক যুদ্ধে কতজন মুসলিম শহীদ হন?
উত্তর : ৬ জন

৩. প্রশ্ন : খন্দক যুদ্ধে প্রতি ১০ ছাহাবী কতহাত পরিখা খননের দায়িত্বে ছিল?
উত্তর : ৪০ হাত।

৪. প্রশ্ন : পরিখা খননকালে একটি বকরীর বাচ্চা ও এক ছা' যবের আটায় কতজন ছাহাবী খেয়েছিলেন?
উত্তর : পরিখা খননরত ১০০০ ছাহাবী।

৫. প্রশ্ন : আম্মার কোন যুদ্ধে ও কত বছর বয়সে শহীদ হন?
উত্তর : ৩৭ হিজরীতে ছিফফীনের যুদ্ধে ৯৩ বছর বয়সে।
প্রশ্ন : খন্দক যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর প্রতীক চিহ্ন কি ছিল?
উত্তর : حم لاَ يُنْصَرُوْنَ হা-মীম তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না।

৬. প্রশ্ন : কোন যুদ্ধে রাসূল (ছাঃ)-এর ছালাত কাযা হয়?
উত্তর : খন্দকের যুদ্ধে।

৭. প্রশ্ন : খন্দকের যুদ্ধে কুরায়েশদের সেনাপতি কে ছিল?
উত্তর : ইকরিমা বিন আবু জাহল।

৮. প্রশ্ন : ছালাতুল খাওফ-এর বিধান নাযিল হয় কখন?
উত্তর : ৬ষ্ঠ হিজরীতে হোদায়বিয়ার সফরকালে।

৯. প্রশ্ন : বনু কুরায়যার দুর্গ কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : মসজিদে নববী থেকে ১০ কি. মি. দক্ষিণ-পূর্বে।

১০. প্রশ্ন : : বনু কুরায়যা যুদ্ধে কতজন ছাহাবী ছিলেন?
উত্তর : ৩,০০০ ছাহাবী।

১১. প্রশ্ন : বনু কুরায়যার দুর্গ কতদিন অবরোধ ছিল?
উত্তর : ২৫ দিন।

১২. প্রশ্ন : বনু কুরায়যা যুদ্ধে কতজন ছাহাবী শহীদ হন?
উত্তর : ২ জন।

১৩. প্রশ্ন : কোন ছাহাবীর মৃত্যুতে আল্লাহ্র আরশ কেঁপেছিল?
উত্তর : সা'দ বিন মু'আযের মৃত্যুতে।

১৪. প্রশ্ন : ছদ্মবেশে কে রাসূলকে হত্যা করতে চেয়েছিল?
উত্তর : ছুমামাহ বিন আছাল হানাফী।

১৫. প্রশ্ন : বনু মুছত্বালিক্ব যুদ্ধে কতজন কাফের নিহত হয়?
উত্তর : ১০ জন।

১৬. প্রশ্ন : এ যুদ্ধে রাসূল (ছাঃ) কাকে বিবাহ করেন?
উত্তর : হারেছ কন্যা জুওয়াইরিয়াকে।

১৭. প্রশ্ন : কোন যুদ্ধ হ'তে ফেরার পথে ইফকের ঘটনা ঘটে?
উত্তর : বনু মুছত্বালিক্ব যুদ্ধ হ'তে ফেরার পথে।

কুইজ

১. প্রশ্ন : সূদের সবচাইতে বড় পাপ কি?
উত্তর :.....।

২. প্রশ্ন : 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র প্রতিষ্ঠাতা কে?
উত্তর :.....।

৩. প্রশ্ন : 'যুবসংঘে'র কর্মী সম্মেলন'২৪ কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?
উত্তর :.....।

৪. প্রশ্ন : কোন দু'টি বিন্দু আল্লাহ্র নিকট পছন্দনীয়?
উত্তর :.....।

৫. প্রশ্ন : ইংরেজীতে প্রথম কে বাইবেল অনুবাদ করেন?
উত্তর :.....।

৬. প্রশ্ন : শায়েখ যুহায়ের শাবীশ কোন দেশের আলেম ছিলেন?
উত্তর :.....।

৭. প্রশ্ন : তথ্য প্রযুক্তি আসক্তির কারণে দৃষ্টিশক্তি সংক্রান্ত কোন রোগটি হয়ে থাকে?
উত্তর :.....।

প্রতিযোগীর নাম : .....
শ্রেণী : ..... **শাখা :** .....
মোবাইল : .....
প্রতিষ্ঠানের নাম/ঠিকানা :.....
.....
.....।

গত সংখ্যার উত্তর : ১. আলেক্সাণ্ডার ফ্লেমিং ২. সুন্নাত ৩. হামাগুড়ি দিয়ে ৪. ১৩৪৮ বর্গ মিটার ৫. স্কলার ওমর লায়মানী ৬. ১৯৮৪ সালের ৪ঠা মে ৭. আইয়ুবী সুলতান আশরাফ মূসা।

গত সংখ্যায় অসংখ্য সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্য হ'তে লটারীর মাধ্যমে পুরস্কার প্রাপ্ত ৩ জন হ'ল-

১ম নাঈম বিশ্বাস, মাহাদ-২, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, বালক শাখা।

২য় ফারিহা খন্দকার, (ফাযিল ২য় বর্ষ, ধনারুহা, সাঘাটা, গাইবান্ধা)।

৩য় ইসতিয়াক আহমাদ, ৭ম; আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, বালক শাখা।

নির্দেশনা : কুইজের সকল উত্তর অত্র সংখ্যায় রয়েছে।

শব্দজট

পাশাপাশি : (১) নবী ও সৎ ব্যক্তিদের প্রতি আল্লাহ্র প্রত্যাদেশ। (৩) ভালো কাজের দিক নির্দেশনা দেওয়া যাবে বলে। (৫) প্রয়োজনীয়। (৭) দয়া ও অনুকম্পার সমর্থক শব্দ। (৯) আরবী ৭ম মাস। (১১) রামাযান মাসে সূর্যাস্তের সাথে সাথে যা করা হয়। (১২) পাপ-পঙ্কিলতা থেকে আল্লাহ্র দিকে ফিরে যাওয়ার মাধ্যম।

উপর-নীচ : (১) যা আমরা কেবল আল্লাহ্র জন্য করে থাকি। (২) যিনি পরিশ্রম করেন। (৩) যা সমাদর পূর্বক বা উপঢৌকন হিসাবে দেওয়া হয়। (৪) আল্লাহ ও তার রাসূলের দিকনির্দেশনার সমষ্টি বা ইসলামী বিধিবিধানকে বুঝায়। (৬) জামা'আতবদ্ধ ছালাতে সারিবদ্ধ অবস্থা (৮) এক যবর, এক যের এবং এক পেশকে যা বলা হয়। (১০) যে শুনতে পায় না।

১			২		৩			৪
৫		৬						
					৭	৮		
		৯		১০				
	১১					১২		

প্রতিযোগীর নাম : .....

শ্রেণী : ..... **শাখা :**.....

মোবাইল : .....

প্রতিষ্ঠানের নাম/ঠিকানা :.....

.....।

গত সংখ্যায় 'বর্ণের খেলা'-এর সঠিক উত্তর

*** কুরবানী ১. কুরআন ২. রহমান ৩. বাদশাহ ৪. নীতিমালা।**

গত সংখ্যায় বর্ণের খেলায় অসংখ্য সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্য হ'তে লটারীর মাধ্যমে পুরস্কার প্রাপ্ত ৩ জন হ'ল-

১ম রুকাইয়া ছিদ্দীকা, ৯ম, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, (বালিকা শাখা); **২য়** আব্দুর রহমান (নওগাঁ); **৩য়** জিনিয়া আক্তার, ৭ম (ক), আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, (বালিকা শাখা)।

(১) নির্ধারিত অংশ কেটে নিম্নের ঠিকানায় পাঠাতে হবে- বিভাগীয় সম্পাদক, আইকিউ, তাওহীদের ডাক, নওদাপাড়া, আমচত্বর, রাজশাহী। ০১৭৬৬-২০১৩৫৩।

(২) নির্ধারিত অংশ পূরণ করার পর গোটা পৃষ্ঠার ছবি তুলে ০১৭৬৬-২০১৩৫৩ নম্বরে হোয়াটসআপ করতে হবে।

সতর্কীকরণ : কোনরূপ কাটাকাটি বা ফটোকপি করে পূরণ বা যে কোন ধরনের অসদুপায় অবলম্বন গ্রহণযোগ্য নয়।

সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক বাংলাদেশ)

১. প্রশ্ন : বর্তমানে কতটি দেশে বাংলাদেশী আম রফতানী হয়?
উত্তর : ৩৮টি।

২. প্রশ্ন : বিশ্বের ৫ম দূষিত নদী কোনটি?
উত্তর : বুড়িগঙ্গা।

৩. বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বর্তমান সেনাপ্রধান কে?
উত্তর : ওয়াকার-উজ-জামান।

৪. প্রশ্ন : বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর নতুন প্রধান কে?
উত্তর : হাসান মাহমূদ খান।

৫. প্রশ্ন : র‍্যাবের নতুন মহাপরিচালক কে?
উত্তর : এ কে এম শহিদুর রহমান।

৬. প্রশ্ন : বর্তমানে বিশ্বের কতটি দেশ ও অঞ্চলের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক লেনদেন রয়েছে?
উত্তর : ২১০টি।

৭. প্রশ্ন : মিঠা পানির মৎস্য উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান কত?
উত্তর : দ্বিতীয়।

৮. প্রশ্ন : বিশ্বে বদ্ধ জলাশয়ে মাছ চাষে বাংলাদেশের অবস্থান কত?
উত্তর : ৫ম।

৯. প্রশ্ন : বিশ্বে ধান উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান কততম?
উত্তর : ৩য়।

১০. প্রশ্ন : দেশের কোন যেলায় শ্রমজীবী ও পেশাজীবী বেশী?
উত্তর : পঞ্চগড়।

সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক বিশ্ব)

১. প্রশ্ন : জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৯তম অধিবেশনের সভাপতি কে?
উত্তর : ফিলেমন ইয়াং।

২. প্রশ্ন : মিঠা পানির মৎস্য উৎপাদনে শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : ভারত।

৩. প্রশ্ন : ২০২৪ সালের বৈশ্বিক শান্তি সূচকে সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ দেশ কোনটি?
উত্তর : আইসল্যাণ্ড।

৪. প্রশ্ন : গম উৎপাদনে শীর্ষ দেশের নাম কি?
উত্তর : চীন।

৫. প্রশ্ন : কাবাঘরের ১০৯তম অভিভাবক কে ছিলেন?
উত্তর : ড. শায়েখ ছালেহ আল-শাইবা।

৬. প্রশ্ন : বিশ্বের শীর্ষ ব্যয়বহুল শহর কোনটি?
উত্তর : হংকং (চীন)।

৭. প্রশ্ন : চাল রফতানীতে শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : ভারত।

৮. প্রশ্ন : বিশ্বে কম ব্যয়বহুল শহর কোনটি?
উত্তর : আবুজা (নাইজেরিয়া)।

৯. প্রশ্ন : বিশ্বে সবচেয়ে বয়স্ক নভোচারীর নাম কি?
উত্তর : এডওয়ার্ড ডোয়াইট (৯১)।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কালোজিরা মৃত্যু ব্যতীত সকল রোগের ঔষধ' *(বুখারী হা/৫৬৮৭)*।

২০০ মি.লি
মূল্য : ৬০০ টাকা

খাটি মধু ও কালোজিরার তেল

অর্ডার করুন
০১৭৪০-৯৯৯৩২৮

প্রস্তুতকারক : লাবীব বিন হাফেয আব্দুল কাহ্হার
গাছবাড়ী উত্তর পাড়া, পোঃ রঘুনাথপুর, কালিয়াকৈর, গাযীপুর

সহজ তামরীনুছ ছরফ

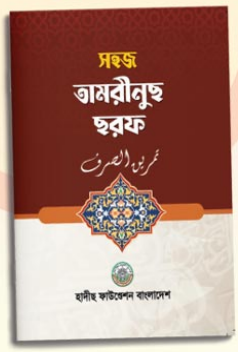

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী, মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০

আরবী ব্যাকরণ শিক্ষার প্রথম ধাপে ছরফ তথা আরবী শব্দগঠন প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবগত হওয়া অতীব যরূরী। সে লক্ষ্যে হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, গবেষণা বিভাগ 'সহজ মীযানুছ ছরফ' ও 'সহজ তামরীনুছ ছরফ' নামে সংক্ষিপ্ত ও সহজবোধ্য দু'টি পুস্তক সংকলন করেছে। এতে একই সাথে আরবী ব্যাকরণ চর্চায় ভারত উপমহাদেশীয় ধারা ও আরবীয় ধারাকে সমন্বয় করা হয়েছে এবং অধিকতর চর্চা নিশ্চিত করতে প্রচুর অনুশীলনী যুক্ত করা হয়েছে। পুস্তক দু'টি আরবী ভাষা শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক জ্ঞানার্জনের পথে খুবই উপকারী হবে ইনশাআল্লাহ।

অর্ডার করুন
০১৭৭০-৮০০৯০০ | www.hadeethfoundationbd.com

সহজ মীযানুছ ছরফ

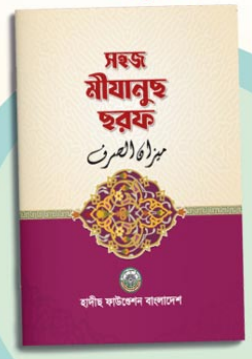

RainMan

AN EXCLUSIVE COLLECTION FOR GENTS

Director
Muhammad Habibur Rahman (Habib)

Al-sami shopping complex, monipur, gazipur sadar. 01732-224778, 01721-937785

তাওহীদের ডাক Tawheeder Dak জুলাই-আগস্ট ২০২৪ মূল্য : ৩০ টাকা

সংগঠন সিরিজ

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

অর্ডার করুন

০১৭৭০-৮০০৯০০

www.hadeethfoundationbd.com

যেসব বই সংকলিত হয়েছে

- পরিচিতি (আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ)
- আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন?
- আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ কি চায় কেন চায় ও কিভাবে চায়?
- সমাজ বিপ্লবের ধারা
- সমাজ পরিবর্তনের স্থায়ী কর্মসূচী
- দাওয়াত ও জিহাদ
- নৈতিক ভিত্তি ও প্রস্তাবনা
- উদাত্ত আহ্বান

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী, মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক সদ্য প্রকাশিত বই

দরসে হাদীছ সিরিজ -১

লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

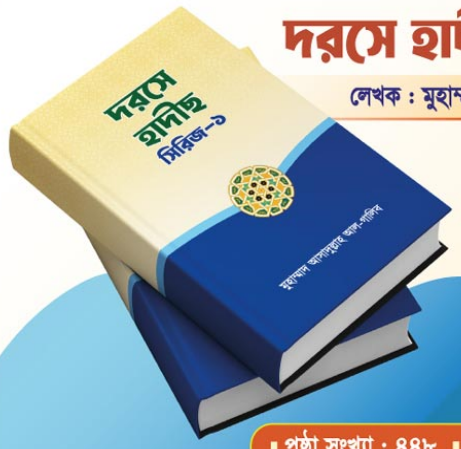

পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৪৪৮ মূল্য : ৩০০

আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভে ইবাদত : গুরুত্ব ও তাৎপর্য

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

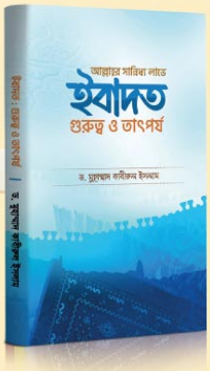

অর্ডার করুন

০১৭৭০-৮০০৯০০

www.hadeethfoundationbd.com

স্মারকগ্রন্থ-২

অর্ডার করুন

০১৭৭০-৮০০৯০০

www.hadeethfoundationbd.com

পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৩৬০ মূল্য : ২০০

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ কর্তৃক সদ্য প্রকাশিত বই

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কর্মী সম্মেলন ২০২৪ উপলক্ষ্যে স্মারকগ্রন্থ-২ প্রকাশিত হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। এতে কর্মী সম্মেলন ২০২২-এর সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনসহ 'যুবসংঘ'-এর প্রায় অর্ধ শত বছরের পথ-পরিক্রমার খণ্ড খণ্ড চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। যেখানে উঠে এসেছে একদিকে স্বর্ণোজ্জ্বল সাফল্যের নানা দিক ও বিভাগ, অপরদিকে ঘাত-প্রতিঘাতের এক বেদনাময় ইতিহাস। সন্নিবেশিত হয়েছে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব-এর সাক্ষাৎকার সহ মূল্যবান তিনটি সাক্ষাৎকার। রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ এবং ইতিহাস-ঐতিহ্যে ভরপুর প্রবীণদের স্মৃতিকথা।